6.5. S. XII. Ben.
~~P. 10. 82~~ 24
EB 83.401

Nava vidhi Valâsa
& Gangabhakti
Tarangini

1. Bhavānī-charaṇa Vandyopādhyāya.
   [Nava bibi vilasa.]

2. Durgā-prasāda Mukhopādhyāya.
   [Gaṅgābhakti taraṅginī.]

73735

Poetic Extracts

Bengalee.

Sectarian

নববিবি বিলাস ॥

অর্থাৎ

73735/1

কুলটা বর্ত্মে কুলকামিনীর দুঃখ প্রকাশ ।

SCHOOL OF ORIENTAL & AFRICAN STUDIES
LONDON

যথা

অগ্রে বেশ্যা পরে দাসী মধ্যে ভবতি কুট্টিনী ।
সর্ব্বশেষে সর্ব্বনাশে সারং ভবতি টুক্কনী ॥

এতদ্বৃত্তান্ত বিস্তৃত গ্রন্থ

অঙ্কুর ও পল্লব ও কুসুম ও ফল এই খণ্ড চতুষ্টয়ে
কুলটা গঞ্জন ছলে কুলপার সন্দেহভঞ্জন ও মনোঞ্জন
ও জ্ঞানাঞ্জন নিমিত্ত

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
রচিত হইল ॥

শকাব্দাঃ ১৭৫৪ ।

F7 ~~22~~
7

Collegii Sti Augustini
apud Cantuarienses
Liber.

নির্ঘণ্ট । । । । । । পৃষ্ঠা

গণেশাদি বন্দনা । । । । । । ১

অঙ্কুরখণ্ড অর্থাৎ বিবিরূপ বৃক্ষের অঙ্কুর - - ৯

নব যুবতীর সহিত নাপিতিনির সাক্ষাৎ - - ১০

নবযুবতীর প্রতি নাপিতিনির কুমন্ত্রণা দান । ১২

নব যুবতীর মনো দুঃখ প্রকাশ । । । ১৫

নাপিতিনির সাহস প্রদান । । । ১৭

নবযুবতীর নাপিতিনীর সহিত বহির্গমন । ২১

নাপিতিনীর বাটীতে নবযুবতীর কালযাপন ২২

নবযুবতীর পরিচয় । । । । । ২৩

পল্লব খণ্ড অর্থাৎ বিবিরূপ বৃক্ষের পল্লব । ৩১

ওস্তাদজীর অন্বেষণের বৃত্তান্ত - । । ৩৩

ওস্তাদদিগের বৃত্তান্ত ও গানের পরিচয় ইং ৩৫ লাং ৪০

অনাহূত বরাহূত গায়কের প্রসঙ্গ । - - ৪৪

গায়কের স্বভাব বৃত্তান্ত - । - - ৪৬

বিবির নৃত্যগীতের ব্যুৎপত্তি । - - ৪৮

নববিবির নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে গমনের অনুমতি - ৪৯

নিমন্ত্রণ রক্ষার বৃত্তান্ত - - - - ৫০

নিমন্ত্রণে নববিবির নৃত্যগীতের পরিচয় ৫২

নববিবির প্রতি বিবির মাতার ভৎর্সনা - ৫৩

হিন্দুস্থানী ওস্তাদের অন্বেষণ । । । ৫৪

বিষয় পৃষ্ঠা

মিঁয়াটিল্লুর পরিচয়	৫৫
হিন্দুস্থানী ওস্তাদের নিকট তালিম	৫৭
নবাবিবির জ্ঞান শিক্ষা	৬০
কুসুম খণ্ড অর্থাৎ বিবিরূপ বৃক্ষের কুসুম	৬২
বাবুরদিগের বশ করিবার উপদেশ	৬৩
বিহারের রীতি উপদেশ	৬৬
প্রেম উপদেশ	৬৮
উপদেশের স্থূল বৃত্তান্ত	৭৯
অথ ফল খণ্ড অর্থাৎ বিবিরূপ বৃক্ষের ফল	৮২
নববিবির শিক্ষার পরীক্ষা	ঐ
বসন্ত রাজার পূজার বাহার	৮৫
নববিবির প্রতি ডাকওয়ালার মন্ত্রণা	৮৯
ডাকওয়ালার সহিত নববিবির বহির্গমন	৯২
বিবির মাতার বিলাপ	৯৮
ডাকওয়ালার সহিতনববিবির সুখসম্ভোগ ও বিয়োগ	৯৯
নববিবিরইতর বৃত্তি	১০৪
নববিবির দাস্য বৃত্তি	১০৯
নববিবির যোটকর্ত্তা ব্যবসায়	১০৯
নববিবির ভেক ধারণ ও ভিক্ষায় কালযাপন	১১২
নববিবর বিলাপ	১১৪

শ্রীশ্রীহরিঃ।

শরণং।

অথ শ্রীগণেশ বন্দনা।

লম্বোদর বিঘ্নহর বিঘ্ন কর ক্ষয়। তুমি কর্ত্তা তুমি ভর্ত্তা হর্ত্তা জগন্ময়।। গণনায় তুমি এক ঈশ্বর অদ্বয়। গণপতি হইয়াছ করি গণোদয়।। পুনশ্চ সে গণ হয় তোমাতেই লয়।অতএব তুমি মাত্র বিশ্বের নিলয়।। নিরাকারে সাকার তোমারে বেদে কয়। তুমিই কেবল সেই বেদের আশ্রয়।। সিদ্ধিদাতা সিদ্ধ কর মানস বিষয়। সিদ্ধি হেতু স্মরি লাম তব পদদ্বয়।।

অথ শ্রী গুরু বন্দনা।

নিরাভাস সনাতন, হংসমন্ত্র পরায়ণ, পরমাত্মা মহেশ আকার। সহস্র দলপঙ্কজে, বরাভয় করাম্বুজে, মুখ পদ্মে মুক্ত সুধাধার।। ঈষ্টদেব সমতুল, সমারাধ্যে সেই মূল, গুরু সত্য সংসারের সার। আদিনাথে করি ভক্তি, কুণ্ডলিনী মূল শক্তি, সমভ্যারে করি নমস্কার।।

অথ শ্রীসরস্বতী বন্দনা।

বর্ণরূপা বাক্‌বাণী, গানবাদ্য বিনোদিনী, হিমকুন্দ ইন্দু নিন্দিতায়। তরুণ অরুণআভা, জিনিয়া চরণ প্রভা, শ্বেত পদ্মোপরে শোভাপায়।।কোকনদ ওষ্ঠাধর, শরদের শশধর, লজ্জিত শ্রীনাথ চন্দ্রিকায়। কিং করে কুশল কর, জিহ্বার জাড্যতা হর, অধিষ্ঠান হও রসনায়।।

শ্রীহরিঃ।

শরণং।

নব বিবি বিলাস।

ভূমিকা।

যদ্যপি নব বাবু বিলাসে নব বাবুদিগের স্বভাব সুপ্রকাশ আছে, কিন্তু সে গ্রন্থের ফলখণ্ডে লিখিত ফলের প্রধান মূল বাবুদিগের বিবি, সেই বিবিরূপ প্রধান মূলের অঙ্কুরাবধি শেষ ফল তাহাতে সবিশেষ ব্যক্ত হয়নাই, এ নিমিত্তে তৎ প্রকাশে প্রয়াস পূর্ব্বক নববিবিবিলাস নামক এই গ্রন্থ রচণা করিলাম এ গ্রন্থের মূল দেখিলেই সে মূলের আমূল পর্য্যন্ত বোধ হইবেক, এবং নববাবুদিগের ন্যায় নববিবিরাও শেষাবস্থায় কীদৃশাবস্থা প্রাপ্তা হয়েন তাহা অনা য়াসে প্রকাশ পাইবেক বিশেষতঃ যাঁহারা সুবোধ অথচ রসিক বাবু তাঁহারা কাহারো কাবু না হইয়া নববাবু ও নববিবি উভয়েরি নষ্ট চরিত্র দেখিয়া বশ

আপনং চরিত্র পবিত্র করিতে পারিবেন যেহেতুক বিচক্ষণ লোক অন্যের দোষ বিলক্ষণ রূপে সমীক্ষণ পুর্ব্বক আপন দোষ পরীহার করিয়া স্বাবধান হয়েন।

শাস্ত্রে কথিত আছে, সর্ব্বত্র ত্রিবিধালোকা উত্তমাধম মধ্যমাঃ। সুতরাং নর নারী উভয় জাতির মধ্যে তিন প্রকার আছে ইহা অবশ্যই স্বীকার করা যায় কিন্তু কাল সহকারে উত্তম ও মধ্যম অপেক্ষা অধম ভাগেরি শ্রীবৃদ্ধি, তন্মধ্যে পুরুষাধমের অধমা প্রবৃত্তি এবং দুর্ব্বৃত্তি ও স্বকীয় সত্বে পরকীয় নিমিত্তে লালসা জন্য যে অপকীর্ত্তি, তাহার কারণ ও উদাহরণ সমাসে ঐ নববাবুবিলাসে কথিত আছে, যে নব বাবুরা প্রায় অনেকেই রাত্রে আপনং ভবন পরিত্যাগ পুর্ব্বক বেশ্যা সদন গমন করিয়া বাস করেন, অতএব যে পুরুষ পরস্ত্রীতে অথবা সামান্যাতে অশান্ত হইয়া নিতান্ত আসক্ত, সে ব্যক্তি স্বস্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণে প্রায়ই অশক্ত, যেহেতুক প্রতিদিন রাত্রি যোগে, যোগের ও ভোগের অভিলাসে অন্যবাসে প্রবাস করিলে তাঁহার স্ববাসের সাধ্বী ও অসাধ্বী হয়, তখন তাহাকে সাধ্য সাধনা করিলেও কাহার সাধ্য যে অবাধ্যাকে বাধ্যা করিয়া রাখে, কারণ

ভর্ত্তার ভার ভরণ পোষণ, সুতরাং কেবল পোষণে পোষ মানেনা, যেহেতুক যে সকল বাবু সর্ব্বদা বেশ্যা বাসে বাস করেন, তাঁহারা কদাচিৎ কখন নিজভবনে ভ্রমক্রমে উপস্থিত হইলে প্রায়ই বৈটক খানায় আটক হইয়া দশজন চেটক ও যোটক ইয়ার লোক লইয়া গাঁজা চরস খান এবং সরস সুরস পান, ও তান মান গাণ ইত্যাদিতেই মত্ত হয়েন অথচ অন্তঃপুরে তাহার কামিনী, আপন নিত্য সুখ দায়ক প্রেম বিলাসক অন্য কোন নায়ক লইয়া সেই প্রতিনিধির দ্বারা বাবুগুণনিধির ভার লাঘব করেন, যেহেতু কেবল পোষণেরি ভার তাঁহার প্রতি, অন্য ভার অন্যেরপ্রতি, কিন্তু অধিকন্তু চমৎকার এই যে প্রাতে ঐ কামিনী স্বামি বাবুর পোষার মত গোসা না করিয়া অম্লানবদনে সংসারের কর্ম্ম কার্য্যে ধৈর্য্যতা দেখান ফলিতার্থ অন্তরের ভাব অনেক অন্তর যেহেতুক যাবৎ না সূর্য্যাস্ত হয় তাবৎ তাঁহার অন্তঃকরণ কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল তাহার কূল লিখনাতিরিক্ত, কেবল যে সকল বাবু অন্য স্ত্রীতে আসক্তি প্রযুক্ত কুলহারা হইয়াছেন তাঁহারাই ঐ ব্যাকুলের কুল জানিতে শক্ত, কারণ প্রেমী ব্যতিরেকে প্রেম জানেনা, এবং অস্ত্রে আঘাতী

ব্যক্তি ভিন্ন অন্যে অস্ত্রাঘাতের জ্বালা বুঝেনা, অতএব সেই সকল বাবুরাই বিশেষ জানিবেন, যে তাঁহারা পরস্ত্রীর সহিত প্রণয় করিলে তাঁহারদিগের মন যেমন ব্যাকুল হয়, স্ত্রীলোকেরদিগের ও অন্তঃকরণ পরপুরুষের সহিত প্রশক্তি হইলে অবশ্যই তদনুরূপ হয়। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা কেবল নামেই অবলা, কিন্তু কামবলে পুরুষাপেক্ষা অতি সবলা, যথা, আহারোদ্বিগুণঃ স্ত্রীণাং বুদ্ধিস্তাষাং চতুর্গুণাঃ ষড়্‌গুণো ব্যবসায়শ্চ কামশ্চাষ্ট গুণঃ স্মৃতঃ॥ সুতরাং, ঐরূপ কামুকী কামিনীর অন্য পুরুষের সহিত প্রীতি হইলে, সে প্রণয় কিছুদিন গোপনে রয়, পরে স্বগৃহে অন্যং স্ত্রীলোকেতে গুপ্তকথা ব্যক্তহয়, তৎপরে সেই গৃহের পুরুষেরাও শুনিয়া মৃদুভাব ত্যাগে পারুষ ভাব প্রকাশ করে, তৎকালীন জানাজানি ও কানাকানিতে স্বামি বাবুর কান খাড়া হয় অবশেষ স্বামি বাবু তাঁহার স্বকীয়া কামিনীকে প্রহার করেন, এবং যাহার সহিত ধরাপড়ে, সে যদি দাসের মধ্যে কেহ হয়, তবে তাহাকে এমত প্রহার করেন, যে তৎক্ষণাৎ সে ধরায় পড়ে, একান্ত যদি উঠে, তখনি ছুটে, কিম্বা সে ব্যক্তি যদ্যপি বাবুর স্নেহ

রিষ্ট সম্পর্কীয় কেহ হয়েন, তবে তাঁহাকে গৃহ হইতে দুরী করণ করিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহার প্রতি বাবু জাত ক্রোধ হইয়া তৎকালীন মনেহ বিবেচনা করেন, যে দূর হউক, আরপারিনা বরং স্ত্রীকেই উহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিই, অবশেষ বাবু স্বালয় হইতে আলয় আলয় শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করেন, সে খানে কামিনী আপন মনের আবেশ অশেষ বিশেষে শেষ করিয়া পুনরায় আপন স্বামির বাসে আইসেন, কেহবা পিত্রালয়ে থাকিয়া ত্রিকুলের মান সমাধান করিয়া দরওয়ান সঙ্গে অনঙ্গ প্রসঙ্গে প্রতিদিন যামিনী সাঙ্গ করেন, কেহবা সেই স্থান হইতে স্থানান্তর প্রস্থানের পথ দেখেন, কিন্তু গুপ্ত কথা একবার ব্যক্ত হইয়াছে, তখন তাহাকে তাহার শাশুড়ী, ননদ, কিম্বা পিত্রালয়ে তাহার ভাই ভগিণী ইত্যাদি সকলেই ঐ কথার গঞ্জনা দেয়, বিশেষতঃ কোন সময়ে কাহারো সহিত কলহ হইলে গুপ্ত কথা উচ্চৈঃস্বরে ব্যক্তকরে, এবং তাহার স্বামি বাবুও তখন প্রিয়াকে প্রিয় বাক্য কহেন না, বরং লজ্জায় পড়িয়া তাড়না করেন, অনন্তর একথা ক্রমে পাড়ায় প্রকাশ পাইলে যে সকল বাবুরা কুলবধূ সম্ভোগে অধিক সুখ ভোগ বোধ

করেন তাঁহারা চেষ্টা পাইতে থাকেন, কোন বাবু আপন আশার সুসার হেতু ঐ কামিনীর নিকট দূতী প্রেরণ করেন, সেই দূতী কামিনীকে যেরূপ রস দেখাইয়া বশ করে, তাহা দূতীবিলাস গ্রন্থেই নির্যাস মতে প্রকাশ হইয়াছে, পুনরায় তাহা লিখন অপ্রয়োজন, সেইরূপ কথোপকথনে দূতী কুলবধূগণে ভুলাইয়া ভুদেখাইয়া কুলে জলাঞ্জলি দেওয়াইয়া কুলের বাহির করে, এমতে কোন২ কামিনী স্বামির জ্বালায় জ্বলিতাঙ্গ হইয়া, কেহবা শাশুড়ী ননদের নিষ্ঠুর কথায় ক্ষত বিক্ষতা হইয়া, কেহবা স্বভাবের দোষে প্রীতে পড়িয়া, কেহবা অন্য কোন বিষয়ের আশয়ে সংসারে ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া, কেহবা সুখেচ্ছায় নির্ভর করিয়া, অর্থাৎ বেশ্যারা বড় সুখী, ইহারা স্বয়ং সংসারের কোন কর্ম্ম কার্য্য করেনা, স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে পুরুষের ন্যায় ইচ্ছামত আহার বিহার পূর্ব্বক যথেষ্টাচার করিতে পারে, এবং বাবুগণেও ধনদানে সকল ধনীকে ধনীকরেন, এবং তাঁহারা স্বয়ং প্রেমাধীন হয়েন, এই ক্ষণিক কাল্পনিক সুখে সুখ জ্ঞান করিয়া কুলে কালি দিয়া কুলের বাহির হয়েন, অবশেষে, আপনি অকূল পাঁথারে পড়িয়া দুকূল হারান,

অতএব তাঁহারদিগের শেষাবস্থায় কি দুরবস্থা হয়, তাহার বৃত্তান্ত সকল বিবিরূপ বৃক্ষ বর্ণনে ব্যক্ত করিতেছি, ভরসা, যে ইহা শ্রবণে কুলবধূগণে পূর্ব্বোক্ত কোন কারণে কুলের বাহির না হয়েন, যে হেতু অকূলে কেবল আকুল হইতে হয়॥

স্ত্রীলোক স্বভাবতো বিজ্ঞান বলে অবলা, তাহাতে কুলবালা আরো ভোলা, অর্থাৎ অনায়াসে ভুলান যায় এমতে যদ্যপি কোন কামিনী ব্যভিচারিণী হইয়া সুপ্রকাশ রূপে বেশ্যা হয়েন, তবে রূপবতী হইলে যে পর্য্যন্ত যৌবন থাকে সে পর্য্যন্ত তিনি কপট লম্পটের নিকট চটক দেখাইয়া আদরনীয়া হয়েন, কিন্তু যেমন২ যৌবনের হ্রাসতা হইতে থাকে, তদনুযায়ি আদরের ও হ্রাসতা হয়, যে ব্যক্তি অত্যন্ত সমাদর করিত, সে তখন নিতান্ত অনাদর করে, অনুগত বিগত হয়, এবং নানাবস্থান্তরে শেষাবস্থায় অত্যন্ত দুরবস্থা ঘটে, যথা, অগ্রে বেশ্যা পরে দাসী মধ্যে ভবতি কুট্টনী। সর্ব্বশেষে সর্ব্বনাশে সারম্ভবতি টুকুনী॥ এবং বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী, ইহাও পূর্ব্বাপর জনশ্রুতি আছে, সুতরাং কুলটার মধ্যে কেহবা যৌবনাবস্থা থাকিতে২ আপন শেষ দশার আশা করিয়া কুমারী অর্থাৎ ছুকরি

ক্রয় করিয়া আপনি আপন মনে আপনাকে তাহার মাতৃরূপে কল্পনা করিয়া কল্পিত কন্যাকে আপন কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করেন, এবং তাহার নাম পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক পুনশ্চ নামকরণকরিয়া থাকেন অর্থাৎ তাহার স্বরূপ মাতা পিতা যদ্যপি তাহার নাম কুড়নি, তিনকড়ী, পাঁচী পাঁচকড়ী ইত্যাদি রাখিয়া থাকে, তৎ পরিবর্ত্তে রাজকুমার প্রাণকুমার গোলাব, গেয়ার ইত্যাদিনাম রাখেন। এতাবতা সেই বিবিরূপ মূলের মূল বিবরণ, অঙ্কুর, ও পল্লব, ও কুসুম, ও ফল, এই খণ্ড চতুষ্টয়ে বর্ণন করিয়া নব বিবিরদিগের রীতি নীতি এবং যে অবস্থায় যে গতি হয়, অবিকল সেই সকল সংগ্রহ করিলাম ইহা বাস্তবিক বাবুজনের হাস্য পরিহাস্যের নিমিত্ত রহস্য স্বরূপ হইবেক, এবং ইহা শ্রুবণে কুলবধূজনের মনে বেশ্যা দিগের দুরবস্থায় দুঃখ সম্ভাবনায় লজ্জা ও ভয় উভয় জন্মিয়া জ্ঞানোদয় হইতে পারিবেক কিমলং বিস্তরেন ॥

অথ অঙ্কুরখণ্ড।

অর্থাৎ।

বিবিক্রপ বৃক্ষের অঙ্কুর।

পরাৎপরের পরম পদার্থ পরমার্থ পথ প্রায় পারমার্থিকেরা পবিত্র লোচনে দেখিতে পান, কিন্তু অপরাপর প্রাকৃত লোক দুষ্ট লোকের সহবাসে সে পথের আলোক হারাইয়া নিতান্ত ভ্রান্ত ও অশান্ত স্বান্ত হইয়া অধৈর্য্য দোষে কদর্য্য পরদার চৌর্য্যাদি বৃত্তিতেই বীর্য্য প্রকাশ করেন এবং সেই রূপ প্রাকৃতা প্রকৃতি স্বামি সম্বন্ধ নির্বন্ধে অন্ধ হইয়া পিতৃ মাতৃ স্বামির মায়া দয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ং মায়াবী হইয়া মায়ার জাল কাটিয়া প্রেমের জাল পাতিয়া মৃগবৎ আগন্তুক কামুক পুরুষকে ধরিতে উপক্রম করেন ক্রমে২ তাহাতে কাম ব্যাধির পরাক্রম বৃদ্ধি হওয়াতে ব্যাধের তুল্য আড্ডাগাড়িয়া বসেন অর্থাৎ গৃহ হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক কোন নগরস্থা বয়স্থা বেশ্যার বশ্যা হইয়া তাহারি দাস্যাদি কর্ম্মে কুমারী

অর্থাৎ ছুক্‌রি রূপে নিযুক্তা হয়েন এবং সেই সুযোগে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন তখন আপন গর্ভধারিণীকে বিস্মৃতা হইয়া ঐ বয়স্থাকেই মাতৃ সম্বোধন করেন এবং পতিকে ভুলিয়া উপপতিকেই পতি বলেন এতাবতা কি দোষে গৃহস্থের কন্যা গৃহ প্রযুক্ত গৃহ হইতে বাহির হয় তাহার বৃত্তান্ত প্রথমতো লেখা যাইতেছে। ❁ ❁ ❁

প্রথমতো নবযুবতীকামিনীর সহিত দূতী রূপা নাপিতিনির সাক্ষ্যাৎ॥

স্ত্রীলোকের কৌমারাবস্থায় পিতা রক্ষক ও যৌবন কালে স্বামী রক্ষক এবং বার্দ্ধক্যে পুত্র রক্ষক অতএব স্ত্রী জাতির স্বাধীনতা কোন কালেই অপ্রসিদ্ধ এমতে যে কালপর্য্যন্ত পিত্রালয়ে কুমারী বাস করেন তৎকালে পিতার রক্ষণাবেক্ষণে শুক্লপক্ষের শশীর ন্যায় বর্দ্ধিতা হয়েন এবং কৌমারাবস্থায় ইন্দ্রিয় দোষ সম্ভাবনার অসম্ভাবনা প্রযুক্ত নির্দ্দোষে নির্ম্মল সুশীতল ধবল গঙ্গাজলের ন্যায় পবিত্র চরিত্রে কাল যাপন করেন, পরন্তু যৌবনোপক্রমে ক্রমে২ মদন রাজার রাজ্যরূপ নারীশরীরে যৌবন দূত প্রবিষ্ট হইয়া অশান্ত দুর্দ্দান্ত রাজার আগমন সংবাদ সংঘোষণ করাতে যুবতীর মনোরূপ প্রজা শাসনভয়ে অধৈর্য্য হয়,

পরে ঐ মহাপ্রতাপী রাজা যুবতীনগরীতেপ্রবল দল বল সমভিব্যাহারে আক্রমণ করাতে বড়ই উৎপাৎ ঘটে তখন যুবতী ক্ষণমাত্র সুস্থির হইয়া থাকিতেপারে ননা সর্ব্বদা পতির নিকট রাজার উৎপাত জন্য বেদনা বেদন করেন, কিন্তু পতি যদি পুরুষার্থযুক্ত পুরুষ হয়েন তবে তৎক্ষণাৎ অনঙ্গ রাজার সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হইয়া নারী নগরীকে স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে রাখেন কিন্তু কাপুরুষ পতি যাহার দিগের লক্ষণ বিলক্ষণরূপে নববাবু বিলাসে উল্লেখিত আছে তাঁহারা আপন২ সতীর দুঃখে কটাক্ষ পাতনা করিয়া অন্য কোন অসতীর দুঃখের দুঃখী সুখের সুখী হইয়া কুলকামিনীর সঙ্গ প্রসঙ্গেও থাকেন না সুতরাং ক্রমে২ মদনরাজারি পরাক্রম বৃদ্ধি হইতে থাকে অনন্তর যখন চন্দ্রবদনাকন্যার যৌবন যোড়শকলা পূর্ণ হওয়াতে যোড়শী পূর্ণ যৌবন বতী হয় তখন গগণস্থ চন্দ্রের যেরূপ রাহু গ্রহণের শঙ্কা তদ্রূপ ঐ গৃহস্থ চন্দ্রবদনার কুসঙ্গিনী চাণ্ডালিনী দূতীর আতঙ্কা হয় অর্থাৎ যৌবনাগতে ঐ বিধুমুখীর রূপের সৌন্দর্য্য ও মনের অধৈর্য্য দেখিয়া কদর্য্য বৃত্তি জীবিনী কুটনী যাহারদিগের লক্ষণ সকল অবিকল দূতী বিলাসে প্রকাশ আছে তাহারাই গ্রহণ দ্বারা গ্রহণ করিতে উপস্থিতা হয় তন্মধ্যে বিশেষতো

নাপিতিনী যিনি সহজেই ধূর্ত্তজাতির কামিনী এবং গত যৌবনাবস্থায় যোটকতাব্যবসায় স্বাভাবিক চাতুর্য্যতায় যুবতীর যৌবনধন লুটাইবার নিমিত্ত গৃহস্থের গৃহ রূপ দুর্গে প্রবিষ্ট হওনের জন্য কামান ছলে কামান ধরিয়াছেন তিনি সুযোগ পাইয়া প্রবেশ করিয়া নবযুবতীর মনোভেদ জন্মাইয়া সংসারের প্রতি কিপ্রকারে বিচ্ছেদ জন্মান তাহার বৃত্তান্ত পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে। ❁ ❁ ❁ ❁

অথ নবযুবতীর প্রতি নাপিতিনির
কুমন্ত্রণাদান॥

প্রথমতঃ প্রবৃত্তি দিলেন যে বাছা তোমার এ যৌবন ধন কাহার নিমিত্তে যক্ষেরন্যায় রক্ষা করিয়া আছ আহা এমন শ্রীফল কি কাকে ভোগ করিতে পারে তোমার যেস্বামী সে তোমার নয়, কিন্তু পরকামী সর্ব্বদা গাঞ্জা চরসেই সরস এরসে অতি বিরস অতএব সে অরসিক কি ভ্রমরের যোগ্য কমলের মধু ভোগ করিবেক মরি২ কি বিধাতার চাতুরী দেখ সে জন আপনার প্রফুল্ল ফুল দেখিতে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ কেবল পর ফুলের গন্ধ পাইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করে তুমি যে এমন হিরে তুমিকি মেষের শৃঙ্গেতে ভগ্ন হইবে তোমার গুণেতে এই বিগুণ দেখিয়া আমার দ্বিগুণ দুঃখ হইতেছে

তাহার কপালে আগুন কেননা আকৃতি কিন্তুত কিমাকার এবং প্রকৃতি ও সেইপ্রকার তথাপি সে যদি তোমারি হইত তবে ঔষধ গেলার ন্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ও ভোগ করিতে কিন্তু বরঞ্চ বনের ঔষধ ও আপনার, কিন্তু এঘরের রোগ পর হইয়াছে কেননা কি নিশি কি দিন ঐ লম্পট শঠ অন্যের নিকটেই থাকে কখনো ভ্রম ক্রমেও তোমাকে মনে করেনা তথাপি তুমি যে পরমসতী তাহাকেই ধ্যান করিয়া আছ তোমার এ সতীপণা কেবল যন্ত্রণা মাত্র কারণ সে কেবল বেশ্যার বশ হইয়া সেই রসকেই সরস করিয়া মানিয়াছে অথচ তুমি সেই পুরুষকে পরশ ভাবিয়া স্পর্শ কর ইহা ভাল মানুষের কর্ম্ম নয় তুমি সোনার লতা হইয়া সে কঠিন লোহার তাড়নায় দিন দিন ক্ষীণ হইতেছ আহা মিথ্যা এ ছার ভাতারের পোড়ায় কেন পুড়িতেছ আমার মন্ত্রণা শুন যে এযন্ত্রণায় পার পাইবে। ❁ ❁ ❁ ❁ ❁

অথ উপদেশিনীর মন্ত্রণাদান।

ত্রিপদী। কি করেছ হায় হায়, একি দেখি বিষম দায়, তোমার সরল প্রাণ সঁপিয়াছ কারে। সেজন সুজন নয়, হৃদয় পাষাণ ময়, কেমনে কোমল হৃদে রাখিয়াছ তারে॥ বিধি নিদারুণ তায়, কারে ছেড়ে কারে চায়,

কুটজে ভ্রমর ধায় ত্যজি কমলিনী। তেমতি তোমার পতি, ত্যজিয়া আপন সতী, সতত কামনা করে, পরের কামিনী ॥ আমরা তোমারে গণি, রমণীর শিরোমণি, তোমার একপ গুণ কে বুঝিবে বল। কপালের গুণে ধণি, পেয়েছ যেগুণ মণি, অন্য জনে প্রয়োজন সে করে কেবল ॥ পদে পদে তবমান, বিনিময়ে অপমান, মান যাবে নিয়ামান মানিরনিকট। অতএব বলি শুন, কি কহিব পুনঃপুনঃ, ত্যজ শীঘ্র এই শঠ নিপট লম্পট ॥ নতুবা বিষম খেদ, সদাহবে মর্ম্ম ভেদ, সতীত্ব রাখিয়া মাত্র দুঃখ হবে সার। তোমার একপ রূপ, যদি দেখে ভুলে ভূপ, অসারে পড়িয়া সার হইল অসার ॥ নানা রস তুমি ধর, রসিকের সঙ্গ কর, সার্থক হইবে তবে তোমার যৌবন। রূপে গুণে মনোহর, রসিক নাগর বর, মন মত মিলাইব চাহিবে যেমন ॥ ভাবিয়া কলঙ্ক ভয়, যে নারি কুলেতে রয়, তার ভাগ্যে কোথা হয় এসুখ সম্পদ। অতএব ত্যজ কুল, কুল যে দুঃখের মূল, আকুল সতত করে ঘটায় বিপদ ॥ ❁ ❁ ❁ ❁

অনন্তর ঐ যুবতীর আদৌ বয়সের তারুণ্য জন্য দীপ শিখার ন্যায় মন চঞ্চল হইল তাহাতে নাপিতিনীর মন্ত্রণা রূপ বাতাস পাইবা মাত্র কুল প্রদীপ

নির্ব্বাণ হইল তখন কৌলিক ধর্ম্মপথে অন্ধকার দেখিয়া একেবারে কুলের পথ হারাইয়া কুলটা বর্ত্মে প্রবর্ত্ত হওনে মনস্থ করিয়া নাপিতিনীকে কহিতেছেন ওগো নাপিতিনি মাসি তোমাকে বড় ভালবাসি তুমি আমার হিতৈশী সকলি জান অধিক কি কহিব কিন্তু এতকাল আমার দুঃখের দুঃখী সুখের সুখী কাহাকেও পাইনাই এবং তোমাকে বলিবং করিয়াও কিছু বলিতে পারিনাই এখন বুঝিলাম আমার কপাল ফিরিয়াছে অতএব লজ্জার মাথা খাইয়া আ[illegible]র মর্ম্মের ব্যথা ও মনের কথা প্রকাশ করিয়া কহিতেছি মনদিয়া শুন ॥ ❁ ❁

অথ নব যুবতীর মনদুঃখ প্রকাশ।

পয়ার। মনের মরম কথা প্রকাশিতে নারি। কত পাপ ছিল তাই হইয়াছি নারী॥ এ কিদায় হায় হায় কি বলিব সই। আমি যাই অতিদুঃখী তাই এত সই॥ অন্যে এ ব্যথার কথা কে বুঝিতে পারে। সেই পারে যে গিয়াছে প্রেমসিন্ধু পারে॥ তুমি প্রেম প্রবীণা তোমার কর্ম্ম বোঝা অন্য জনে একথা কেবল হয় বোঝা॥ পড়েছি করম দোষে আমি যার করে। সে জন দুর্জ্জন অতি কি জানি কি করে॥ চরসে সরস সদা গাঁজা আর ভাঙ্গে। বুঝ দেখি এ প্রণয় থাকে কি বা ভাঙ্গে॥ কে আছে সংসারে সখি অবলা বলদ। পতি

যিনি হন তিনি কেবল বলদ ॥ অকৃতি আমার পতি নাহি কোন বল। তাহার দাসিত্ব করে কি হইবে বল ॥ সদা থাকেঅন্য মনে আমারে না ভাবে । বরঞ্চ শত্রুতা ভাল ধিক্ এমন ভাবে ॥ চল্লিশ সেরেতে হয় পরিপূর্ণ মন। সেই পরিমাণে নাথে সঁপেছিনু মন ॥ কিন্তু না পাইনু তার মনের এক্ কলা। ফাকি দিয়ে আমারে সে দেখাইল কলা। নাহি দেয় সুখ কিম্বা দেয় রূপা সোনা। বেঁ[illegible] পতি ইহা কানে মাত্র শোনা॥ রাত্রি হলে ক[illegible] আকাশের তারা। না দেখি তাহারে চক্ষে ক্ষ[illegible]। তারা॥ নিশি দিন দু নয়নে বহিতেছেবারি। পতির আশয়ে অশ্রু কতই নিবারি॥ পর নারী নিয়াথাকে পতি যে বালিশ। আমি কি থাকিব সই লইয়া বালিশ॥ না হইল কোন সুখ জনমিয়া ধরা। আমি কি পড়েছি সই চোরদায়ে ধরা॥ সহে না সরল প্রাণে মদনের তীর। যুড়াইতে দগ্ধ তনু যাব সিন্ধু তীর ॥ কিন্তু ভাবি যে জ্বালায় এই প্রাণ জ্বলে। এ জ্বালা কি যাবেসই ঝাঁপ দিলে জলে ॥ জলেতে জগৎ স্নিগ্ধ নাম যে জীবন। সে জীবনে প্রাণ সখি নারহেজীবন॥ কুলেথেকে কত আর দুঃখে কাল হরি। শুনিলে আমার কথা লোকে বলে হরিঃ॥ যৌবন মদেতে মন প্রমত্ত বারণ। কুল লজ্জা কত তায় করিবে

বারণ। কুল লজ্জা কত তায় করিবে বারণ॥ প্রতিজ্ঞা করেছি তাই উপপতি করি। তবে শান্ত হবে এ অশান্ত মন করি॥ তোমারে পাইয়া লাভ হৈল লক্ষ লক্ষ। বুঝিলাম অতঃপর সিদ্ধ হবে লক্ষ॥

অথ নাপিতিনীর সাহস প্রদান॥

নাপিতিনী কুল কামিনীর দুঃখ শুনিয়া মনে২ চিন্তা করিল যে ভাল শীকার পাইয়াছি ইহাকে যদি মিষ্ট কথায় তুষ্ট ও রসের আলাপে বশ করিতে পারি তবে এই আমার বৃদ্ধ বয়সে ধনোপার্জ্জনের বিশেষ উপায় হয়, কেননা, লোকের কৃতী পুত্র পাইলে যে লাভ হয়, তদ্রূপ কুটনীর অবলা ভোলা কুলবালা পাইলে লাভ বোধ হয়। অনন্তর ঐ যুবতীর রূপের চটকে লম্পট বাবুদিগকে আটক করিবার নিমিত্ত আপন ফটকে লইয়া যাইতে মনস্থ করিয়া কুলকামিনীকে সংগোপনে কানে২ কহিতেছে, বাছা, তুমি আপন মনের কথা আমাকে কহিলে এখন আমার প্রাণের প্রাণ হইলে, দেখ দেখি এই বুড়ি হইতে তোমার কত সুখ হয় তাহা ক্রমে২ জানিতে পারিবে, এই যত হুমরা চুমরা বাবু, ইহারা সকলেই আমার কাবু, তোমাকে এমন এক জন ফুল্ বাবুর কাছে

লইয়া যাইব যে তুমি এককালে রাজরাণী হইয়া বসিবে।এবং তাহার নাম শুনিলে তোমারস্বামী ভয়ে কিছুই করিতে পারিবেকনা, যেমন সিংহে শীকার করিলে শৃগাল জুল্‌জুল্‌ চাহিয়া দেখে, তেমনি রাজ ভোগ্য তুমি রাজার ভোগে আইলে অজার কি সাধ্য যে তোমার ছায়া মাড়ায়। to approach to injure

অনন্তর এই সকল সুবোধ বচনে কুলকামিনী কুল ভয়ে নির্ভয় হইয়া নাপিতিনীকে জিজ্ঞাসিতেছেন, বল দেখিমাসী সে জনকেমন সুজন, ও তাহার কেমন মন, ও কতধন, আর তাহার প্রেম বিলাসিনী কোন জন আছে কিনা? নাপিতিনী উত্তর করিতেছে। ✻

ত্রিপদী। নগরে নাগর যত, তারমধ্যে মনোমত, মন্‌মথ আছে একজন। যদিহয় প্রয়োজন, আনিব সেপ্রিয় জন, মিলাইব রতনে রতন।। রূপেতে রতির পতি, গমনেতে হংসগতি, রমণেতে মাতঙ্গ সমান। চুম্বনে কপোত সম, কথায় কোকিল ভ্রম, অনায়াশে হরে্য লয় প্রাণ।। মুখেতে মধুর হাস, পদ্ম যেন সুপ্রকাশ, আহামরি কেমন সুন্দর। গানেতে গলায়মন, পশু হয় অচেতন, কি কহিব যেমন কিন্নর।। সব গুণে সুনিপুণ, নাদেখি এমন গুণ, পুরুষ পরশ মণি তুল্য। যদি তুমি হবে ধনি, তবে বলি শুন ধনি, পরশ সে পরশ

অমূল্য ॥ ধনেতে কুবের কল্প, অথবা বিটপ কল্প, পৃথিবীতে সৃজল ঈশ্বর। মন যেন গঙ্গাজল, নির্ম্মল সুশীতল, গাম্ভীর্য্য যেমন রত্নাকর ॥ পুরুষের মধ্যে নিধি, তাহারে গড়িল বিধি, নারীমধ্যে তুমি তার যোগ্যা। প্রেমি সঙ্গে প্রেমকর, সদা সুখে কাল হর, রাণী হয়্যে হও রাজভোগ্যা ॥ বাবুমধ্যে সেই রাজা, আর যত বাবু অজা, অজা সঙ্গে মজা কোথা হয়। মজিলে তাহার সঙ্গে, থাকিবে পরম রঙ্গে, অপাঙ্গে অনঙ্গে হবে জয় ॥ ❁ ❁ ❁

অনন্তর ঐ নাগরী নাগরের এপ্রকার সৌন্দর্য্যতার সমাচার পাইবামাত্র তাহার মনোরূপ নৌকা আহ্লাদ সাগরে টলমল্ করিতে লাগিল তখন বিবেচনা করিলেন যে এই নাপিতিনী মাসী আমার নিতান্ত হিতৈষী এ উত্তম পরামর্শ দিয়াছে অতএব মিথ্যা কেন আর ঘরে থাকিয়া পরের গঞ্জনা ও যন্ত্রণা ভোগ করি এ পাপ সংসার হইতে বাহির হইলেই প্রাণে বাঁচি, তখন আপন বশে থাকিব এবং স্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে পছন্দ মত নাগর লইয়া কাল যাপন করিতে পারিব, ইতি বিবেচনায় কুল কামিনী কুলে হইতে পলাইবার পন্থায় নাপিতিনীকে বলিতেছেন, শুন গো নাপিতিনী মাসী আমি এক্ষণেই তোমার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত

আছি, আর এ পিঞ্জরের পাখী হইয়া থাকিতে পারিনা, দেখ স্বামির এই দশা, তাহাতে আবার যদি গোপনে এদিক্ ওদিক্ কোন দিক্ চাই, তখনি ঘরেপরে গুরু জনের গঞ্জনায় প্রাণ বাঁচেনা, বাটীর রসুয়্যা ব্রাহ্মণ, কিম্বা জলতোলা ভারী, অথবা কুটুম্ব লোক্ জন কাহারো সঙ্গে কালে ভদ্রে পিত্তরক্ষার নিমিত্ত আলাপ করিলে অভাগা মাগিগুলা কতই কয়, এত কি প্রাণে সয়, যেমন পাপিষ্ঠ ভাতার তেমনি তার ভাত্ আর খাইবনা, এবং গুরু জনেও যে প্রকার ভৎসনা করে তেমনি তাহারদিগকেও আক্কেল দিব, এ পাপ সংসারে আর কায নাই, আমার এই শরীরে কতই সবে, এখন বল দেখি কোন্ সময় কি প্রকারে কোথায় লইয়া যাইবে, নাপিতিনী কহিতেছে, শুভ কর্ম্মে বিলম্ব নাই, যে কর্ম্ম করিবে তাহাতে সকল সময়ই প্রশস্ত কিন্তু ব্যস্ত হইলে কি জানি কেহ টের পাইয়া মাঝ পথে বিপদ ঘটায়, তবে একে আর হইবেক, অতএব তুমি সংসারের নিত্যকার কায কর্ম্ম করিয়া শুইয়া থাকিবা, আমি চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে বাহিরে শাড়া দিব, সেই শাড়া শুনিয়া তুমি বাহিরে আইলেই শশুর চক্ষে ধূলা দিয়া তোমাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া যাইব, যদি কেহ রাত্রি থাকিতে উঠে তোমাকে কোন কথা

জিজ্ঞাসা করে, তবে তুমি কোন শাড়া দিওনা, একান্ত আঁটা আঁটি করিলে, পেটের শাড়া জানাইবা ।৵

অথ নবযুবতীর নাপিতিনীর সহিত বহির্গমন ॥

অতঃপর নাপিতিনীর উপদেশে উপদিষ্টা সন্তুষ্টা কামিনী গৃহকর্ম্ম করিয়া নিয়মিত সময়ে শয়নাগারে শয়ন করিয়া রহিলেন, নিদ্রা সকলি মিথ্যা, মনে২ এই ভাবিতেছেন, যে কতক্ষণে পায়ের শিকলি কাটিয়া বাহির হইব, পরে নিরূপিত সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে কুল কামিনী নাপিতিনীর শব্দ পাইবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া নাপিতিনীর গৃহে আসিয়া রহিলেন, এখানে পরদিবস প্রাতে স্বামী বাবু ঘরে বাহিরে অনেক অন্বেষণ ও ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন, শেষে কিছুই স্থির করিতে নাপারিয়া আত্মীয় অন্তরঙ্গ সকলের গৃহে তত্ব করিলেন, তথাপি কিছু অনুসন্ধান নাপাইয়া চিত্রপুত্তলীর ন্যায় অবাক হইয়া রহিলেন, ঘরেপরে সকলে তাহাকে গঞ্জনা দিতেলাগিল, যে তখনি বলিয়াছিলাম, বাপু তুমি যেমন সতী সাবিত্রীর মুখালাপও করনা, তেমনি তোমার মুখে কালি চুন পড়িবেক, এখন কেমন, তুমি যে হাড়ি, ডোম, শুঁড়ি, চণ্ডাল, মুছলমান, ফিরিঙ্গী,

ইংরাজ, ফরাসিস, নানা জাতির সহিত বিহার করিয়া মজা করিয়াছ, এখন দেখ দেখি তোমার জাতি কে মারে, এই রূপে ঘরে পরে গুপ্ত কথা ব্যক্ত হইয়া বাবু এক ঘর মানুষ হইলেন অর্থাৎ তদবধি এক ঘরা হইয়া রহিলেন। ❁ ❁ ❁ ❁

অথ নাপিতিনীর বাটীতে নব
যুবতীর কালযাপন।

এখানে নাপিতিনীর ঘরে কুলকামিনী আসিয়া লুকচুরি খেলায় প্রবর্ত্তা হইলেন অর্থাৎ যোগেযাগে যোগ যাগ করিতে লাগিলেন, এবং যাহার বৃত্তান্ত শুনিয়া এত উল্লসিতা হইয়া কুলে হইতে বাহির হইয়াছেন তাহার আকাঙ্ক্ষায় নাপিতিনীকে জিজ্ঞাসীতেছেন, কহ দেখি মাসি এখন তাহার সহিত মিলনের উপায় কি হইবেক?, আর একাকিনীবিরহিণী হইয়া থাকিয়া প্রাণে দুঃখ দিতে পারিনা অতএব শীঘ্র তাহার সহিত যাহাতে মিলন হয় তাহার উপায় কর নাপিতিনী কহিতেছে, বাছা তৃষ্ণা আগে দৌড়ে কি জল আগে দৌড়ে, তুমি এত ব্যস্ত কেন হও কিছু দিন গেলে তোমার সম্ভ্রম বাহির হইলে কত কত বাবু আসিয়া আপনা হইতে কাবু হইবেক, তবে তোমার প্রাণের বড় জালা হইয়া থাকে, তাহাতে

থাকিতে না পার, এজন্য আমি ইহার উপায় অদ্যই করিতেছি, তোমার উপযাচক হওনের কোন প্রয়জন নাই, কিঞ্চিৎকাল স্থির হইয়া থাক, ইহা বলিয়া নাপিতিনী গৃহ হইতে বাহির হইল, নাপিতিনী এব্যব সায় অতিশয় নিপুণা, এবং অনেক কালাবধি এ কর্ম্ম করিয়া আসিতেছে এ কেবল নূতন ব্রতী নহে, তাহাতে অনেকের নিকট পসার হইয়াছে তন্মধ্যে অধিক কাবু এক জন বাবুর নিকট গিয়া কুলকামিনীর সংবাদ দিতেছেন॥

অথ নবযুবতীর পরিচয়।

নাপিতিনী এক পল্লিগ্রামস্থ কায়স্থ কপট লম্পট বাবুর নিকট স্বয়ং গিয়া কহিতেছেন, বাবু তোমার জন্যে আমি এক ভালমানুষের ঘরে সিন্ধ দিয়াছি বাবু হাস্য বদনে নাপিতিনীকে জিজ্ঞাসিলেন সে কিপ্রকার, নাপিতিনী কহিতেছে তুমি যেমন রশিক, তেমনি এক রসিকা নবযুবতী, কুল বালা, তোমার নিমিত্তে বাহির করিয়া আনিয়াছি, ইহার রূপ গুণের কথা কি কহিব না দেখিলে জানিতে পারিবেনা, সহরে সহরে কি বেড়াও, যত সহরের মজা সকলি তাহার শরীরে দেখিতে পাইবে॥

পয়ার ॥ সুখের প্রয়াশে ভ্রমি রসিক নাগর। বৃথা কর পর্য্যটন নগর নগর ॥ কুল কামিনীর অঙ্গে কর নিরীক্ষণ। সকল সুখের স্থান হবে নিরূপণ ॥ বারেক যে দেখে মুখ সুধাবাদ তার। না দেখে সে মুখ সুধাবাদ পুণর্ব্বার ॥ এ মুখে সুধার বাদ নহে বাদ মাত্র। সুধা না থাকিলে কি জুড়ায় দেখে গাত্র॥ ভালে ভাল চন্দন নগর সোভা পায়। চুঁচুঁড়ার সং দেখ চুলের চুড়ায় ॥ সিঁতির বাগানে বাব যাও নিতিং। কপাল যুড়িয়া আছে দেখ সেই সিঁতি ॥ ভুরুষুট পর গণা ভুরুতে নির্য্যাস। তার গুণ কি কহিব ভারতে প্রকাশ ॥ কান পুর শুনেছ কেবল মাত্র কানে। স্বচক্ষে দেখহ বাবু যুবতীর কানে ॥ শোনা আছে দানাপুর দেখা নাহি তায়। শোনা দানা পুর পাবে নারীর গলায়॥ নগরের মধ্যে এক কলিকাতা সার। প্রতি পথে কত শত মজার বাজার ॥ কিন্তু দেখ অঙ্গনার অঙ্গ সহা কার। বুকে দুই কলিকা তা অতি চমৎকার ॥ এক কলি কাতায় সবে দেয় রাজ কর। সেই স্থানে রাজা কেও দিতে হয় কর ॥ কটি অভরণ ছলে দেখ কাঞ্চি পুর। চন্দ্রকোনা চন্দ্র হারে দেখিবে প্রচুর ॥ অপূর্ব্ব নগর দেখ যার নাম ঢাকা। শিল্পবিদ্যা সেই খানে কত আঁকা বাঁকা॥ কি দেখেছ রসরাজ এ কোন নগর।

নীর অঙ্গে আছে ত্রিকোণ নগর॥ তাহাতে গমন ছলে সুখচর হয়। তাহার সমান এই সুখচর নয়॥ সে অঙ্গে দেখিতে পাবে যে সুখসাগর। তাদেখিলে তুচ্ছ হবে এ সুখসাগর॥ কিন্তু নারী ইন্দ্রাপুর দেখাবড় শক্ত। ইন্দ্রাপুর সদাথাকে তাহাতে অব্যক্ত॥ অমৃত স্বরের সৃষ্টি সে অমৃত স্বরে। রণজিত পঞ্চস্বর তাহে বাসকরে॥ মানসিংহ অধিকার যুবতীর মানে। পারাজয় নাহি নারী জয়পুর স্থানে॥ বন উপবন তুমি কি দেখিবে আর। গোপনে সুন্দর বন দেখ চমৎকার॥ যদিবল ব্যাঘ্র ভয় এসুন্দর বনে। তথায় ব্যাঘ্রের ভয় হয় কোনস্থানে॥ বিধাতার সৃষ্টি ইথে নাহিক ব্যত্যয়। অনঙ্গের অঙ্গ তাহে ব্যাঘ্র তুল্য হয়॥ সহনয় অতিশয় কামড় তাহার। কিকিরী শিকিরী ভিন্ন বাঁচে সাধ্য কার॥

অনন্তর কুলকামিনীর সৌন্দর্য্য শ্রবণে অধৈর্য্য মনে কুজবাবু ফুল হইয়া নাপিতিনীর সহিত তৎক্ষণাৎ যাইতেউদ্যত হইলেন তাহাতে ধূর্ত্তজাতির কামিনীনাপিতিনী ধূর্ত্ততাকরিয়াকহিল যে বাবু গোপনের কর্ম্ম রাত্রেই ভাল, দিনের বেলা এখেলা উচিত হয়না যদিকেহ তোমাকে দেখে তবে নিন্দা করিবেক এবং আমারো গৃহস্থের ঘর তুমি যাইয়া কি দিনে ডাকাতি করিবে? বাবু

উত্তর করিলেন যে তুমি যাহা কহ ইহা সত্য বটে কিন্তু এক জন দিনের বেলা সিন্ধ দিতে ছিল তাহা দেখিয়া আর একজন জিজ্ঞাসিল যে তুমি কি রাত্রি অনুমানে দিনে সিন্ধ দেতেছ? তাহাতে সে উত্তর করিল যে গরজ ভারী, অতএব আমারো সেইরূপ ভারী গরজ উপস্থিত, এখন ইহার কি বিহিত তাহা বল, পরে নাপিতিনী অনেক বুঝাইয়া স্তোক দিয়া বিদায় হইল কিন্তু সে বিদায়ে বাবুর বড়ই দায় হইল কোন মতে স্থির হইতে পারি লেন না কতক্ষণে সন্ধ্যা হয় এই ভাবনায় সন্ধ্যা নাহ ইতে সন্ধ্যার বন্দনা করিতে লাগিলেন, অনন্তর যেমন সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমনোন্মুখ হইলেন তৎক্ষণাৎ বাবু উঠিয়া ছুট দিলেন, নাপিতিনীর ঘর পবলিক আফিসের ন্যায় খ্যাত বিশেষতঃ নব বাবু সকল সেই আফিসে নিত্য২ কর্ম্মস্থান জ্ঞানে কর্ম্ম করিতে যান ইহাতে সে স্থান ফুল বাবুর পক্ষে কোন মতেই অপরিচিত স্থান নহে সুতরাং দ্রুতগতি দ্বারা তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন, তখন নাপিতিনী বাবুর নিকট উপযুক্ত নজর লইয়া নজরা নজরী করিতে দিল তাহাতে যুবা বাবু ও যুবতী কামিনী উভয়ে কটাক্ষ বাণ সন্ধান করিলেন ক্রমে পরস্পরের রাগ বৃদ্ধি হইবাতে সকল অস্ত্র শস্ত্র বাহির হইল এবং উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন অবশেষে এক

পক্ষরে ধ্বজা ভঙ্গ হইবামাত্র ধনির জয় ধনিরজয় এই কথা নাপিতিনী দূরে হইতে কহিতে লাগিল ইহাতে ধনির জয়ধ্বনি ছলে উভয়েরি সম্মান রক্ষা হয় বটে কিন্তু রসিক বোদ্ধা সকল বিশেষ বিবেচনায় নাপিতিনীরই জয় নিশ্চয় করিবেন কারণ প্রথমেই সে নজর ব্যতীত নজর করিতে দেয়নাই। এইরূপে কএক দিবস ফুল বাবু ফুলের মধু পানে মধুকরের ন্যায় গমনাগমন করেন শেষ এক দিন ষট্পদ শঠতা পূর্ব্বক মনে চিন্তা করিলেন যে যদি এই পদ্মিনীকে আপন বশে কোন বাগানে রাখিতে পারি তবে অনায়াসে আমার সেই আনন্দ কাননেই দিবারাত্র আহার বিহার হইতে পারে এই বিবেচনায় এ কথার আলোচনা যখন যুবতীর সহিত হইল, তখন বাহির হইতে নাপিতিনী শুনিতে পাইয়া মনে ২ ভাবিতে লাগিল যে আমি আপনার লাভের জন্য এত যত্ন করিয়া গৃহস্থের গৃহে সিন্ধ দিয়া কামিনী রত্ন আনিলাম এক্ষণে আবার চোরের উপর বাটপাড়ের ভয় উপস্থিত, পাছে ভোলা মেয়ের খোলা মন উহার প্রতি পড়ে তবেত আমার হাতে খোলা হইবেক, এই আশঙ্কায় স্বাভাবিক চাতুর্য্যতায় নাপিতিনী বাবুকে কহিল যে শুন বাবু আমার ঘর তোমারি যাহা ইচ্ছা যায় এইখানে

কর বরং দিনে আসিতে চাহ আইসহ, তাহাতে পরা মাণিকের ভয় নাই তুমিই আমার সাত রাজার ধন পুরা মাণিক, আর দেখ বাবু এসকল কর্ম্ম গোপনেই ভাল প্রকাশে অনেক দোষ কিজানি জানাজানি হইলে ভাল মানুষের মেয়ের কথা আবার যদি লোকেটের গায় তবে অনেক ফেরফার হইয়া শেষ তোমারো মন্দ আমারো মন্দ অবশেষে একটা বিষমদ্বন্দ্ব উপস্থিত হই এই কথা শুনিয়া বাবুর মনে সন্দেহ হইল এবং কুল বালা ভোলা বড়ই ভয় পাইল সুতরাং সেই নিমিত্তে বাবু নাপিতিনীর বাটীতেই দিবারাত্রে যখন তখন গমনাগমন করেন এবং পাছে সুখের ব্যাঘাত হয় এইজন্য নাপিতিনীকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য যেদিন যাহা চাহে তাহাই দেন, এইমতে এদিকে ক্রমেং পাপের ভরা পরিপূর্ণ হইল ও দিকেও ধর্ম্মের চরসন্ধান পাইল অর্থাৎ একদিন কুলবাবু অনঙ্গ সঙ্গ প্রসঙ্গে পরম রঙ্গে রসতরঙ্গে অঙ্গ ভাষাইয়া কিমজা কিমজা এই কথা বারম্বার চিৎকার ধ্বনিতে কহিতেছেন ইত্যবসরে পুলিশের তরফ একজন চৌকিদারে পাড়ার লোকের মুখে শুনিতে পাইল যে নাপিতিনীর বাটিতে অনেক কুলবালা আসিয়া রহিয়াছে ইহা স্বনয়নে দেখিয়া চৌকিদার থানায় জমাদারের নিকট সমাচার কহিল

জমাদার তৎক্ষণাৎ নাপিতিনীর বাটীতে স্বয়ং উপ স্থিত হইয়া দেখিলেক যে নাপিতিনীর ঘরের ভিতরে কোন ভাল মানুষের কুলের কুল বালা লইয়া এক জন কুল প্রদীপ নববাবু মজা করিতেছেন ইহাতে জমাদার তৎক্ষণাৎ ওই নাপিতিনীকে, ও নব যুবতীকে এবং নব বাবুকে ধৃত করিয়া থানায় আনিয়া পুলিসে চালান করিল, পরে এই বিষয় বিচার কালীন বিচার কর্ত্তা ধর্ম্ম সংস্থাপন হেতু যুবা ও যুবতী উভয়কেই ধমকাইয়া ধুম্ ধাম করিলেন এবং সে দিবস বাবুকে ও নব যুব তীকে ফটকে আটক রাখিলেন এখানে নব যুবতীর স্বামী বাবু এই সম্বাদ পাইয়া পর দিবস পুলিসের কাছারিতে স্বয়ং উপস্থিত হইলেন তখন বিচার হেতু বিচারকর্ত্তা বাবুকে ও কুলকামিনীকে নিজ সংমুখে দণ্ডায়মান করিয়া প্রথমতো বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি জান যে এস্ত্রী লোক এক ব্যক্তির বিবাহিতা স্ত্রী তবে তুমি ইহার সহিত কেন এপ্রকার আসক্তি করহ বাবু উত্তর করিলেন যে আমি এস্ত্রী লোককে কখন দেখি নাই এবং জানিনা আমার সহিত ইহার কোন কালেই আলাপ নাই অমুক নাপিতিনী ইহাকে সঙ্ঘটন করিয়া দিয়াছে আমি কাহারো বিবা হিতা স্ত্রী জানিলে ইহার নিকট কদাচ আসিতামনা

পরে বিচার কর্ত্তা এ কথা শুনিয়া বাবুকে আর কিছু না কহিয়া নাপিতিনীকে সমন দিয়া তলব করিলেন, সেই সমন নাপিতিনীর পক্ষে শমন হইল অর্থাৎ বিচারকের বিচারে নাপিতিনী প্রধান দণ্ডী হইবাতে শ্রীঘরে গমন করিতে হইল, উক্ত আছে যে লোভেই পাপ পাপেই মৃত্যু, অনন্তর বিচার কর্ত্তা কুলকামিনীকে শাসন ভয় দেখাইয়া কহিলেন যে তুমি কিনিমিত্তে কুল ত্যাগ করিয়া কুলটা হইবা এ কর্ম্মে ক্ষান্ত হও আপন স্বামীকে লইয়া স্বচ্ছন্দে কালযাপন করহ ইত্যবসরে কুল বধূর স্বামী বাবুও বিচার কর্ত্তার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কুল বধূকে অনেক সাধ্য সাধনা করিলেন কিন্তু কুলবধূ কোন মতেই সেনতে মত করিলেন না বিচারকের নিকট বিস্তারমতে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া কহাতে বিচারক ক্ষান্ত হইয়া রহিলেন সুতরাং তদবধি কুলকামিনী নাম লোপাইয়া নব বিবি নাম লব্ধ হইলেন, সবিশেষ পল্লব খণ্ডে প্রকাশ পাইবেক ইতি ॥ ❁ ❁ ❁ ❁

অথ পল্লব খণ্ড।

অর্থাৎ বিবিরূপ বৃক্ষের পল্লব।

অনন্তর পূর্ব্বোক্ত নববিবি নগরস্থা বয়স্থা এক বেশ্যার নিকটে আশ্রয় লইলেন এবং তাহাকে মাতৃ রূপে সম্বোধন করিলেন ঐ বেশ্যা কন্যাকে পাইয়া স্নেহ বাক্যে অমৃতাভিষিক্ত করিয়া কহিলেন, বাছা তুমি আমার সাত রাজার ধন, আমার পেটের সন্তান হইতেও তোমাকে অধিক ভাল বাসি আমারা আর কত দিন বাঁচিব তুমি চিরদিন সুখভোগকর তাহাই দেখিয়া তোমার আলাই বালাই লইয়া মরি এই আমার বাঞ্ছা আমি মরিলে এই ধন দৌলত সকলিতোমার এবম্প্রকারমিষ্ট বচনে বিবি রূপ অঙ্কুর সেচনে সযত্ন হইল মাগী বড়ই ঘাগী স্নেহ সকলিমিথ্যা শুদ্ধ ধন লোভী, এমতে ধনোপার্জ্জনার্থে প্রথমতঃসেই কন্যাকে নব বিবিরূপেপ্রকাশ করিবার প্রয়াসে তাহার নিজ প্রেমে মোহিত পূর্ব্বের আলাপিত যেং নগর বাসী ও পল্লিগ্রাম নিবাসী বাবু দিগেরসহিত সম্প্রীতিছিল বিবিকেতৎ সংসর্গস্থাকরিয়া ঐ বাবুরদিগের সহিত যে প্রকার তিনি স্বয়ং হাব ভাব কটাক্ষ করিতেন বিবিকেও তদ্রূপ শিক্ষা পড়া দিতে লাগিলেন এই রূপে পল্লিগ্রামের গ্রাম্য দোষ কিঞ্চিৎ

দূর হইয়া যখন নাগরিক গুণে নাগরীর গুণবত্তা হও
নের উপক্রম হইল তখন এক দিবস ঐ প্রাচিনা বেশ্যা
আপন পুরাতন বাবু গণকে কহিলেন যে তোমরা দয়া
করিয়া আমার এই নব বিবিকে কিছু গাওনা বাজ
নার তালিম দেও, প্রাচীন আলাপিত বাবুরা প্রাচীন
লোচা প্রায় অনেকে গোঁপ কামায়, গোর গাফি জুতা
পায়, টুঁটি২ মালা গলায়, ঝুমুরের গীত গায়,
বেহালা বাজায়, টাক মাথায়, পাশা খেলায়, পাখি
পড়ায়, গুড়ে মোণ্ডা খায়, তন্মধ্যে জনেক তাহার
নাম আড়িডজী তিনি কহিলেন যে তার আটক কি বিবি
আমরা সকলেই প্রস্তুত আছি নব বিবিকে যে
প্রকারে গাওনা বাজানা শিখাইতে কহিবে সেই
প্রকারে শিক্ষা দিব এই যে পোদ্দার মহাশয় ইনি সকল
রকম গাওনাজানেন অর্থাৎ ঝুমুরের গীত,যাত্রার গীত,
রাম প্রসাদী পদ, নিধুর টপ্পা ও মিত্রজার খেমটা পর্য্যন্ত
গাইতে পারেন, পোদ্দার মহাশয় পূর্ব্বে পরমা
নন্দ যাত্রা ওয়ালার দলের বাসুদেব সাজিতেন,
ইহাতেই সকল প্রকার গাওনা শিখিয়াছেন, আর
এই সেঠজী বেহালা বাজাইয়া থাকেন, এবং আমি
নিজে নাচিতে পারি, কারণ আমি হরুর দলে নাচিয়া
ছিলাম, বিবির মাতা এই কথা শুনিবা মাত্র কহিলেন,

তবে তুমি প্রথমত নাচ শিক্ষা করাও, তিনি উত্তর করিলেন যে ঢুলি ঢোল না বাজাইলে আমি নাচিতে পারিনা, পরে পোদ্দার মহাশয়কে কহিলেন ভাল তুমি আমার নব বিবিকে গান শিখাও দেখি, পোদ্দার মহাশয় উত্তর করিলেন, যে দোয়ার নাহইলে গানকরা গোঁয়ারের কর্ম্ম, অনন্তর এই সকল বাক্‌কৌশল দেখিয়া বিবির মাতা কহিলেন আচ্ছা তোমরাতো সকলেই ঘরের লোক, তোমারদিগের নিকট যখন মনেকরিবেক তখনি শিখিতে পারিবেক, কিন্তু একজন ওস্তাদ নিযুক্ত না করিলে নববিবির প্রকৃত রূপে গান শিক্ষা হইবেক না, অতএব আড়ডিজী তুমি একজন বাঙ্গালী ওস্তাদ অন্বেষণ করহ, যে অল্প টাকা লয়, এবং লোকটা জনটা ডেকেডুকে আনে, ও রহিয়া বসিয়া টাকা লয়, আর কায় ফরমাইস খাটে, এবং বাই আনাগাওনাও জানে, আড়ডিজী কহিলেন তার আটক কি কল্যই অন্বেষণ করিব।

* * * * *

অথ ওস্তাদজীর অন্বেষণের বৃত্তান্ত।

আড়ডিজীর সহিত বিবির মাতার বহুদিনের আলাপ এবং প্রণয় ও আছে সেই অনুরোধে কলিকাতার বাজারে২ এবং গলি২ ওস্তাদের অন্বেষণ করিতে লাগি

লেন যথা কলুটোলা, খালাসি টোলা, আহিরি টোলা, বেনে টোলা, দরজি টোলা, ডোম টোলা, আমড়া তলা, পঞ্চাননতলা, নেবুতলা, গেঁড়াতলা, বটতলা, বাদামতলা, চাঁপাতলা, বাঁশতলা, মনসাতলা, ষষ্ঠী তলা, তালতলা, মাণিকতলা, ঝাঝরিতলা, বৃজিতলা, দরমা হাটা, নাপিতে হাটা, হাড়কাটার গলি, বাঁশ তলার গলি, হাঁস পুকুরের গলি, চুনাগলি, পাঁচিধোপানির গলি, ঘোড়াবাগান, চোরবাগান, রামবাগান, কৃষ্ণবাগান, সেটের বাগান, বালাখানার বাগান, হাল সীর বাগান, মেহিদি বাগান, হাতিবাগান, চড়ক ডাঙ্গা, নারিকেল ডাঙ্গা, কবর ডাঙ্গা, পটল ডাঙ্গা, ডিঙ্গে ভাঙ্গা, মলঙ্গা, কলিঙ্গা সাটিবাজার, জান বাজার, বড়বাজার, মেছোবাজার, শোভাবাজার, বাগবাজার, চিতপুর, ভবানীপুর, খিদিরপুর, পর্য্যন্ত অন্বেষণ করাতে এবং সকল বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে সমাচার দেওয়াতে, প্রচার হইল যে অমুক বিবির জন্য এক জন ওস্তাদের আবশ্যক হইয়াছে ইহাতে যাহারা সঙ্গীত বিদ্যায় ব্যবসায়ী এবং ওস্তাদ রূপে বিখ্যাত, যথা সদ্দু, মদ্দু, হন্নু, কল্লু, গম্মু, কম্মু, হোসেনী, সোভানী, রহমানী, রমজানী, চাঁদখাঁ, সুরজ খাঁ, মানখাঁ, ফিরোজখাঁ, উজিরখাঁ, তুজিরখাঁ, করিম

খাঁ, রহিমখাঁ, আলিবকস, মোরাদবকস, ফয়েজবকস, খোদাবকস, নুরবকস, এলাহিবকস, গোলামআলী, ফয়েজ আলী, রহম আলী, নেয়াজ আলী, রাহত আলী রসুল আলী করম আলী হোসেনআলী এবম্ভুত গুণী গণ, ধাড়ি কালওয়াত কাওয়াল কথক, সারঙ্গিয়া তবলিয়া ভাঁড় প্রভৃতি কত২ শত২ লোক যাতায়াত করিতে লাগিল, বিবির মাতা তাহারদিগকে কহিলেন যে আমার এক্ষণে মোছলমান ওস্তাদের প্রয়োজন নাই আমি একজন বাঙ্গালি গাইয়া চাহি কেননা আমার আর২ কর্ম্ম কার্য্যও করিবেক এবং গাওনা বাজনাও শিখাইবেক অথচ মাহিয়ানা অল্প লইবেক তোমরা যদ্যপি এমত কর্ম্ম আড়াই টাকা মাসমাহিয়ানায় স্বীকার কর আর আমার বাটীতে যে সকল বাবুগণে যাতায়াত করিবেন তাহার দিগকে সময়ানুসারে ডেকেডুকে আনিতেও পার তবে অদ্যাবধি নব বিবিকে তালিম দেও, গুণি গণে একথা শুনিবামাত্র তোবা করিয়া বাবা বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন পরে বিবির মাতা আড়ডিজীকে কহিলেন যে আপাতত একজন বাঙ্গালি ওস্তাদ তত্ত্ব করিয়া আন॥

অথ বাঙ্গালি ওস্তাদের বৃত্তান্ত।

আড়িডজী ওস্তাদ অন্বেষণ করাতে এসমাচার যে

রূপ প্রচার হইয়াছিল তাহা লিখনাতীত পর দিবস বাঙ্গালি গাইয়া সকল যথা নিমে, তিনে, হরে কেষ্টা,। বদে, নিদে, নিতে, বেষ্টা,। পরাণে, প্রসাদে, কমলা,। গৌরে, গদা, হলা, কালা,। রাধামোহন, কৃষ্ণমোহন,। জগন্মোহন, মুরলী মোহন,। বৈরাগি গিরিধারি,। হরি নারায়ণ তেওয়ারী। ইহঁরা সকলে অনাহূত ঘরাহূত বিবির বাটিতে উপস্থিত হইলেন এবং আড্ডজীওকায় মনো বাক্যে ওস্তাদের অন্বেষণ করিয়া নানা দেশীয় কএক জন ওস্তাদ সমভিব্যাহারে বিবির মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন বিবির মাতা ওস্তাদদিগের সকলকে পরম সমাদরে বসিতে আসন দিয়া কহিলেন তোমারদিগের সকলের এক২ বার গাণের পরিচয় লইতে হইবেক। লেখক কহে ভালই হইল যাঁহার যে বিদ্যা তাহা পরিচয়ে প্রকাশ পাইবেক॥

অথ প্রথম ব্যক্তির পরিচয়॥

ওস্তাদ মধ্যে এক ব্যক্তি কৃষ্ণ বর্ণ দীর্ঘাকার, প্রেতের ন্যায় সকল প্রকার, উপরে গলগণ্ড মধ্যে জলবিকার, পায়ে গোদ অতি চমৎকার, ভেকধারী ভেকের ন্যায় স্বরবান তাঁহাকে বিবির মাতা জিজ্ঞাসা করিতেছেন তোমার নাম কি এবং তোমার বাড়ি কোথায় ওস্তাদ কহিলেন আগ্যা আমার নাম রাম মাণিক্য

আমারগো বাড়ি ডাহার ইছলামপুর আমার বাসা জোরা বাগানে বিবির মাতা ওস্তাদজীর বাক্যের মাধুর্য্য শুনিয়া অধৈর্য্য হইয়া কহিলেন তুমি কি২ প্রকার গাওনা জান, ওস্তাদ উত্তর করিলেন, আগ্যা হক্কুল্ রকম গাওনা হিক্‌চি, রাবায়ণ গাইবার পারি, ঢক্কের গীত গাইবার পারি, ও কবি গাইবার পারি, ও নেরির গান ও গাইবার পারি এত্তগা হুনক্যান্ ইহা কহিয়া ওস্তাদ রামায়ণ গান করিতে আরম্ভ করিলেন যথা হিতার বাতারে আর মন্দার বাতারে। দুই বীরেতে যুদ্ধ অয় ময়দান পথেরে। ফবনের ফুত্রা বেটা তার নাম বা কি। এই মুখেতে খাবা তুমি অর্দ্ধেগ বাগ্‌নি? বিবিগণ রামায়ণ গীত শ্রবণ করিয়া কহি লেন আমরা স্ত্রীলোক যুদ্ধ বৃত্তান্ত তোমার মুখে শুনিয়া বড় ভয় পাই যদি ঠাকুরাণীবিষয় জান তবে একটা তাহাই শুনাও ওস্তাদ কহিলেন এওগা হুনক্যান্ এই কথা বলিয়া লম্প ঝম্প দিয়া গান আরম্ভ করিলেন যথা তারিণী বিটি মাও মাও মাও। চোব্বিশ পোর গনার জোনোনী হইয়া। ফেরো হঙ্গেতে হগিনী লইয়্যা। এহালার ফুতে। একুঙ্গির ফুতে তারিয়া লও দিয়ারাঙ্গা পাও, তারিণী বিটি মাও মাও মাও॥ বিবি সকলে এই এক কহিতেই চারি কলির সুখ পাই

লেন তদনন্তর টপ্পা শুনিবার বাঞ্ছায় কহিলেন যে যদি তুমি বাইআনা গাওনা জান তবে তাহারও একটা গীত গান কর ওস্তাদ এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কহিলেক তবে এওগা টপ্পা গাই হুনক্যান্ যথা পোলা তুই কাঁদুস নারে। অল্দি পাখির বাচ্চা তোরে দরিয়া দিমুরে॥ বিবি সকল ওস্তাদের এই ওস্তাদী দেখিয়া গুণ ব্যাখ্যা করিয়া কহিলেন যে সকল বিদ্যা এককালেই প্রকাশ করিওনা এক্ষণে ক্ষান্ত হও তোমার সমস্ত গান শুনিতে দিনমণি অস্ত হইবেন অন্য২ গাইয়া বস্ত সমস্ত উহার দিগেরও শুনিতে হইবেক ওস্তাদ উত্তর করিলেন তার ঠ্যাক কি যাহারে হুনবার চান হুনক্যান্। ❁ ❁ ❁ ❁ ❁

অথ দ্বিতীয় ব্যক্তির পরিচয়।

তদনন্তর এক ব্যক্তি চক্ষু টেরা মাথা নেড়া লোম কটা দাঁত চটা কোতা গরদন ফোতা ভারি কোপিন ধারী আনর পুরী বিবিদিগকে গর্দ্দভের ন্যায় মৃদুস্বরে কহিলেন সালাম গো বিবি বাঙ্গালের গান তো সোনলা, এখন আমারে যে তোমার লোক লয়ে আয়েচে তার কি করবা কর, গান শোন্‌বাতো শোনো, বিবির মাতা এই কথা শুনিয়া কহিলেন বাক্যেতেই বিদ্যার প্রকাশ পাইয়াছে তথাপি খেদ রাখায় কি ফল শুনাই উচিত

ইহা বলিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার নাম কি নিবাস কোথায় এবং কেমন গান জান ওস্তাদ কহিলেন আমার চাচার নাম দিলমামুদ আমার নাম জরিপ আমার ঘর আনরপুরিতি জানি বাইয়ানা গাওনা জানি পিরির গীত জানি সখিসম্বাদ বিরহ খেঁড় জানি একটা শোনবা? বিবির মাতা কহিলেন প্রথম বাইয়ানা গীত গাও ওস্তাদ আরম্ভ করিলেন যথা, রোমজানের চাঁদ অঠবে কবে, আমি ভাব্যা পাইনা দিসারে। যতো দেশের মোগোল পাঠান সবাই ফির্যা আলো, অভাগার চাঁদ কেন আগাশে নারলোরে রোমজানের অঠবে কবে। ওস্তাদ ইহা উচ্চৈঃস্বরে গান করত নৃত্য করিতে লাগিলেন পুনরায় পিরির গীত গাইতে আরম্ভ করিলেন যথা দাওয়ান গাজি ফকির ২। কেরামতে দুনিয়াতে করিলে জাহির। সত্যপীর মত্যপীর ছেঁড়া কাঁতা গায়। ওপারেতে সত্যপীর পলাইয়া যায়। সুবুদ্ধি গোয়ালার মায়্যা কুবুদ্ধি ঘটিল। হাঁড়ির্ ভিতর্ দুদ রাখি পিরিরি ভাঁড়ালো। ওস্তাদজী পিরির গীতেই বাইঅঙ্গ সাঙ্গ করিয়া কবি অঙ্গের ভারিঅঙ্গ অঙ্গ ভঙ্গ দেখাইয়া আরম্ভ করিবা মাত্র বিবি সকল আতঙ্কে হীমাঙ্গ হইয়া কহিলেন যে তোমার আর শ্রম করিবার আবশ্যক নাই আমরা ইহাতেই যথেষ্ট তুষ্ট হইলাম।

অথ তৃতীয় ব্যক্তির পরিচয়।

তৎপরে আড়ডিজীর আনীত গাইয়ার মধ্যে এক জন পশ্চিম দেশীয় চন্দ্রকোনা নিবাসী নিপট লম্পট কপট ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণ বর্ণ স্বর্ণ মাদুলী ধারণ, গোঁপ কামনো থরকাটা চুল। হাতে বাজু কানে ফুল। মোটা পৈতে নাকে তিলক। পূর্ব্বে ছিলেন যাত্রার বালক। মিশী দাঁতে ঘসা মালা। গোট কোমরে হাতে বেয়ালা। ধুতি পরা কাছা কসা। ব্রাহ্মণেতে যেন চাসা। গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন একবার আমার গান শুনবে যশান? বিবির মাতা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার নামকি ঘর কোথায়, গায়ক উত্তর করিলেন আমার নাম রামলচোন, আমার বাকুল চন্দ্রকোণাকে এখানে চরবাগানকে বাসা, বিবির মাতা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন তুমিকি রকমের গাওনা জান গায়ক কহিলেন বাইঅঙ্গ ও যাত্রা অঙ্গ ও টপ্পা অঙ্গ গানজানি, বিবির মাতা মনে করিলেন ক্ষতি নাই এব্রাহ্মণ যদ্যপি বাইয়ানা গাওনা জানে তবে বড়ই ভাল কেননা এ ব্যক্তি গায়ক ও পাচক দুই কর্ম্মই করিতে পারিবেক ইহা বিবেচনা পূর্ব্বক বিবির মাতা গায়ককে কহিলেন আচ্ছাঠাকুর একটা বাইয়ানাগান গাওদেখি ইহা শুনিয়া পাচক ব্রাহ্মণ পেচকস্বরে গানেতে প্রবর্ত্ত হইলেন যথা,

গণকি বসেচে দকানকে। সালির কিসের দকান কে জানে। ডেড় কড়াড় মেশী দাঁতেদিয়া সালি দাঁত রে খেচে যতনকে ।। দ্বিতিয় গীত, দিনের বেলা ঘুমকেন এত। তুমি রাত হলে জাগো কত।। তৃতীয় গীত, প্রাণ থাকিতে ছেড়েদিব নাই আসিবে কবে বলে যাও এবং কতো মণিপড়ে আছে চিন্তামণির নাচ দোয়ারে ইত্যাদি বাইয়ানা ও যাত্রার গীত গান করিয়া ঝুমুর আরম্ভ করিলেন, যথা সাধের তুম্ব হয়েচে পকুর গাবা। আবার জেলে ছুঁড়া জাল নামাইয়া করে দিলে জব জবা।। ইত্যাদি গায়ক এই গীতে মোহিত করিয়া কহিলেক আর কিসকে গাবো বিবির মাতা কহিলেন তোমার গান যাহউক আমার পসন্দ হইল কিন্তু তোমাকে আমার দিগের আরো এক কর্ম্ম করিতে হইবেক তুমি এক্ষণে গায়ক রূপে চাকর হইলে কিন্তু তোমাকে পাচকের কর্ম্মও করিতে হইবেক গায়ক ইহা শুনিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেক হা বিধাতা যাহা যন্ত্রণা জ্ঞানকরিয়া মন্ত্রণা পূর্ব্বক গাওনা শিখিলাম কিন্তু সে হাতা বেড়ি ছাড়িয়াও ছাড়েনা একি বিপাক যে পাক পাকপায়না গায়ক একথা স্বদেশীয় রবে কহিয়া গৌরবে গমন করিলেন। ✿

অথ চতুর্থ ব্যক্তির পরিচয়।

অনন্তর এক ব্যক্তি দক্ষিণ দেশীয় গৌড় বেহারা কালামুখ কুৎসিত চেহারা ভেড়ার স্বর উড়েমেড়া তিলকেতে নাক বেড়া গামছা কাঁধে চুরুট কানে, লেখনী আর বাঁশি হাতে, বিবির সম্মুখে দণ্ডায় মান হই বাতে আড্ডিজী বিবির মাতাকে কহিতেছেন যে এ ব্যক্তি উত্তম গায়ক ইহার নাম মুকুন্দ পট নায়ক আমার সহিত অনেক দিনের আলাপ, বিবির মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন কি প্রকারে আলাপ তাহাতে আড্ডিজী কহিতেছেন এ ব্যক্তি পূর্ব্বে ঠিকা বেহারার কর্ম্ম করিতেন পরে মেং হিজিলবি, ও গোলবি, তামসন, জকসন, হাড়সন, নিকলসন, ওয়াটসন, উইলসন, লেনজী, রেমজী, সিকসপিয়ের, ডেমপিয়ের, সিডন, গারডন, ডজবেল, কেম্পবেল, ইষ্টাটেল, লেসলি, এনলি, হ্যার, ক্যার, হন্টর, চেষ্টর, কম্পটন, মেক নাটন, রিকিট, লাকিট, ইত্যাদি সাহেব লোকের বাটীতে সরদারি কর্ম্ম করিয়াছে সর্ব্ব শেষে কিঞ্চিৎ দ্রব্য চৌর্য্য করণ হেতু লাকেট সাহেবের বেট খাইয়া সরদারি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন আমি যৎকালীন মেং তামসন সওদাগরের হৌসে মেট সরকারি কর্ম্ম করিতাম সেই পর্য্যন্ত আমার সহিত ইহার আলাপ

আছে বিবির মাতা কহিলেন সাহেব লোকের বাটীতে সরদারি করিয়াছে তাহাতে গান বাজানার সম্পর্ক কি এই কথা গায়ক শুনিয়া কহিতেছেন বিবি মাউ মা মু সরদারি কাম আগেরে করিথেলা অথন গান শিখিচ মু সত্য কৌচি গোটা দিটা গীত গাইমি তো বুঝিবো, বিবির মাতা কহিলেন তোমার ঘর কোথায় এবং তুমি কি প্রকার গানজান, গায়ক কহি তেছেন মু ঘর সেঁউতি জাজপুর মু ভারতি দাসেরো ঠাঁই গান শিখিচি, মথুরাজিব, চৌপদি, রসকদমি, এই তিন রকম গান শিখিচি মু কো তুমি রাখিবো তো তোমারো সকল কাজ কাম করিব কিবল নুঙ্গা ধুই বোনা আর দিয়া ধরিবনা, বিবির মাতা কহিলেন ভাল সে পশ্চাতের কর্ম্ম সংপ্রুতি এক আদটা গীত গাও শুনি গায়ক এই আজ্ঞা প্রাপ্তে গানারম্ভ করি লেন যথা (মথুরাজিব) কহোন্তি কৃষ্ণচন্দ্র রাধকা পাসো । কনসো ডগরো আসি গোপি প্রবেশো । কালী মথুরা জিব মু শোনগো সখি । করিব নাই চিন্ত মু কো না দেখি ।। (চৌপদি) কহোন্তি শ্রীকৃষ্ণ আগে । কথা শোনগো বাবু অভিসারাগে । খণ্ডিত২ পঁজর হড় । রকতি খাইথিবি সোয়ন শ্রীকাড় । ঠিক কৌচি মু নজিব বিশ্বস । ছাঁদে ভনিলা রাধাকৃষ্ণ দাসো ।।

(রস কদমি) কাঁই মনে ভাবিচো রাগি। বিদেশ জাউচি পুনি। কিনি দিমি রঙ্গ মোটা। উক্ত থিব ফের কানি। গায়কের এই কএক গান তাহাতে মধ্যে২ বাঁশিরতান শুনিয়া বিবি অমৃতাভিষিক্তা হইয়া পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি বাইয়ানা গাওনা কি জান তাহা শুনাও তদনন্তর গায়ক মুকুন্দ পট নায়ক পরিচায়ক এক গীত গাইলেন যথা, কড়া কানু কুহক জাঁড়া। জাঁড়্যাকি চাহিলা দেসন্তি তেঁড়ে। পরে বিবির মাতা গায়ক সকলের সকল বিদ্যার পরিচয় পাইয়া আড়ডিজীকে কহিলেন যে তুমি যে কএক ওস্তাদ আনিয়াছ ইহারা সকলেই স্বর প্রধান ও বিদ্যায় সমান কেহ কম নহে অতএব ইহার দিগের বিদায় করিয়া দেও এক্ষণে অনাহূত বরাহূত যাহারা আসিয়াছে তাহার দিগের পরিচয় লই।। ❁ ❁ ❁

অথ অনাহূত বরাহূত গায়কের প্রসঙ্গ।

অনাহূত বরাহূত গায়কের দিগকে বিবির মাতা কহিতেছেন তোমারদিগের সকলকে এই স্থানের লোক দেখিতেছি তোমরা কি২ প্রকার গাওনা জান গায়ক গণে উত্তর করিলেক আমরা সকল প্রকার গাওনা জানি তুমি নাহিয়ানা কত দিবা তাহা শুনিয়া গানের বৃত্তান্ত কহিব বিবির মাতা কহিলেন মাসে

আড়াই টাকা মাহিয়ানা দিব বিবিকে বাইয়ানা গান ও নাচ শিক্ষাইবা এবং সময়ানুসারে লোকটা জনটা ডেকে ডুকে আনিতে হইবেক ও বাজার হাট কখন২ করিতে হইবেক গায়কেরা ইহা শ্রবণে শ্রবণে হাত দিয়া স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিলেক কিন্তু কানার বেটা তালকানা মহা ঠেঁটা মনে২ বিবেচনা করিলেক যে আমার যেমন হাঁড়ি তেমনি কড়ি কিছু দিন টেঁকে যাইতে প্যারিলে বিবির মায়ের সহিত বিশেস সম্প্রীতি হইলে আহারের সুখতো আছেই সময়ানুসারে বিহারও হইবেক আর যদি ছুঁড়ি পড়ে তবে বড়ই ভাল এ আড়াই টাকাতো বেসির ভাগ ইহা স্থির করিয়া কহিলেক আচ্ছা বিবি তোমাকে আমি তালিম দিব বিবির মাতা কহিলেক তুমি কি রূপ গান জান এক বার শুনিতে বাসনা করি ওস্তাদ কহিলেন তার আটক কি অনন্তর ওস্তাদ গানারম্ভ করিলেন যথা মরিরে লোকের গঞ্জনায়। আমার পিরিতি হইল বিষম দায়। এবং সুধু আঁকির মিলনে প্রাণ আর বাঁচে কেমনে ইত্যাদি দুই চারি টপ্পা গাইবাতে বিবির মাতার অত্যন্ত পসন্দ হইল গায়কের সহিত মাহিয়ানা স্থির করিয়া এবং আর২ কর্ম্ম কার্য্যের বৃত্তান্ত তাহাকে কহিয়া চাকর রাখিলেন ।। ❀ ❀ ❀

অথ গায়কের স্বভাব বৃত্তান্ত।

হাপকাষ্ট গায়ক বেটা, অতি ঠেঁটা, বাক্যে জেঠা, কর্ম্মে খোঁটা, বুদ্ধি মোটা, টিকি কাটা, গোঁপ ছাঁটা, কথা ঝুটা, নজর ছোটা, পাতড়া চাটা, সর্ব্বদা গীত গানে বেশ্যা ভবনে অগম্য গমনে অপেয় পানে মুক্তি মন্ত এবং অধর্ম্ম নীচ কর্ম্মন তাহার স্বধর্ম্ম চুরি জুয়াচরি পরদারি ভাঁড়ামি নষ্টামি ঠকামি বদনামি কোটনামিতে অদ্বিতীয় কিন্তু আপন বিষয় ভোলেনা তত্ত্বকথা ছাড়েনা কেবল অর্থ উপার্জ্জনার্থে যে সকল নব বাবু সন্নিধানে গতায়াত করে সেস্থানে বাবুরদিগের একাসনে মদ্যপানে মত্ত হইয়া নৃত্য গীতের দ্বারা কিম্বা বাবু যাহা আজ্ঞা করেন তদনুযায়ি কর্ম্ম আচরণ করিয়া জল উচু নীচু বলিয়া বাবুরদিগের সন্তোষ জন্মাইয়া স্বকীয়োদর পরিতোষ করে ফলিতার্থ বাবুকে মজার মৌজে গাঁজার ধূম সহকারে নব বিবিরূপ কলের জাহাজে কলে কৌশলে চড়াইয়া অকূল সমুদ্রে মগ্ন করিয়া আপনি অনর্থের ভাগী না হইয়া অর্থ লইয়া প্রস্থান করে গায়কের স্বভাব আর কত লিখিব যে সকল গায়ক নিকটে গান করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, অনন্তর ঐ গায়ক প্রতি দিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া আর২ দুই এক স্থানে যথা২ একপ

অপরূপ সংগীত বিদ্যা উপদেশ জন্য বেতন খায়েন অগ্রে তাঁহারদিগের মনোরক্ষা করিয়া নব বিবির বাটিতে উপস্থিত হইলেন তৎকালীন বিবির মাতা তাঁহার অনেক প্রিয়তম গোপ সঙ্গে গোপনে গো সেবায় নিযুক্ত ছিলেন এপ্রযুক্ত গায়ককে তদুপযুক্ত সমাদর করিতে অক্ষম হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিবির নামো ল্লেখ করিয়া কহিলেন বিবি তোমার ওস্তাদ আসিয়া ছেন ইহাঁকে ঘরের ভিতর লইয়া যাও তামাক দেয়াও আমি পশ্চাৎ যাইতেছি বিবি ওস্তাদকে ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া ভৃত্যকে ওরে বলিয়া ডাকিয়া তামাক দিতে কহিলেন আপনি ওস্তাদের সম্মুখে বসিলেন ক্ষণেক কাল পরে বিবির মাতা সেই স্থানে আসিয়া গায়ককে কহিলেন ওস্তাদজী সুরু কর ওস্তাদজী সহাস্য বদনে সন্তোষ মনে বিবিকে কহিতেছেন এসো তো বাবা এখন তোমার সঙ্গে বোঝা পড়া এ কথার তাৎ পর্য্য সেই ওস্তাদেই জানেন অন্যের সাধ্য নাই যে তাঁহার বাক্যের অর্থ বুঝিতে সমর্থ হয়েন, সে যাহা হউক, ওস্তাদ এই প্রকার ইঙ্গীত দ্বারা স্বকীয় মানস জানাইয়া বিবিকে কহিলেন তুমি অগ্রে তাল দিতে শিখহ, ইহা কহিয়া ওস্তাদ বিবির দক্ষিণ হস্ত স্বহস্তে ধরিয়া বিবির জানুপরে তাল দেওয়াতেছেন যথা। “

ধিন ধিনতা, ধিন ধিনতা, তিন তিনতা, "এই রূপ তালিম দিয়া কহিলেক যে আমি অদ্য বিদায় হই তোমাকে যে তাল সিক্ষাইলাম তুমি সর্ব্বদা এই রূপ তাল দিবা এবং তালের নাচিবা ইহা মাত্র কহিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেক। ❁ ❁ ❁ ❁

অথ বিবির নৃত্য গীতের ব্যুৎপত্তির বৃত্তান্ত।

ওস্তাদজী প্রত্যহ আগমন পূর্ব্বক এই রূপ অপরূপ তালিম দেন এবং আপন স্বীকার মত সকল কর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহ করেন তাহাতে কোনমতে ত্রুটি হয় না, কিন্তু ওস্তাদ নিজে তাল কানা তাহার নিজের ভাদ্রু মাসের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই তাহাতে বিবির এমনি মেধা যে বৎসরাবধি তাল ধরিলেন তথাপি তালের তিলও হইলনা ওস্তাদ নিত্য ২ শিক্ষা করাইতে আইসেন কিন্তু যে পর্য্যন্ত ওস্তাদজী বিবির সাক্ষ্যাতে থাকেন তদবধি তিনি যাহা শিক্ষা করান তাহা বিবির স্মরণ থাকে ওস্তাদজী বিদায় হইলেই মহাদায় উপস্থিত হইয়া স্মরণের ব্যতিক্রম জন্মে অর্থাৎ ধিন ধিনতা বারত্রয় না কহিয়া সেই তালের বেতাল করিয়াতাল বেতালের মত নৃত্য করেন তাহার শোভা কি লিখিব কিবাচমৎকার নৃত্য যে খঞ্জনকে গঞ্জন দিয়া ছাতারের মান বাড়াইয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন।

অথ নববিবির নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে
গমনের অনুমতি।

অতঃপর বিবির মাতা বিবিকে চালাক করিবার নিমিত্তে অন২ স্থানে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে প্রেরণ করিবার মনস্থ করিয়া বিবিকে কহিলেন যে বিবিয়ার মন্দিরে রাস যাত্রার নিমন্ত্রণ হইয়াছে তোমাকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে হইবেক অতএব তুমি যাও তোমার সহিত আড়্ডিজী যাউন, বিবি ইহা শুনিয়া উত্তর করিলেন, যে আমি যাইতে পারিবনা ইহাতে বিবির মাতা ক্রোধান্বিতা হইয়া কহিলেন ও মা সে কিগো এতো বড় ধাড়ীমেয়ে আজও লোকের বাড়ি যাইতে শিখিলেনা দেখদেখি গঙ্গা ভঙ্গ দিগের গঙ্গা একরত্তি বেলা অবধি লোক জনের কাছে যাওয়া আসা করে তাহাতে উহার ভাল হইয়াছে দশজন বাবুগণেও উহাকে চাহিত করে তুই সর্ব্বনাশী কোন কর্ম্মের নহিস দশজন লোকের নিকট এলে গেলে বাবুজনে তোমার গানবাজানাশুনিলে তবেতোতোমাকে চাহিতকরিবেক এবং তোমার নাম ও প্রকাশ হইবেক, যদি নাম লেখাইয়া নাম প্রকাশ নাহয় তবে তাহার জীবনে ধিক, যেহেতু ব্যলীক তন্ত্রে লিখিয়াছে, স্বনাম্নশ্চ স্ত্রীয়ো

ধন্যা মাতৃ নাম্নশ্চ মধ্যমাঃ। অধমা শ্বশুকরী নাম্ন্যঃ কুল রতাশ্চা ধমাধমাঃ ॥ বিশেষতঃ সেই স্ত্রীলোক স্বনামা হয় যাহারদিগের নাম করিলে অনায়াসে বাবু গণে জানিতে পারেন একথার ভাব বুঝিলে অপূর্ব্ব জ্ঞান হইবেক মধ্যমা মাতৃনামে যাহারা খ্যাত তাহার দিগেরও বাবুরা জানেন কিন্তু কুল বধূ সকলকে কোন বাবু জানেন না একারণ তাহারা অধমের অধম অত এব যাহাতে তোমাকে সকলে জানিতে পারে তাহা তুমি অবশ্য২ করিবা। ❁ ❁ ❁

নববিবি এই সকল প্রবোধ বাক্য শুনিয়া কহি লেন আচ্ছা নিমন্ত্রণ রাখিতে আমি যাইব কিন্তু ঢাকাই ধুতি ও জরির জুতা নাহইলে আমি যাইবনা বিবির মাতা ইহা শুনিয়া কহিলেন তার আটক কি পরে তাঁহার নিকট পূর্ব্বের প্রিয়তমের মধ্যে একজন ঢাকাই মাহাজন একখান ঢাকাই ধুতি দিয়াছিল তাহাই বিবিকে বাহির করিয়া দিলেন এবং আঠার আনাদিয়া একজোড়া ঝুটা জরির জুতা আনাইয়া দিলেন অনন্তর রাত্রি যোগে বিবিকে ঢাকাই ধুতি ঢাকাদিয়া আড় ডিজীর সমভিব্যাহারে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পাঠাইয়া দিলেন আড়ডিজী নববিবিকে সঙ্গে লইয়া বিবিয়ার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ❁ ❁

অথ নিমন্ত্রণ রক্ষার বৃত্তান্ত।

আড়ডিজী নববিবিকে সঙ্গে লইয়া আর২ দুই চারিস্থানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া শেষে বিবিগণাগ্রগণ্যা মাহামান্যা বিবিয়া নাম্নী বিবির বাটীতে উপস্থিত হইলেন প্রথমে দালানে ঠাকুর প্রণাম করাইয়া বিবিয়ার ঘরে বিবিকে লইয়া গেলেন সেস্থানে সকল প্রাচীন লোচা মহাশয়েরা কাহারো গোঁপ ও চুলে কলপ কাহারো দন্ত বান্ধান কেহ চসমা ব্যতিরেকে দেখিতে পায়েন না এই রূপ প্রাচীন২ লোচারা বসিয়া বালকের ন্যায় ক্রীড়া করিতে ছিলেন ইতোমধ্যে আড়ডিজী নবীন বিবিকে লইয়া বিবিয়ার ঘরে গিয়া দর্শন দিলেন বিবিয়া নব বিবির হাত ধরিয়া ঘরের ভিতর লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তোর মা কেনো আইসে নাই, এইকথা শুনিয়া আড়ডিজী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন যে আজ কৃষ্ণবাবু আসিয়াছেন একারণ তিনি স্বয়ং আসিতে পারেন নাই এবং আমিও ঠাঁই নাড়া হইয়াছি পরে বিবিয়া নব বিবিকে জলপান করাইয়া মজলিসের ঘরে বসাইয়া পান তামাক খাওয়াইতে লাগিলেন। ❁ ❁ ❁

অথ বিবিস্থার ঘরে প্রাচীন লোচার দিগের নিকট নববিবির নৃত্য গীতের পরিচয়।

প্রাচীন লোচা বাবুরা যাঁহারা সেস্থানে ছিলেন তাঁহারা নববিবিকে সকলেই কহিলেন বিবি আমরা শুনিয়াছি যে তুমি নাচগান শিখিয়াছ অতএব আমার দিগের সাক্ষ্যাতে একবার তোমার নাচ গানের পরীক্ষা দেও বিবি এইকথা শুনিয়া সলজ্জা হইয়া পেটে ব্যথার ওজর করিলেন তথাপি বাবু গণে কহিলেন অদ্য পর বের দিন তোমাকে একবার নাচিতে হইবেক বিবি অনেক সাধ্য সাধনায় স্বীকার পাইলেন তৎক্ষণাৎ জনেক বাবু বিবির হাত ধরিয়া উঠাইলেন এবং জনেক বাবু ঢোল লইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিলেন নব বিবি তাক তাক ধেনাং শুনিয়া তাঁক হইয়া রহিলেন পরে অনেক নাক মলার পর এবং আর্ডাডজীর বহুতর ফোঁস ফাঁসে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া নাচিতে প্রবর্ত্তা হইলেন পূর্ব্বে আপন ঘরে যে প্রকার ধিন২ ধেই২ নাচিতেন সেইপ্রকার নাচিতে লাগিলেন নৃত্য দেখিয়া হাসিতে২ কে কাহার গাত্রে পড়ে তাহার ঠিকানা নাই কেহ বলে সাবাস বিবি কিবা নৃত্য করিলে কেহ বলে তোমার ধন্যা মাতা যে এমন কন্যাকে উদরে স্থান দিয়াছিল কেহবলে এমন বিবি বাঁচাভার বিবি ইহার

দিগের হাস্য পরিহাস্য দেখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া লজ্জায় ম্লানমুখী হইয়া বিদায় হইলেন ॥

অথ নব বিবির প্রতি বিবির মাতার ভৎর্সনা ॥

আড়িড্‌জী নব বিবিকে তাঁহার বাটীতে আনিয়া তাঁহার মাতার নিকট বিবিয়ার বাটীর নিমন্ত্রণ রক্ষার বৃত্তান্ত এবং বিবির নৃত্য গীতের বিবরণ সবিশেষ ব্যক্ত করিলেন বিবির মাতা এই সমস্ত সমাচার শুনিয়া তাক্ত হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বিবিকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন আড়িড্‌জী হাঁহা করিয়া হাত ধরিয়া কহিলেন যে বিবির কি অপরাধ ওস্তাদজী যেপ্রকার উপদেশ দিয়াছেন বিবিও সেই প্রকার নৃত্য গীত শিখিয়াছেন অতএব ইহাতে বিবির কোন অপরাধ নাই বিবির মাতা এই কথা শুনিয়া কহিলেন এমন ওস্তাদের মুখে ছাই তুমি এক জন হিন্দুস্থানী ওস্তাদ অন্বেষণ করিয়া আন বাইয়ানা গাওনা জানে এবং আমার যে নিয়মিত আছে তাহাই লইয়া বিবিকে গাওনা শিক্ষা করায় আড়িড্‌জী কহিলেন আমি কল্য হিন্দুস্থানী ওস্তাদ আনিব তুমি বাঙ্গালি ওস্তাদকে অদ্যই বিদায় কর ।

অথ হিন্দুস্থানী ওস্তাদের অন্বেষণ।

পর দিবস আড়িডজী প্রাতঃকালে উঠিয়া সকল
কর্ম্ম কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুস্থানী ওস্তাদের
অনুসন্ধান করত পথিমধ্যে আড়িডজীর আলাপিত
এক ব্যক্তি তামাক ওয়ালা তাহার নাম কেতাবদ্দি
চাচা তাহার সহিত সাক্ষ্যাৎ হইবাতে তাহাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ অঞ্চলে কোন হিন্দুস্থানী
গায়ক আছে কি না, কেতাবদ্দি চাচা কহিলেন
মাণিক তলা নিবাসী মিয়া টিল্লু নামে এক জন মোছ
লমান আলাবদ্দি টিকে ওয়ালার ফুফেরা ভাই তিনি
তক্কা রওঁয়ার বাই লোকের পিকদান বরদারী কর্ম্ম
করেন আর মুরগির ডিম্বের কারবার ও আছে তাহাকেই
কখন২ গান গাইতে শুনিয়াছি আড়িডজী পরম উপ
কার স্বীকার পূর্ব্বক কেতাবদ্দি চাচার দ্বারা মিয়াঁ
টিল্লুর বাস স্থান এবং তাহার মূর্ত্তির সন্ধান লইয়া
তদুপলক্ষে মিয়াঁ টিল্লুর সমক্ষে উপস্থিত হইয়া কহি
লেন কেতাবদ্দি চাচার প্রমুখাৎ তোমার নেহাত
খোসনাম শুনিলাম অতএব আমি প্রার্থনা করি যে
তুমি মেহেরবানগী করিয়া আমার সঙ্গে একবার
ফলানা জায়গার ফলানী বিবির বাটীতে আইসহ
বিবি নৃত্য গীত শিখিবার নিমিত্তে ব্যস্থা হইয়া হিন্দু

স্থানীগাইয়া হিন্দুস্থানী গাইয়া এইমাত্র শব্দ করিতেছেন অতএব তোমার নিকট আইলাম এক্ষণে তোমার যেমন মরজি মিয়া টিল্লু কহিলেন এ বিনতির আব শ্যক নাই আমি নিজে গরজি আমার মরজি কি এই ক্ষণেই চল ইহা কহিয়া মিয়াঁ টিল্লু আপন পরিচ্ছদ অর্থাৎ পোসাক পরিধান পূর্ব্বক আড়িডজীর সমভি ব্যাহারে বিবির বাটীতে উপস্থিত হইলেন আড়িডজী তাঁহাকে দরজার মোড়ার উপরে বসাইয়া ত্বরায় বিবির মাতাকে সমাচার দিলেন বিবির মাতা কহিলেন গায় ককে এই স্থানে ডাক উহার পরিচয় লই। ❁ ❁

অথ মিয়াঁ টিল্লুর পরিচয় ।

মিয়াঁ টিল্লু সংগীতে উল্লু বিবির মাতার সম্মুখ বর্ত্তী হইয়া উপবেসন করিয়া সেলাম করিলেনবিবির মাতা তাহাতেই সন্তুষ্টা হইয়া আড়িডজীরপ্রতি দৃষ্টি করিয়া ইঙ্গীতে কহিলেন যে ইহারদিগের আদব কায়দা দেখ্য ইহা কহিয়া মিয়াঁ টিল্লুকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি কর্ম্ম কর মিয়াঁ টিল্লু এতদ্দে শীয় মোছলমান যাহাকে প্যাতি নেড়ে কহে তিনি বাঙ্গালা ভাষা বিলক্ষণ রূপ জানেন তথাচ হিন্দি ভাষায় কথোপকথন করিতেছেন যেহেতু হিন্দুস্থানী ওস্তাদের পরিচয়েপরিচিতহইয়াছেন এনতে মিয়াঁ টিল্লু

কথক হিন্দি ভাষা কতক বাঙ্গালা ভাষা মিশ্রিত করিয়া যেরূপ টিকা ওয়ালা তামাকওয়ালারা হিন্দি কহে সেই ভাষা কহিতেছেন বিবি হামতো আগে করিমন, রহিমন, উজিরণ, আম্বুরণ, জহরণ, আমিরণ, পিরন, অলফন, সরফন, মোরাদন, ঝব্বন, লছমন, মক্কন, লুতফন, জিতন, ওমদাখানম, ফরখন্দাখানম, পেয়ারো খানম, জিনা খানম, নাজনি খানম, বেলাতি খানম, নান্নিজান, বন্নিজান, মুন্নিজান, সুপনজান, পেয়ারোজান, এইসব বাই লোককা বাড়িমেঁ পিকদান বরদারি, পাঙ্খা বরদারি, হুঁক্কা বরদারি, মহল দারি, জমাদারি, খেদমত গারি, ও আর২ সব রকম তাবেদারি ও ফরমা বরদারি কিয়াথা এখন আমার সে কাম নাই বিবির মাতা কহিলেন বাই লোকেরা তোমাকে বায়ুগ্রস্ত অনুমান করিয়া ঝাড়ু বরদারি কর্ম্ম করিতে কহিয়াথাকিবেক সেযাহাহউক ঐ সকল বাই লোকের বাটিতে তাবেদারি ও ফরমা বরদারি প্রভৃতি যে কএক দারি ও গারি করিয়াছ আমার এখানে তাহার এক দারিও করিতে হইবেক না লেখক কহে যে একয়েক দারি ও গারি কিছুই করিতে হইবেকনা কিন্তু এখানকার কর্ম্ম পরদারি মাত্র। ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋

বিবির মাতা মিয়াঁ টিল্লুর দ্বারা ঐ সকল বাই

লোকের নাম এবং দারি গারি ইত্যাদি শব্দ শুনিয়া ভয়যুক্তা হইয়া গানের পরিচয়ের কথা কিছুই জিজ্ঞাসা না করিয়া মিয়াঁ টিল্লুকে মাহিয়ানার বিষয় এবং কর্ম্ম কার্য্যের আসয় জানাইলেন ওস্তাদ উত্তর করিলেন কর্ম্ম কার্য্যের বিষয় যাহা কহিলে তাহার কিছুই চিন্তা নাই আমি তোমার সকল কর্ম্ম করিব কিন্তু মাহিয়ানা আর কিছু অধিক প্রার্থনা করি বিবিরমাতা কহিলেন তুমি সংপ্রতি ইহাই স্বীকার করিয়া তালিম দিতে আরম্ভ কর ইহার পরে বিবি স্বয়ং মুজরা করিয়া রোজগার করিলে তোমার মাহিয়ানাও তৎকালীন বেশী হইবেক মিয়াঁ টিল্লু এই আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া কহিলেক বহুত খুব হামসে জাঁহাতক খেদমত হোগা হাজের হেঁয় ইহা স্থির হইলে পর বিবির মাতা কহিলেন অদ্য দিন ভাল নহে কল্য প্রাতে আসিয়া নব বিবির তালিম আরম্ভ করিবা মিয়াঁ টিল্লু বহুত আচ্ছা কহিয়া বিদায় হইলেন।

অথ হিন্দুস্থানী ওস্তাদের নিকট তালিম আরম্ভ।

পরদিবস মিয়াঁ টিল্লু তাহার নিজ কর্ম্ম অর্থাৎ মুরগির ডিম সাহেব লোকের কুঠীতে যোগান দিয়া

বিবির বাটীতে উপস্থিত হইলেন বিবির মাতা ওস্তাদকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছেন নববিবি তোমার ওস্তাদ আসিয়াছে ঘরের ভিতর লইয়া যাও নববিবি আসিয়া ওস্তাদকে ঘরে লইয়া গিয়া একটা মেটে গুড়গুড়ীতে তামাক সাজাইয়া দিলেন ওস্তাদজী তামাক খাইতে২ নববিবিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন তুমি নাচ গান কিছু শিক্ষা করিয়াছ বিবি হাঁ শব্দ নির্গত করিয়া হা করিয়া রহিলেন ওস্তাদজী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিবাতে নববিবি তাল কানার নিকট যে২ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহাই প্রকাশ করিতে লাগিলেন ওস্তাদ তাহা দেখিয়া হাস্য পরিহাস্য করিলেন কিন্তু ইহাঁরো বিদ্যা তদনুরূপ তবে যে হাস্য করিতেছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে এক ব্যক্তি খঞ্জ অন্য খঞ্জকে দেখিয়া ও ব্যঙ্গ করে সেই রূপ মিয়া টিল্লু হাস্য করিয়া বিবিকে কহিতেছেন " বিবি এহ কুছ হুয়া নহি এহ কাম বহুত মুসকিল হেয় জো হাম বতাতে হেঁ সো সিখো ,, অর্থাৎ বিবি ইহা কিছু হয় নাই এ অতি কঠিন কর্ম্ম আমি যাহা শিক্ষা করাই মনযোগ পূর্ব্বক তাহাই অভ্যাস কর ইহা কহিয়া ওস্তাদজী তালিম দিতে আরম্ভ করিলেন প্রথমে বিবিকে কহিতেছেন (ওঠ খড়ি হো) অর্থাৎ দণ্ডায় মানা

হও। কহো তাথেই তত্তা তৎ। ইহা কহিয়া পা ফেলি বার ধারা শিক্ষা করাইলেন এবং দুই এক টপ্পা যাহা এক্ষণে তক্তা রওয়ার বাইলোক ব্যতিরেকে আর কেহ গান করেনা সেই সকল প্রাচীন টপ্পা পাঠ দিতে ছেন যথা "গুজরো পানিরা ভরেঁ আরে মধ মতি,, ইত্যা দি এবং দুই এক মজাদারি গীতও শিক্ষা করাইলেন যথা " মজা উড়ায়লে বুড়িয়া ফের না হোগি জোয়া নগে,, ইত্যাদি টপ্পা ঠুংরি সকল শিক্ষা করাইলেন কিন্তু বিবির মেধার কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি সেইরূপ মিয়াঁ টিল্লুর নিকটে বাইয়ানা গাওনা শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং নৃত্য শিক্ষা করিয়া যখন নাচ করেন তখন বোধ হয়না যে বিবি দুই পদে নৃত্য করিতেছেন কিন্তু চতুস্পাদের ন্যায় অনুমান হয় এবং গান করিতেও সেইরূপ বিপরীত শব্দ নির্গত হয় এই প্রকার মিয়াঁ টিল্লু নব বিবিকে প্রায় দুই তিন বৎসর তালিম দিলেন কিন্তু বিবির নৃত্য গীত শিক্ষা যেমত পূর্ব্বে হইয়াছিল সেই মত এখনও হইল কিছুই বৃদ্ধি হইলনা তথাপি হিন্দুস্থানী ওস্তাদের নিকট তালিম লইয়া দুই চারি হিন্দি কথা বিবির অভ্যাস হইল যথা দেঙ্গা, লেঙ্গা, খাঙ্গা, মারেঙ্গা, ইত্যাদি॥ ❁ ❁ ❁

অথ জ্ঞান শিক্ষা ॥

সুলক্ষণা বিবির মাতা অতি বিচক্ষণা অর্থাৎ বহু দিনের প্রাচীনা বেশ্যা প্রবীণতায় বহুদর্শী হইয়াছেন বিবেচনা করিলেন যে নব বিবির গান শিক্ষা হইয়াছে এক্ষণে কিছু জ্ঞান শিক্ষা করান উচিত ইত্যবধানে নব বিবিকে কহিতেছেন যে বাছা তোমার আর তালিম লইবার প্রয়োজন নাই প্রিয়জন ইহাতেই বশ হইবেক নৃত্য গীত যাহা শিক্ষা করিয়াছ তাই বস আছে এক্ষণে তোমার যাহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য তাহা আমি কহিতেছি ॥ ✽ ✽ ✽ ✽

পয়ার। গান শিক্ষা করে আর নাহি প্রয়োজন। যৌবন দেখিলে বশ হবে প্রিয়জন ॥ গানগুণে তুমি যদি নিপুণ নাহও। তথাপি যৌবনগুণে তুমি ন্যূন নও॥ শিখিতে উচিত যাহা শিখিয়াছ সব। এখন শিখাব বিবি কেবল কসব ॥ কসবের রীতি নীতি জানা সে উচিত। নব নাগরের মন করিতে মোহিত ॥ আপা তত এই কর্ম্ম কররে বাছনি। কসবের সার ধর্ম্ম করেছি বাছনি ॥ প্রথমে আইলে বাবু বসাইবে ঘরে। তামাকে রাখিবে মান পান দিবে পরে ॥ মিষ্ট কথা কহে তুষ্ট করিবে নাগর। রসাতে রসিক মন পান ততঃপর ॥ বাবুরে করিবে কাবু নয়নের বানে। যুবতী কটাক্ষে

কেহ নাহি বাঁচে প্রাণে ।। হাসিয়া কহিবা কথা সকলের সনে। তুষিবে সকল জনে মধুর বচনে ।। মাথায় কাপড় দিতে উপলক্ষ করে । দেখাইবে সেইছলে উচু পয়োধরে ।। ঈষৎ লজ্জার ছলে টানিবে অঞ্চল। সেই টানে দেখাইবে হৃদয় অঞ্চল ।। বসন কম্পন ছলে বসন খসন। তাহাতেই দৃশ্য হবে মদন সদন ॥ বসন পরনে কটী কষিয়া রাখিবে। ক্ষীণ মাজা পাছা ভারি তাহাতে হইবে ।। ঠসক ঠমক করে করো চলাবলা। আঁটা আঁটি দেখে বলো আমিহে অবলা ।। হাব ভাব লাবন্য কটাক্ষ আদি যত। সকল সাধিবে বিধি প্রয়োজন মত ॥ এখন সংক্ষেপ এই কহিলাম সার । অতঃপর উপদেশ বলিব বিস্তার ।।

পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত

অথ কুসুম খণ্ড

অর্থাৎ বিবিরূপ বৃক্ষের কুসুম

শুন বিবি আমি প্রাচীন হইলাম অনেক দেখিয়াছি তাহাতে এই বৃদ্ধ বয়সেও এমত চমৎকার বাহার দেখাইতে পারি যে কেহ বয়স ঠাওরাইতে না পারিয়া অবাক হইয়া থাকে এ কেবল পোশাকের গুণেতেই হয় অতএব সেই গুণ শিক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য পশ্চাতেও কাযে আসিবেক বিশেষতঃ এক্ষণে সেগুণ তোমার নব যৌবনে সোনার উপর নগিনার কায হইবেক দেখ কলিকাতার রাঁড় মহলে হিন্দু বিবিরা মুছলমানীর চলন বলন সকল ধরিয়াছে তাহারা আপন২ পসন্দ মত চুল কাটিয়া জুল্পী বাহির করেন এবং মেশী দাঁতে দিয়া দোফের করিয়া কাপড় পরিয়া পাছার বাহার দেখান এবং আপন২ পসন্দ মত পোসাক বিবিধ প্রকার প্রস্তুত করেন যথা পাজামা, আঙ্গিয়া, কুরতি, দোপাট্টা, আস্তিনজালি, কুরতি জালি, কটোয়া জালি, এবং আম্নিদার জোড়া, ইত্যাদি তদ্ভিন্ন রং সাফ হইবার জন্য সাবান ওবটান মাখিয়া টিপ টাপ করিয়া ফিট ফাট

মারিয়া ছাতের উপরে ডিলডৌল দেখাইয়া বেড়ান প্রতি বাসিনী কেহ অন্য ছাত হইতে বিবিকে দেখিয়া কোন কথা কহিলে চোট প্লাট, উত্তর দেন কেহ২ সাটিনের পায়জামা গোটা বন্নত লাগান আঙ্গিয়া তদ্রুপ যুক্ত কুরতি পাঠ্ঠার দোপাট্টা কেহ পায়জামাপ্রভৃতি সকলি সাদা কাপড়ের পরেন এবং বাঙ্গালি রকম পোসাক কেহ২ ঢাকাই ধুতি কলকাদার কেহবা রঙ্গিন থান চেরা বসমাদার কেহ দেশী ধুতি বিবিধ প্রকার পাড়িদার অর্থাৎ তাবিজ পেড়ে, মরিচ পেড়ে, কস্তাপেড়ে, রাস্তা পেড়ে, ভোমরা পেড়ে, কোকিল পেড়ে, দাঁতেমেশী পেড়ে, ঠোঁটেহাসি পেড়ে, হাতি পেড়ে, মহারাষ্ট্র পেড়ে, সতরঞ্চী পেড়ে, মনোরঞ্জন পেড়ে, কুঁচপেড়ে, দোরোখা পেড়ে, সীরপেড়ে, সখিপেড়ে, রুমালপেড়ে, খড়কেপেড়ে, এবং আল্লাদে, প্রল্লাদে, রাজাপেড়ে, চেইনপেড়ে, খাটপেড়ে, কৌচপেড়ে, ইত্যাদি পেড়ে বেড়ে বেড়ে সাড়ী কেহ২ বিলাতি বুক মজিলিন ও জেকনেট মজলিন ও মলমল এবং বিবিধ প্রকার নিনু রঙ্গ করিয়া অর্থাৎ গোলে আনার, কাসনি, কুসমি, সন্দলি, জেঙ্গালি, পেয়াজি, ধানি আবি বসন্তি, ইত্যাদি না না রঙ্গে রঙ্গিল সাড়ি পরিধান করেন কেহ খালি সাড়ি মিহি মলমলের ব্যবহার করেন

কেহবা তাহাতে সফেদ দোপাট্টা পাঠ্ঠা লাগাইয়া উড়াইয়া থাকেন এবং নানা প্রকার পাপোস, আম্নিদার, ছোট আম্নি, জেরপাই, নাগোরা, মখমলের মুণ্ডা, এবং ঘেঁতলা ইত্যাদিতে চরণ শোভায় ভক্ত জনের মনের লোভ বাড়ান এবং অলঙ্কার প্রতিকার যাহারা সেকেলে তাহারা বাঙ্গালী তর অর্থাৎ মুড়কিমাদুলি, ধানি মাদুলি, সোনালি, পৈঁচে, তাবিজ, বাজু, স্বর্ণ পঞ্চনরি, পাসা, ঝুমকা, ইত্যাদি পরেন কিন্তু যাঁহারা একালের তাঁহারা সৌগন্ধ্য কেশে ও বেশে লেপন করিয়া কাঁকুইদিয়া চুল ফুলাইয়া মেশী মঞ্জনে দন্ত মার্জ্জিত করিয়া এবং এই প্রকার অলঙ্কার পরিয়া থাকেন যথা দমদম, চৌদানি, বোন্দা, দোলড়া, ছল্‌না, মুক্তার লম্বা দেওয়া কর্ণ ফল, কানবালা, হিরা পান্না ধুক ধুকি, মুক্তার সাতলরি, ডায়মন কাটা চিক, তাবিজ, বাজু, হাতের কড়া, স্বর্ণ গোট চাবির সিকলি, চন্দ্রহার, গোলমল, পাঁওজর ইত্যাদি নানা স্থানে নানা অলঙ্কার যেমন সাজে তাহাই বিবেচনামতে পরিয়া থাকেন সেইমত তুমিও নানাবিধ অলঙ্কার পরিধান পূর্ব্বক দিবাবসানে বাবু গণের মনো মীন ধরিবার নিমিত্তে ছাত হইতে টোপ ফেলিবা।

অথ বাবুর দিগের বশ করিবার উপদেশ।

তোমার ঘরে নগর বাসী কিম্বা পল্লীগ্রাম নিবাসী কোন বাবু আইলে তাঁহাকে বহু সমাদরে ঘরে বসাইয়া চাকর ও চাকরাণীকে কহিয়া দিবা যে উত্তম২ তামাকু ভেলসা অম্বরী কড়া মিঠেকড়া সাজিয়া আলবোলা গুড়গুড়ি হুঁকা বিবিধ প্রকার সোনাবান্ধা রূপাবান্ধা পিতল বান্ধা বিদরি পাথরি ইত্যাদি মুহুর্মুহু যোগা ইতে থাকিবেক এবং সরস চরস ও মোহনি গাঞ্জা ও দিবেক যে সে ধূমে যেন মহাধূম লাগিয়া যায় আর যদি তাহারা আপনার দিগের আহার জন্য কিম্বা কোন মাদক দ্রব্য আনাইবার নিমিত্তে মুদ্রা প্রদান করেন তবে যে কএক টাকা দিবেক তাহার অর্দ্ধেক আপন বাক্সে রাখিয়া আর অর্দ্ধেক টাকার যে দ্রব্য তাঁহারা আনিতে কহিবেন তাহা আড়্ডিজীকে ডাকিয়া আনিতে দিবা, আর যে২ বাবু বীর তাঁহারা ব্রাণ্ডি নাহইলে রাণ্ডি রাখেন না অতএব পাত্রানুসারে তাহাও অদেয় অপেয় হয় না, আর ওই বাবুর দত্ত টাকাতে আড়্ডিজীর দ্বারা নানাবিধ মিষ্টান্ন আনাইবা যথা মোণ্ডা মুণ্ডি মনোহরা, ক্ষীর পুলি ক্ষীর পোরা, বাদাম তক্তী বাদাম দেওয়া, ছানা ভাজা পান তোয়া, সরভাজা

মন মত, পেলাও মিঠাই যত, বরফী বুঁন্দে খৈচুর, সেউ জিলাপি মতিচুর, লুচি কচুরি ছানাবড়া, নিমকি ঘেওর সিঙ্গাড়া, গজা খাজা খাস্তা বাদাম কিসমিস পেস্তা, মোহন ভোগ অদ্ভুত, নিখুঁতি নিখুঁত, খোয়া খেজুর খরমুজ, ইক্ষু সসা তরমুজ, পানিফল কেসুর, আম জাম আঙ্গুর, দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা, মিছরি মাখন বেদানা ইত্যাদি বিবিধ প্রকার মিষ্টান্ন ও ফলমূল দ্রব্য আনাইয়া এবং নির্ম্মল সুশীতল লাল দিঘীর জল পান করিতে দিবা এবং অপূর্ব্ব পান দানে সাঁচি পান বাঙ্গালা পান এবং নানা প্রকার মসালা ছোট এলাচি বড় এলাচি লবঙ্গ জায়ফল জৈত্রী জোয়ান ধনে সুপারি এবং কর্প্পূর প্রচুর২ দিয়া পান দান সাজাইয়া বাবুর দিগের দিবা এবং তাঁহার দিগের সহিত মিষ্টালাপ ও প্রেমালাপ আদি নানা আলাপ বিলাপ করিবা পরে যেরূপ করিতে হইবেক তাহা পশ্চাৎ কহিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক শুন ॥ ❁ ❁ ❁ ❁

অথ বিহারের রীতি উপদেশ।

শুন বাছা যৎকালীন তুমি কুলবধূ ছিলে কুলে থাকিতে তৎকালীন যে ধারা ছিল তাহা এক্ষণে নহে যেহেতু এক্ষণে তুমি বেশ্যা হইয়াছ অতএব বেশ্যার দিগের ধারা ধুরি রীতি নীতি সমস্তই তোমাকে শিক্ষা

করিতে হইবেক তাহা আমি বলিতেছি বেশ্যার শরীরের শোভা কেবল পরের মনোরঞ্জনের নিমিত্তে নতুবা তাহার আপন স্বার্থ কেবল বাবুকে কাবু করা মাত্র অতএব বাবুগণে যাহাতে মোহিত হয়েন তাহাই তুমি করিবা হাবভাব কটাক্ষ লাবন্য দেখাইয়া যাঁহার যেমত স্বেচ্ছা হয় সেইমত আত্মমত জানিয়া প্রেমালিঙ্গন দিবা যদ্দ্বারা বাবুর দিগের মনের আশক মেটে তুমি সুবোধ মেয়ে বট তাহার ধারা মনেতে বুঝিয়া দেখ তোমাকে প্রায় সকলি শিক্ষা করাইয়াছি যদ্যপি কথায় না বুঝিয়া থাক বরং অদ্য আড্‌ডিজী আইলে তৎকালীন একবার আমার নিকট আসিবা বিহারের যেং সকল ধারা কথায় কহিয়াছি তাহা সমস্ত স্বচক্ষে দেখিয়া শিখিবা, লেখক কহে ভালই সে শিক্ষা মুখে বলা অপেক্ষা দেখাই উচিত, অনন্তর আড্‌ডিজী প্রাতে বিবির বাটীর সকল কর্ম্ম কার্য্য করিয়া হাট বাজার করিয়া মধ্যাহ্নের পরে তাঁহার ক্ষণেক সাবকাশ হয় তদবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আড্‌ডিজীর সহিত বিবির মাতার প্রেমালাপ ও আলিঙ্গনাদি রতি ক্রীড়া হইয়া থাকে এবং তাঁহার দ্বিতীয় সাবকাশ কাল দুই প্রহর রাত্রেরপর কিন্তু তৎকালীন বিবির অবকাশ থাকেনা যেহেতু তখন তাঁহার ঘরে বাবুগণের সমাগম হয়

এইনিমিত্তে দিবসেই সাবকাশ ক্রমে আড্‌ডিজীর উপল ক্ষে নববিবিকে বিবিধ বন্ধানে সকল বন্ধ দেখাইলেন তাহাতে নববিবি চতুঃষষ্টি প্রকার বিহার বিদ্যায় বিলক্ষণ বিচক্ষণ হইলেন। ❁ ❁ ❁ ❁

অথ প্রেম উপদেশ।

বিবির মাতা কহিতেছেন বিহারের ধারা আর জানিবার অপেক্ষা নাই এক্ষণে প্রেমের ধারা কিছু কহিতেছি মন দিয়া শুন প্রেম যাহাকে প্রীতি বলে তাহা ঈশ্বরের সঙ্গেই ভাল ইহা কেবল যোগিরাই পারেন নচেৎ অন্য প্রেম কপট প্রেম অর্থাৎ স্বকার্য্যো দ্ধার হেতু যৎকিঞ্চিৎ প্রেম যাহা করিতেহয় তাহা মনুষ্যসকলের আন্তরিক নহে প্রায় বাচনিকই অনেক বিশেষত আমারদিগের প্রেম কেবল অর্থ হইলে হয় যেমন সুপ্রেম কোর্ট তেমনি আমারদিগের সুপ্রেমের কোর্ট এবং প্রাচীন সংগ্রহকারের সংগৃহীত বচন আছে যথা,,কস্‌বি কেস্‌কি জরু আর ভেড়ুয়া কেস্‌কা সালা,, অর্থাৎ বেশ্যা কাহার স্ত্রী হয় এবং বেশ্যার ভাই বা কাহার সম্বন্ধী হয়। অতএব বাছা আমারদিগের প্রেম যাহা হইতে অধিক টাকা পাওয়াযায় তাহারদিগেরই সহিত হয় কিন্তু তাহাও নিপট প্রেম নয় সেও কপট প্রেম জানিবা তুমিও এই প্রকার প্রেম

করিবা কাহারও দমে ভুলিবানা বাবুকে আপনার কাবুতে আনিবা ইহার পন্থা এই ছয় ছ শিখিলে হয় তাহার বৃত্তান্ত কহিতেছি ইহাতেই জানিতে পারিবা যথা ছলনা, ছেনালী, ছেলেমী, ছাপান, ছেমো, ছেঁচড়ামি,

১ প্রথম ছ ছলনা তাহার বৃত্তান্ত এই বাবুর নিকটে ছল করিয়া চক্ষু ছল২ দেখাইয়া কহিবা যে বাবু আমার মায়ের সহিত আজি ঝকড়া হইয়াছে অতএব যে সকল জিনিসপত্র এবং গহনাগাঁটি আমার কাছে আছে এ সমস্তই আমার মায়ের তিনি ইহা চাহিতেছেন এবং আমাকে কহিয়াছেন যে আমার জিনিসপত্র এবং গহনা গাঁটি পরিয়া বাবুর নিকট বাহার দেওয়া এ তোমার কি নেখরা বাবুর কি এমন যোগ্যতা নাই যে গহনা গাঁটি আপন ভাল বাসা মানুষকে দেন এই রূপ প্রকার কহিয়া কহিবা যে বাবু এই সকল কথা আমাকে অতি শক্ত লাগিয়াছে কারণ তোমার নাম করিয়াছে এই সকল কথা কহিতে ২ দুই এক খানা জিনিস পত্র ও গহনা গাঁটি চাকরাণির হাতে আমার নিকটে পাঠাইয়া দিবা পরে বাবুকে কহিবা বাবু তোমার নিকট থাকিয়া যদি আমি অলঙ্কার প্রতিকার না পাই তবে তোমারি কলঙ্ক হইবেক আমার গায়ে চারি খানা গহনা থাকিলে লোকে কহি

বেক যে হাঁ কোন ভাল মানুষে রাখিয়াছে বটে তাহাতে তোমারি মুখ উজ্জ্বল হইবেক এই রূপ ছলনা পূর্ব্বক বাবু গণে প্রেম তরঙ্গে মগ্ন করিবা অথচ আপ নারও কর্ম্ম সাধন করিবা যেহেতু এই রূপ কথায় বাবুর চিড় লাগিয়া তোমার গহনা গাঁটি ও অলঙ্কার প্রতিকার বিবিধ প্রকার দিবেন। ❁ ❁ ❁

২ দ্বিতীয় ছ ছেনালী তাহা দ্বিবিধ প্রকার এক প্রকার এই যে গৃহস্থের কন্যারা কুলে থাকিয়া আপন পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের আকাঙ্ক্ষা করেন তাহাকেই ছেনাল কহে ও তাহার কর্ম্ম ছেনালী যেহেতু তাঁহারা ঘোমটার ভিতরে খেমটা বাজান যেমন তুমিও পূর্ব্বে বাজাইতে আপনার পূর্ব্ব আশ্রম মনে করিয়া দেখ সে সকল ছেনালীর লক্ষণ বিলক্ষণ স্মরণ হইবেক যথা আগে চলে পিছে তাকাবে, সেরকা কাপড়া পলক ওঠাবে, লতকা চুমে বগল দেখাবে, আওর ক্যা ছেনাল ঢোল বাজাবে, অর্থাৎ জায় ২ ফিরে চায়, পাক মাথায় কাপড় দেয়, বালকের চুমা খায়, বগল দেখায়, আর কি ছেনাল ঢোল বাজায়,' কিন্তু সে ছেনালিকে আমরা ছেনালি বলি না কারণ উপপতি আমারদিগের পতি তাহা একই হউক কিম্বা অধি কই হউক গৃহস্থের কন্যারদিগের যেমন পতি ভিন্ন

অন্য পুরুষাকাঙ্ক্ষি হইলে তাহার নিন্দা হয় আমারদিগের সে রূপ নয় তাঁহারা কেবল মাথার ঘোমটা দিয়া খালি খেমটা বাজাইয়া ছেনালি প্রকাশ করেন আমারদিগের সর্ব্বাঙ্গে বিবস্ত্র করিয়া খেমটা আড় খেমটা চৌতাল ঝাঁপতাল বাজাইলেও ছেনাল বলে না আমারদিগের যে এক তাল আছে সেই এক তালা তিল প্রমাণ বাজাইলেই তাল সন্মান হইয়া সকল তালের লয় হয় তাহাকেই আমরা ছেনালি বলি তোমার রূপ লাবন্য এ পর্য্যন্ত আছে তথাচ প্রত্যহ প্রাতে উবটান বৈকালে সাবান দ্বারা অঙ্গ মার্জ্জিত করিয়া দাঁতে মেশী ও মাথায় মাথা ঘসা সোন্ধা দিয়া আতর গোলাব লাগাইয়া গহনা পরিয়া উত্তম মিহি কাপড় পরিধান করিবা তাহাতে যেন গায়ের লোমাদি এবং নিতম্বের প্রতিবিম্ব প্রভৃতি দেখা যায় এই রূপ বেশ ভূষা করিয়া বাবু জন সহিত আমোদ প্রমোদ করিবা এবং প্রতি কথায় রস দেখাইয়া বশ করিবা এবং শ্লেষ ছাড়া কথা কহিবানা কথার পেঁচা পেঁচিতে যেন আসন্ন কর্ম্মের আঁচা আঁচি থাকে একলেতে যদি বাবু কাবু না হয় তবে কাল সহকারে সকার বকারেই নির্ভর করিবা কিন্তু যে যেমন রসিক তাহার নিকট তেমনি ছেনালি করিতে হয় আর অঙ্গ ভঙ্গির

বৃত্তান্ত যাহা পূর্ব্বে কহিয়াছি সেই ছেনালি করিবা অর্থাৎ যে সকল বাবু কেবল কথার রসে বশ না হয়েন তাঁহারদিগকে পাকে প্রকারে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখাইতে হইবেক কিন্তু এ ছেনালি বড় কঠিন ইহার তাৎপর্য্য এই যে তুমি লোকের নিকট সম্ভ্রমে অম্বর সম্বরণ করিবা অথচ সম্ভ্রমে ভ্রম উপলক্ষ করিয়া অঙ্গ ভঙ্গ ও আর২ রঙ্গ স্থান সকলি দেখাইবা এরূপ ছেনালি করিলে কেনা বশ হয় আর মিষ্টালাপ করিবারকালীন নেকা হইবা অর্থাৎ কড়ি, বুড়ি, বাড়ি, দাড়ি, ধাড়ি, শাড়ি, গাড়ি, ইত্যাদি শব্দ সকলের পরিবর্ত্তে করি, বুরি, বারি, দারি, ধারি, শারি, গারি, এইরূপ কহিবা এবং টাকা কিম্বা পয়সা যদ্যপি কিছু গণিতে হয় তাহা কোন বার চারি টাকায় এক গণ্ডা কোন বার তিন টাকায় এক গণ্ডা কোনবার বা পাঁচ টাকাতে এক গণ্ডা গণিবা যদ্যাপি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে তোমার গণনা করিবার এ কিধারা তাহাকে উত্তর করিবা যে এক গণ্ডা কয় টাকায় হয় তাহা আমি জানিনা এবং গণনা কালীন এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এই পর্য্যন্ত গণিয়া তের পোনের এগার আঠার এই এলো মেলো গণনা করিবা ইহাতে কেহ কিছু কহিলে কহিবা যে কাহার

পরে কিহয় তাহা আমি জানিনা এবং কখন২ জিজ্ঞাসা করিবা যে একপণ টাকা কত টাকাকে বলে ও আশী টাকাইবা কত টাকায় হয় এই প্রকার প্রতি কথায় ছেনালি করিয়া কথা বার্ত্তা কহিবা। ❀ ❀

৩তৃতীয় (ছে) ছেলেমি। অর্থাৎ বয়স অধিক হইলেও বালিকার ন্যায় প্রণালি করিয়া বাক্য কহিবা যথা হার, ভার, কার, ইত্যাদি পরিবর্ত্তে হাড়, ভাড়, কাড় ইত্যাদি কহিবা এবং এই প্রকার নেকা হিসাব করিয়া বয়সের হিসাব কম করিবা ও প্রাচীন কবির উক্ত আছে ফচ্‌কে রাঁড়ের চুলবুলনি, জোয়ান রাঁড়ের ছাতা, বুড়া রাঁড়ের পুরাণা কথা, আদ বয়সীর মাথা, অর্থাৎ প্রথমত যে২ বিবির দিগের বয়স অল্প তাঁহার দিগের চঞ্চল স্বভাবেতে হুড়া হুড়ী দৌড়া দৌড়ি গালাগালি খেলাখেলী গোলমাল ইত্যাদি যত করিবে ততোই শোভা পাবে দ্বিতীয়ত বিবির দিগের যৌবনাবস্থা হইলে তাঁহার দিগের ধন কেবল দুইস্তন তাহাকেই ছাতা কহিয়া প্রাচীন কবি ব্যাখ্যা করেন সেই মনোহর ছাতা দেখাইয়া যুবতীরা বাবুরদি গের মন হরেন অর্থাৎ ছাতা দিয়া মাথা রাখেন তৃতী মত বিবি সকলের অর্দ্ধেক বয়স হইলে তাহারদিগের

খন আর কিছুই থাকেনা কেবল মস্তকে যে যৎকিঞ্চিৎ কেশ থাকে তাহাতেই নানা বিধ সদ্গন্ধ মাথা ঘসা সোঙ্কা মেথির তৈলাদি দিয়া ছলে কলে কৌশলে আপন কেশপাশ পুনঃ২ বাবুর নাশি কাগে লইয়া যায়েন ইহার তাৎপর্য্য এই যে তাঁহার কেশের জালে বাবু বদ্ধ হইয়া বশ হয়েন চতুর্থতঃ বিবি সকলে বৃদ্ধা হইলে তাঁহার দিগের বশ করিবার কোন রস থাকেনা কেবল বাক্য রস মাত্র অর্থাৎ প্রাচীন হইলে পুরাণ কাহিনী কহিতে পারে অর্থাৎ পুর্ব্বের লোচ্চা যথা রাজা মহানন্দ মিত্র দেওয়ানজী ও বাবু নন্দরাম সেনজী ও রামহরি বাবু ইহারদিগের উপাখ্যান সদা সর্ব্বক্ষণ করিয়া কাল যাপন করেন যেরূপ আমি নিজে এক্ষণে করিতেছি।

৪ চতুর্থ (ছ) ছাপান। ইহার বৃত্তান্ত এই যে কোন বাবু তোমাকে নিজস্ব করিয়া চাকর রাখিলে তোমাকে অন্য২ বাবু জনের সহিত আলাপ বিলাপ করিতে দিবেন নাই দরওয়ান দাসী চাকর ও রসুয়্যা ব্রাহ্মণ ইত্যাদি দাস দাসী নিজের লোক রাখিয়া দিবেন তাহাতে বাবুর নিজ সংসর্গি ব্যক্তি ভিন্ন অপর সাধারণ বাবু দিগের যাওনের অনুমতি থাকিবেক না তোমাকে একাকিনী রাখিবেন কিন্তু তখন তোমার

কর্ত্তব্য যে বাবুর মনের মত কৌতুক করিয়া মৌখিক প্রীতি দেখাইয়া বাবুকে প্রেম তরঙ্গে মগ্ন করিবা যাহাতে বাবু হাবুডুবু খাইয়া ভেবা চেকা হইয়া থাকেন এবং আর২ অনেক২ বাবুগণে তোমার সন্দর্শনের বাসনা রাখিবেন কারণ বাবুগণে প্রায় অনেকেই ইহা বোধ করেন যে গোপন প্রেমে অধিক সুখোদয় হয় অর্থাৎ অমুক কে অমুক নিজস্ব রাখিয়াছে ইহার সহিত গুপ্ত ভাবে ভাব করিব ইহার চেষ্টা ঐ সকল গুপ্ত প্রেমাভিলাষি বাবুগণে বিশেষ রূপে পাইবেন অতএব তুমি আপন বাবু অর্থাৎ তোমাকে যিনি নিজস্ব করিয়া রাখিবেন তাঁহাকে যৎকালীন বিলক্ষণ কাবুতে দেখিবে যে তোমার প্রেমে অত্যন্ত মোহিত হইয়াছেন তৎকালীন বাবুর স্থাপিত দাস দাসীদিগকে অর্থ প্রদানে বশ করিয়া ঐ অপর বাবুগণ যাঁহারা গোপন প্রেমের অন্বেষণে তোমার নিকট সমাচার প্রেরণ করিবেন তাহারদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবা কিন্তু নিজস্ব বাবুর দৃশ্য না হয় তাহাতে তোমার ও উপকার অশেষ বিশেষ হইবেক ইহারি নাম ছাপানী জানিবা।

৫ পঞ্চম (ছ) ছেমো। অর্থাৎ যে বাবু তোমাকে নিজস্ব রাখিবেন তাঁহার নিকট গুপ্ত প্রেম কোন প্রকারে

ব্যক্ত হইলে তোমার প্রতি বাবুর ক্রোধ হইবেক তুমি তাঁহার ক্রোধ ভঞ্জন করিবার নিমিত্তে নিতান্ত চেষ্টা করিবে যদ্যপি কোন বলে কিম্বা কৌশলে ক্ষান্ত না হয়েন তখন তুমিও সকল কৌশল ত্যাগ করিয়া আপন কুশল দেখিবা অর্থাৎ বাবুকে এই রূপ মিথ্যা বাক্যে প্রবোধ দিবা যে বাবু তুমি যাহার নাম শুনিয়া ক্রোধ করিয়াছ সে আমার বাপ হয় তাহার সহিত আমার মায়ের সংপ্রীতি আছে এনিমিত্তে সে ব্যক্তি আমার মায়ের ঘরে আসিয়াছিল তাহার সহিত আমার কোন এলাকা নাই এবং সে কখন্ আসিয়া ছিল ও কখন্ গিয়াছে তাহা আমি কিছুই জানিনা তোমার নিকট যে পর্য্যন্ত নিজস্ব আছি সে অবধি তোমাভিন্ন যদ্যপি অন্য পুরুষের সহিত আলাপ করিয়া থাকি তবে তোমারই মাথা খাই ইহাতেও যদ্যপি বাবুর প্রত্যয় না হয় তবে তাঁহার মাথায় হাত দিয়া মাথার দিব্য করিবা এবং আমাকে সাক্ষী মানিয়া কহিবা আচ্ছা বাবু আমার কথায় তোমার প্রত্যয় না হয় আমার মাকে জিজ্ঞাসা কর তিনি তো মিথ্যা কথা কহিবেন না এই রূপ ছল করে যদ্যপি বাবুজীর ক্রোধ শান্ত না হয় তখন তুমিও ক্রোধ করিয়া মৌনা হইয়া বসিবা তাঁহার কোন কথার

উত্তর দিবানা ইহাতেই বাবুর ক্রোধ শান্তি হইয়া তোমাকে সাধ্য সাধনা করিবেন কিন্তু তৎকালীন তুমি কোন কথাই কহিবানা অনেক সাধ্য সাধনার পরে কেবল এই কথা মাত্র কহিবা যে তুমি আমাকে যতো ভাল বাস তাহা এক আচোড়েই জানা গেল তোমার মাথায় হাত দিয়া দিব্য করিলাম তথাচ তোমার প্রত্যয় হইলনা এই কএক কথা কহিয়া কেবল নিরব হইয়া থাকিবা এই রূপ হক নাহক ক্রোধ করিয়া মৌনা হইয়া থাকিলে তাহাকেই ছেমো বলে যদ্যপি প্রবঞ্চনা করিয়া কিঞ্চিৎ কপট রোদন করিতে পার তবে বড়ই ভাল এবং তোমার মাথা থাই এই একটী কথা মাত্র মুখে হইতে অর্দ্ধেক নির্গত করিয়া দুই চক্ষে এক২ ফোঁটাজল বাহির করিয়া নিরব হইয়া থাকিলেই বাবুর ক্রোধ মার্গে ঢুকিবেক উলটিয়া তোমাকে সাধ্য সাধনা করিবেন এবং তোমাকে যত সাধিবেন তুমি ততোই আপনার ছেমো প্রকাশ করিবা পরে যখন দেখিবা যে বাবুর ক্রোধসম্বরণ হইয়াছে তোমার উম্না ভাঙ্গিলেই তিনি রক্ষাপায়েন তৎকালীন তুমি এই প্রকার বাক্য কহিবা যথা ভাল পোড়া বটে মায়ের ঘরে লোক আসিবেক পোড়া লোকে চক্ষের মাথা থাইয়া তাহা দেখিতে

পায়না এইরূপ রাগ প্রকাশ করিয়া নট নাগরের খট রাগ নিবৃত্তি করিয়া নট খট দূর করিবা। ❁

৬ ষষ্ঠ (ছ) ছেঁচড়ামী। অর্থাৎ যেসকল বাবু গণেনপ্রত্যহ কি ঠিকা লুক্কাইত হইয়া অথবা প্রকাশ হইয়া তোমার বিহারের আশ্রয়ে আসিবেন তাহারদিগকে প্রথমে ঘরে বসাইয়া একটি ছিলিম তামাক দেওয়াইয়া তাঁহার দিগের স্থানে আপন খরচের টাকা আগে ভাগে চাহিবা তাহাতে যদ্যপি কেহ আপত্তি করেন কিম্বা কহেন যে টাকার ভাবনা কি পরে দিব তুমি তাঁহারদিগের কহিবা যে আমি টাকা চাহিনা আমার মা টাকা চাহিতেছেন কোন মতে তাঁহারদিগের আপত্তি জনক বাক্য গ্রাহ্য করিবানা তাঁহারদিগের হাস্য বদনে মিষ্ট বচনে কহিবা শুন বাবু আমার মা আছেন এই জন্য টাকার এত তাঁইস যদ্যপি তিনি না থাকিতেন তবে তোমরা টাকা নাই বা দিতে তাঁহার অবর্ত্তমানে কোন্‌শালী তোমারদিগের নিকট টাকা চাবে এইরূপ কল কৌশলে আগে টাকা আপন হস্তে লইবা ইহাতে যদ্যপি কেহ তোমাকে ছেঁচড়া কহেন তাহাতে তুমি কোন মতে আপন মনে কিন্তু না ভাবিয়া বিলক্ষণ রূপ হাস্য পরিহাস্য করিয়া ঐ বাবুরদিগের সহিত পূর্ব্বোক্ত উপদেশ মত আমোদ প্রমোদ করিবা

অর্থাৎ পান গান নয়নবাণ প্রভৃতি যাহার অঙ্কুর উপ দেশ পল্লব খণ্ডের শেষ ভাগে দেওয়া গিয়াছে সেই মত হাব ভাব কটাক্ষাদি করিয়া এরূপ প্রেমালিঙ্গন দিবা যে যদ্দ্বারা টাকা আগে লওন জন্য যে ছেঁচ ড়ামী তাহা সকলি বিস্মৃত হইয়া যায়েন এবং তাঁহার দিগের মুণ্ড ঘুরিয়া তোমারি দ্বারে ঘরে ফিরে আইসে এই ভাবে অর্থোপার্জন করিয়া বাবু গণের সহিত ভাব রাখিবা এই সকল উপদেশের সবিশেষ যদ্যপি সমস্ত স্মরণ না থাকে ইহার স্থূল বৃত্তান্ত কহিতেছি তাহাই স্মরণ রাখিলে কর্ম্ম সিদ্ধ হইতে পারিবেক॥

অথ উপদেশের স্থূল বৃত্তান্ত।

উপদেশ করিলাম করিয়া মন্ত্রণা। সাধিলে হইবে সিদ্ধ ঘুচিবে যন্ত্রণা॥ সঙ্গীত বিদ্যার শিক্ষা হইয়াছে যত। তাহাতেই কাবু হবে বাবু কত শত॥ গানগুণে যদি নাহি হও গুণ বতী। তথাচ যৌবনে মান্য হইবে যুবতী॥ শিক্ষা অনুসারে সাধ্য সাধন করিবে। অসাধ্য হইবে সাধ্য সাধ পূর্ণ হবে॥ কহিলাম রসে বশ করিবার ধারা। প্রেমাধীন হবে তাহে লোচ্চা আছে যারা॥ সহজেই মদে মত্ত রসিক নাগর। তারে দেখাইবে তুমি রসের সাগর॥ বিহারের যথা রীতি দেখিয়া শিখেছ। মুখে বলা বৃথা আর স্বচক্ষে দেখেছ॥

সেই বঙ্গে নানা রঙ্গে করিবে বিহার । সুবিস্তার যত হবে ততই বাহার ॥ বিহারে বাহার হলে একত্র আবার ॥ তাহাতে আহার গুণে জাতি রাখা ভার ॥ প্রেমতত্ত্বকথা বলিয়াছি যে প্রকার । সেই তত্ত্বে ছয় মাত্র আছে ব্যবহার ॥ বিশেষ ইহার উক্ত সকলি হইয়াছে । তথাপি কিঞ্চিৎ মাত্র পুনরুক্ত আছে ॥ যেহেতু যদ্যপি হও ইহাতে বিস্মৃত । বৃথা হবে উপদেশ ভস্মে যেন ঘৃত ॥ অতএব স্থূল মূল করিবে নিশ্চয় । পুনর্ব্বার বলি শুন ছয়ের নির্ণয় ॥ প্রথম ছ সাধিবারে করিবে ছলনা । প্রণয় প্রকাশে পূর্ণ হইবে বাসনা ॥ ছলে কলে কথা কবে কান্দিয়া কান্দিয়া । কহিবে লয় যাছে মাতা গহ না কাড়িয়া ॥ বলিবে বাবুরে আমি তোমারি নিতান্ত । যাহা চাবে তাহা পাবে না রবে নিশ্চিন্ত ॥ দ্বিতীয় ছ ছেনালি তা দ্বিবিধ প্রকার । বিশেষ বৃত্তান্ত পূর্ব্বে হয়্যাছে প্রচার ॥ সংক্ষেপ তাহার মাত্র স্মরণ রাখিবে । অঙ্গ ভঙ্গে রঙ্গ স্থান ভ্রমে দেখাইবে ॥ সম্ভ্রমেতে অম্বর করিবে সম্বরণ । অথচ হইবে দৃষ্ট মদন সদন ॥ তৃতীয় ছ ছেলেমী সে অতি চমৎকার । বয়োধিক হইলে ছেলেমী ব্যবহার ॥ বালিকার ন্যায় বাক্যে করিয়া প্রণালি । অমৃত শৈশব বাক্যে দিবে গালা গালি ॥ হুড়াহুড়ী দৌড়াদৌড়ী তাহাতে করিবে । বালিকার অনু

রূপে অপরূপ হবে।। চতুর্থ হয়ে ছাপান হয় অভিধান। একজনে ছাপাইয়া অন্যজনে মান।। তাহাতে যে করে গুপ্ত প্রেমের বাসনা। গোপনে সাধিবে তার মনের কামনা।। পঞ্চমে ছেমোর কথা শুন রসবতি। প্রকাশ যদ্যপি হয় পিরিতি পদ্ধতি।। নাগর করিলে ক্রোধ প্রকাশিবে ক্রোধ। ছেমোর ভরেতে থেকো হয়্যে বাক্‌রোধ।। তাহাতে ওরাগ শান্তি নাহয় তাহার। তখন করিবে দিব্য তাহারি মাথার।। ষষ্ঠ হয়ে ছেঁচড়ামি তার ধর্ম্ম বলি। ছেঁচড়ার কর্ম্ম সেই জানিবে সকলি।। আসিবেন যে যে বাবু ঠিকা বেড়াইতে। আগেতে চাহিবে টাকা হাসিতে হাসিতে।। ইথে যাহা ছেঁচড়ামি প্রকাশ পাইবে। হাব ভাব কটাক্ষেতে সারিয়া লইবে।। স্মরণার্থ এই মাত্র কহিলাম সার। পূর্ব্ব উক্ত যথা যুক্ত করিবে আচার।।

ইতি কুসুম খণ্ড সমাপ্ত।।

ট

অথ ফলখণ্ড ॥

অর্থাৎ বিবিরূপ বৃক্ষের ফল ॥

অতপরঃ নববিবি নবযৌবনে নবানুরাগের সন্ধানে সমস্ত গুণাভ্যাস করিয়া নববাবু বিলাসোক্ত নববাবুদিগের প্রতীক্ষণে অনুক্ষণ উদ্যোগিনী হইলেন দৈবাৎ শুভক্ষণে এক জন নববাবুর সহিত সম্মীলন হইল একে অনঙ্গের রঙ্গস্থান অঙ্গনা তাহাতে প্রাপ্ত যৌবনা অথচ প্রবীনা কর্ত্তৃক প্রাপ্তোপদেশ হইয়াছেন তাহাতে কি পুরুষের প্রাণ বাঁচে বিশেষতঃ নববাবু সহজেই কাবু তাঁহারদিগের কিসাধ্য যেনব বিবির অবাধ্য হইতে পারেন যাহা নববাবু বিলাসে সবিশেষে ব্যক্ত আছে অতএব নব বিবির কটাক্ষ বাণে নববাবু জর্জ্জরী ভূত হইয়া অস্থির হইলেন তাহা দেখিয়া নববিবি অদ্য একটা শিকারপাইয়াছি এইকথা বারম্বার কহত মহা হর্ষে উপদেশিনীর সন্নিকর্ষে উপস্থিত হইলেন উপদেশিনী ইহা শ্রবণ মাত্রেই আহ্লাদ সাগরে মগ্না হইয়া কন্যাকে ধন্যা বলিলেন ফলিতার্থ যে ফল ফলিবেক তাহা পশ্চাতে জানা যাইবেক ॥ ❀ ॥

অথ নববিবির শিক্ষার পরীক্ষা ।

নববাবু নববিবিকে নিজস্ব করিয়া রাখিলেন এবং নানা দ্রব্যাদি ও বহু মুদ্রা প্রতিদিন প্রদান করত নিত্য নিত্য লজ্জা করেন ক্রমে২ বিবির কায়দায় পড়িয়া পূর্ব্বোক্ত ছয়

ছয়নয়ছয় হইয়া লড্ড়ু বনিলেন এবং অবশেষে রস তরঙ্গের পাথারে সাঁতার ভুলিয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন এমত সময় আড়িড্জী বিবির মাতাকে কহিতেছন যে এখন আর বিলম্ব কি, তোমার নব বিবিতো শিকার ধরিয়াছে এই সময় যাহা করিতে পার সেই তোমার এবং নাম নক্সা বাহির কর তবেই সকল শুম সার হয় নববিবির মাতা সহজেই ধিঙ্গী তাহাতে আবার আড়িড্জীকে সঙ্গী পাইয়া তৎক্ষণাৎ নব বিবির নিকটে আসিয়া কহিলেন যে আমি তোমার এত করিয়াছি এখন তাহার কিছু প্রতিফল দেও যে তোমার দৌলতে আমার মনের আফ্সোস্ মিটুক নব বিবি কহিলেন তাহার আটক কি, তুমি যাহা চাহ তাহাই দিতেছি তুমি অনুরোধ করিলে অসাধ্যও সুসাধ্য করিতে পারি নববিবির মাতা কহিলেন ভাল২ তোমার শিক্ষার পরীক্ষা দেখা যাইবেক সংপ্রতি বসন্তকাল উপস্থিত যদি এই সময়ে রতি কামদেবের পূজার উপলক্ষে বাবুকে বলিয়া জাঁক জমক করিতে পার এবং লোচ্চা লুচির নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ হয় তবে এই বুড়া বয়সে তোমার বাহাদুরীতে আমার সম্ভ্রম প্রকাশ পায় তদনন্তর নববিবি নবানুরাগি নববাবুর নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন বাবু আমি তোমারি কাবু তুমি যখন যাহা বলিতেছ তাহাই

করিয়া তোমার মান রাখি, এখন আমার মান রাখ যদি তবে কিছু বলি, বাবু তখনি স্বীকার পাইলেন যে তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব তোমাকে আমার অদেয় কি আছে প্রাণের বড় কিছু নাই তাহাই তোমাকে দিয়াছি এখন কি চাহ তাহা বল, নববিবি উত্তর করিলেন বাবু আর কিছু নয় সম্প্রতি এক লজ্জায় পড়িয়াছি দেখ মেছোবাজারে প্রতি ঘরে ঘরে বসন্ত রাজার পূজার ধুম পড়িয়াছে আমি কি তোমার মানুষ হইয়া আপনার ঘর থাকিতে পরের ঘরে দেখিয়া বেড়াইব বাবু কহিলেন একোন তুচ্ছ কথা এখুনি বলতো পূজার সকল আয়োজন আনিয়া উপস্থিত করি অনন্তর আড়িডজীর টিপ্পনি মতে নববিবির মাতা ফর্দ্দ দিলেন সেই অনুসারে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা এক বসন্ত পূজায় নববাবু নব বিবির প্রীত্যর্থে উৎসর্গ করিলেন ফলিতার্থ পূজার আয়োজন কেবল বাতাসা বাকী সকলি তামাসা ওখুসিয়ানা গাওনা বাজনা ওখানা খেলানা ওরং ঢংসং ইহারি বরাওর্দ্দ ভারি পর দিবস বিবির সুপারিশে বাবুর আদেশে আড়িডজী সকল দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া আনিলেন তখন নববিবি আপন মাতার আজ্ঞানুসারে প্রাচীনা নমস্যা বেশ্যা গণ যথা বিবিয়া রাসী খাটওয়ালী, বামনি গোপী ছিকডালি, দামড়া গোগী বেতো কিশোরী, প্যারি বৈষ্ণবী

রুকনা প্যারি, রাধাবাই অন্ন গোয়ালিনী, খুখুরে রানী ছুরোর মা মাণ, কমল পদ্ম রাজ জমার, বুড়াং যত আর বেশ্যা মহলে খ্যাতাপন্না মান্যা ধন্যা অগ্রগণ্যা ছিলেন সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন ॥

অথ বসন্ত রাজার পূজার বাহার।

পরদিবস রাত্রে বসন্ত রাজার পূজার মন্ত্র তন্ত্র সব লোট ভট্টাচার্য্যের মন্ত্রের চোটে শেষ হইল তখন নবীনা ওপ্রাচীনা বিবি সকল আপনং বাবু সমভিব্যাহারে বিবির আগারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন প্রাচীনার দিগর রূপের শোভা অধিক বর্ণন করা অধিক তথাপি রসিক সকলে ইহাই স্থির করিবেন যে তাঁহারা এখনো বৃদ্ধ বয়েসেও ক্ষান্ত নহেন যে হেতুক স্ত্রীলোক ত্রিলোক জয় করিয়া থাকেন তাহার সাক্ষি প্রথমে যখন পয়োধর গাত্রোত্থান করেন তখন উর্দ্ধমুখী হয়েন তাহার তাৎ পর্য্য এই যে উর্দ্ধে স্বর্গস্থ শুরাশুর সকলকে দমন করেন পরে মধ্যবীত ভাবে কিছু কাল স্থায়ী হয়েন তাহাতেই মর্ত্ত্যলোক জয় হয় অতএব ইদানীং প্রাচীনাবস্থায় যদ্যপি পয়োধর নিম্নমুখী তথাপি ইহা দেখিয়া রসিকেরা সুখী ব্যতীত দুঃখী নহেন যেহেতুক অধস্থপাতালে তাবৎ লোককেও বশীভূত করা আবশ্যক সুতরাং সই পন্থায় পয়োধরের নীচ গতি ইত্যবধানে, ঐ সকল মান্যা

প্রাচীনা বিবি ও প্রাচীন২ বাবুকে সমাদর পূর্ব্বক নব বিবির মাতা আপন ঘরে লইয়া অপূর্ব্ব আসনে উপবেসন করাইলেন এবং ঐদৃষ্টান্তে নববিবিও সমাগত নব নব বাবু ও নব নব বিবিরদিগকে আপনার বৈটকখানায় বসাইয়া আতরদান ও পান দান দান পূর্ব্বকমান দান করিলেন সেই সময় সে চাঁন্দের হাটে কিশোভা তাহা কি কহিব যেন সাক্ষাৎ রতী ও রতিপতির সমাগমে বিবির বাটীতে রাসমণ্ডল হইয়া উঠিল একে ঋতু বসন্ত বাহার তাহাতে রূপের বাহার এবং বসন্তী পোসাকের বাহার ও গায়ক ও গায়িকার গানেতেও বাহার তখন বাহার বৈ আর কথাই নাই ইত্যবসরে আহারের ও বিহারের নিমিত্তে প্রাচীনা বিবি সকলে অনুমতি করিলে মহাধূম পড়িয়া গেল কেহ কহে কালিয়া কাবাব, কেহ কহে লাল সরাব, কেহ কহে আচ্ছা রাণ্ডী, কেহ বলে ফাইন ব্রাণ্ডি, কেহ কহে এখনি পোলাও, কেহ বলে তবলা বাজাও, কেহ কহে গাও পাঁচালী, কেহ বলে খেমটা ওয়ালী, কেহ কহে বহুত মজা, কেহ বলে খেমটা বাজা, কেহ কহে মোহন গাঁজা, কেহ কহে ফের লেগেজা, কেহ কহে সরস চরস, কেহ কহে অঙ্গুরকা রস, এইরূপে চর্ব্বচূস্য লেহ্যপেয় চতুর্বিধ আহার ও বিলাতি বিপ্রপাদোদক নানাপ্রকার, ও আফিম সবজী প্রভৃতি

মাজুম, ওগাঞ্জাগুলি চরসের ধূম, একেবারে একত্র হও য়াতে মহাধূম হইল যে সে ধূম ধামে কাহার বস্তু কে হরণ করে ও কাহারপ্রতি কে বরণ করে তাহার ঠিকানা নাই কেবল মজা কর২ এই সব্দ মাত্র গানে ও বচনে ও যন্ত্রের তানে বাজিতে লাগিল তখন সন্ধিক্ষণ বুঝিয়া মদন কামদেব রতির সঙ্গে সঙ্গ করিলেন পূজা ও পদ্ধতি মতে তৎক্ষণাৎ সর্ব্বাঙ্গ সাঙ্গ হইল নিমন্ত্রিত সকলে উন্মত্ত হইয়া সুখ শয্যায় আহার বিহার করত রাত্রে বাহার করিলেন প্রভাতে বিসর্জ্জন ছলে স্বস্ববাস স্থলে প্রস্থান পরায়ণ হইলেন এই প্রকারে নববিবি নব বাবু সহকারে স্বমাতার আজ্ঞানুসারে নিত্য২ নূতনরঙ্গে রস তরঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া আহার বিহার ও বাহার করেন ওছলে বলে কলে কৌসলে বাবুর ধনাপহরণ করেন ফলি তার্থ নব বাবুকে কেবল মৌখিক ভাবেই সদ্ভাব দেখান কিন্তু আন্তরিক ভাবের অনেক ভাবান্তর অর্থাৎ বেশ্যার দিগের ধনবানের সঙ্গে প্রেম মিথ্যা কেবল রোজ গার মাত্র সার কিন্তু ইহাতেও আশ্চর্য্য এই যে অবলা কেমনি প্রবলা হউক এবং প্রেম দেখাইয়া কতই পুরুষের মন ভুলাউক কিন্তু তথাপি নিজস্ব কোন এক পুরুষের বশ্য অবশ্য হয় এমন কোন বেশ্যাই নাই যাহার হাট বাজার করে ও গাটা পাটা জাঁতিয়া দেয় ও চড়টা

মাথিটা খায় এমন একজন ভালোবাসা মানুষ নাই সুতঃ রাং নববিবি নব বাবুর অগোচরে তাদৃশ মানুসের সহিত ব্যবহারে জাতীয় ব্যবহার প্রচার করিলেন কথিত আছে যে দুস্কর্ম্মের ফল অতি নিকট অতএব বিবির বারাণ্ডার নীচে এক ব্যক্তি ডাক ওয়ালা ডাকের দোকান করে নববিবি সেই ডাক ওয়ালার ডাকে ভুলিয়া তাহারি প্রেমে মোহিত হইয়া হিতাহিত বিবেচনা রহিত হইলেন এবং তাহারি সহিত গোপনে মনোরঞ্জন করেন যতক্ষণ নববাবু থাকেন ততক্ষণ তাহার সঙ্গে হাস্য কৌতুক করেন ঘর ফাঁক পাইলেই ডাকদিয়া ডাক ওয়া লাকে লইয়া আহার বিহার করেন এইরূপে দুই দিক্ রক্ষা করিয়া যদি সাবকাশ কালপান তবে এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া অনাহূত রবাহূত বাবু জনেক দুইজন আইলেও তাঁহার দিগেরও মনোরঞ্জন এবং তদ্দারা ধনোপার্জ্জন করিয়া থাকেন কোমমতে কোনদিগেই ক্রটিনাই সম্যক্ প্রকারে আহরণ করিতে লাগিলেন যাহার দ্বারা যত পান তাহার কিঞ্চিৎ আপন মাতাকে দিয়া অবশিষ্ট সকলি গোপনে ডাক ওয়ালাকে দেন অথচ বাবুকে তাঁহার নিজস্ব বলিয়া জানান এইরূপ কিয়ৎ কাল গতে গুপ্তভাব ব্যক্ত হইল অর্থাৎ বিবির গুণ বাবু টের পাইলেন পরে বাবু অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া মহা বিবাদ উপস্থিত

করিলেন তখন নববিবি তাঁহার মাতৃদত্ত উপদেশ ছয় প্রকার ছয়ের সাধনা মতে সমস্ত পরীক্ষা করিবাতে নববাবু নববিবির নিতান্ত কাবু হইয়া ক্রমে২ সেই প্রেমের অনুক্রমে আপানার যথা সর্ব্বস্ব দিয়া কত্তর হইলেন ইহার বিস্তারিত বিবরণ অর্থাৎ বেশ্যার প্রেমে মত্তহইয়া যে প্রকারে সর্ব্বশেষে সর্ব্বনাশে নববাবু দীন দুঃখী হয়েন তাহা নববাবু বিলাসেই প্রকাশ আছে অতএব বিবিবিলাসে বাবুর বৃত্তান্ত অধিক লিখনাধিক সুতরাং উক্তমতে বাবু যখন হৃতসর্ব্বস্ব হইলেন ও তাঁহার হাতে আর টাকা নাই আত্মীয় অন্তরঙ্গ আলাপিত যে কেহ আছে প্রায় সকলেরি স্থানে কিঞ্চিৎ২ ঋণ হইল কোন স্থানে চুরি জোয়াচুরি অথবা ঝকমারি করিয়াও টাকা পাইবার সম্ভাবনা নাই এবং পুনঃ২ বিবির দুষ্টাচরণ দেখিয়া বেশ্যার প্রেমে বাবুর নিতান্ত অবিশ্বাস জন্মিল তখন নব বিবির বাটীতে গমনাগমন করণে ক্ষান্ত হইলেন —

অথ নববিবির প্রতি ডাকওয়ালার মন্ত্রনা ।।—

অনন্তর যখন নব বাবুর মার্গ রুদ্ধ হইল তখন বিবি এবং ডাকওয়ালা উভয়ে পরম আহ্লাদিত হইলেন যেহেতু এক্ষণে নির্ভয়ে উভয়ের বাঞ্ছাপূর্ণ হইবেক কিন্তু বিবির

মাতা বয়স্থা বেশ্যা এবং বয়স্থা হইলেই পাপ বিষয় পরি দেবনাধিক হয় তিনি বিবিকে কহিলেন হায় হায় একি দায় তুই কেবল ডাকওয়ালা একবেটা ঠেঁটার নেঠায় পড়িয়া বুদ্ধি শুদ্ধি সকলি হারাইলি এই রূপ কহিয়া তিরস্কার করিয়া ডাকওয়ালার প্রতি নব বিবির মনোভেদ জন্মাইবার চেষ্টায় রহিলেন কিন্তু ডাকওয়ালা তাহা বুঝিয়া বিবিকে মন্ত্রণা দিতেছে যে বিবি এক্ষণে বাবু বিদায় হইয়াছে তাহাতে নিষ্কণ্টকে রাজত্ব হইবেক কিন্তু কণ্টকী স্বরূপা তোমার মাতা এক মহাদায় আছে তাহার হাত হইতে চম্পট না করিলে নির্ভয়ে মজা হওয়া ভার কারণ তোমার মাতা তোমাকে যেং রূপ কহিবেক তাহাই তোমাকে শুনিতে হইবেক তাহার মত ভিন্ন অন্য কর্ম্ম করিতে কখনই পারিবে না তাহাতে তোমার প্রাণের কি সুখ হইবেক কসবী হইয়াও যদ্যপি মাতার অধীনতা প্রযুক্ত মজা না করে তবে তাহাপেক্ষা নির্ব্বোধ আর কে আছে এবং মজা রহিত যে প্রাণ তাহা থাকায় কি সুখ অতএব যাহাতে প্রাণের সুখে মজা হয় এমন চেষ্টা করহ নববিবির মন অত্যন্ত নরম তাহাতে ডাকওয়া লার পরমাপরম পরামর্শ পাইয়া আরো গলিয়া গেল এবং নব যৌবনের মদেতে মত্ততা প্রযুক্ত ও মজার লোভ হেতু সকল বিস্মৃত হইয়া ডাকওয়ালার একান্ত প্রেমে

পড়িয়া কহিলেন তুমি আমাকে যাহা কহিবে আমি তাহাই করিব আমার মা বাপ কে যে আমি তাহার মায়া দয়া করিব এবং আমার বলিয়া ডাকি এমন ব্যক্তি তোমা ভিন্ন কেহ নাই তুমি সুখ দেও আমি তোমারি প্রেমাধীন,ডাকওয়ালা অতিচতুর এবং জুয়াচোরের ঠাকুর নববিবিকে একপ নরম ও আপন প্রেমে বাধিত দেখিয়া কহিলেক তুমি যেমন প্রেমী তোমার উচিত যে কোন স্থানান্তরে গমন করিয়া আপনবশে থাক,আমি তোমাকে জীবনাবধি জীবনের পুত্তলী করিয়া রাখিব অতএব তুমি আমার মন্ত্রণা শুন কেন মিছে, জটনীর জ্বলায় জ্বলিয়া মরিতেছ আমার সঙ্গে চল নিরাপ্তা মনিয়া মনের সাথে মজা করিবে, ডাকওয়ালার এই সকল পরামর্শ নববিবির চিত্তরম্য হইল তখন মনে২ চিন্তা করিলেন যে এ ব্যক্তি যথার্থ কহিয়াছে অতএব ইহারি সহিত স্থানান্তর গিয়া বাস করা উচিত ইহা বিবেচনা করিয়া ডাকওয়ালাকে কহিলেন আমি তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি যে তুমি যাহা করিতে কহিবে আমি সেই রূপই করিব মিথ্যা আর কেন কথা বাড়াও যেখানে লইয়া যাইতে চাহ,সেই স্থানেই যাইতে প্রস্তুত আছি এই কথা শুনিবা মাত্র ডাকওয়ালা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল ॥

অথ ডাকওয়ালার সহিত নব বিবির বহির্গমন।

ডাকওয়ালার সহিত নববিবি এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন পরে কোন দিবস বিবির মাতা কোন কর্ম্মান্তরে গমন করিয়াছিলেন সেই সাবকাশ ক্রমে আপন প্রিয়তম ডাকওয়ালাকে বারাণ্ডা হইতে ডাক দিলেন ডাকওয়ালা বিবির আজ্ঞানুসারে তৎ ক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন বিবি তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন আর দেখ কি এই সময়ে অতি সুন্দর সুযোগ হইয়াছে মাগী ঘরেনাই কোথায় গিয়াছে অত এব যদ্যপি আমাকে স্থানান্তর লইয়া যাইবার বাসনা থাকে তবে চলআমি তোমার সঙ্গেরসঙ্গী এবং রঙ্গের রঙ্গী ডাকওয়ালা মনে২ অতি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেক তবে তুমি প্রস্তুত হও আমি পালকি লইয়া আসি ইহা কহিয়া ডাকওয়ালা আহ্লাদে নৃত্য করিতে২ পালকি আনিতে গমন করিলেন ইত্যবশরে নববিবি আপন আয়ত্ব ধন ও অলঙ্কার প্রভৃতিকার যাহা২ ছিল তাহা সমস্ত ত্রস্ত ব্যস্তে করস্থ করিয়া বহির্দ্বারে পালকির অপেক্ষায় দণ্ডায় মানা হইয়া রহিলেন ডাকওয়ালা অতি ত্বরায় আসিয়া যোড়াসাঁকো হইতে এক উড়ে সরদারের দ্বারা দুই চারিখানা পালকির ডাক বসাইয়া বিবিকে

সমাচার দিলেক এবং একখানা পালকি চারিজন বেহার সুদ্ধা বিবির বাটির দ্বারে উপস্থিত করিলেক বিবি তৎক্ষণাৎ পালকির ভিতর গিয়া বসিলেন বেহারা পালকি উঠাইবা মাত্র ডাকওয়ালা সেই সঙ্গে স্বয়ং নক্ষত্র গতি ধাবমান হইয়া সেয়াল দহে বিবিকে লইয়া গিয়া এককালে দহে ফেলিলেক অর্থাৎ এক অরণ্যময় বাগানে লইয়া সংগোপনে রাখিলেক, এখানে বিবির মাতা বাটিতে প্রত্যাগমন করিয়া গৃহমধ্যে বিবিকে নাদেখিয়া ইতস্তত অন্বেষণ করত উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া প্রতিবাসিনীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ওগো তোমরা কেহ আমার নববিবিকে দেখিয়াছ তাঁহারা সকলই কহিলেন আমরা তাহাকে অদ্য দেখিনাই ইহাতে বিবির মাতা বৎসহীনা গাবির ন্যায় অত্যন্ত ভাবিত হইয়া সে পাড়ার সকলের বাটিতে প্রত্যেক২ জনকে সকাতর বচনে বিবির অন্বেষণ করিলেন কোথাও তত্ত্ব পাইলেন না তখন বিবিহারা হইয়াছি ইহাই স্থির করিয়া সজল নয়নে অধো বদনে ভাবিতে লাগিলেন। ইত্যবশরে আড়িডঙ্গী সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন বিবির মাতা আড়িডঙ্গীকে দেখিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া রোদন করিতে২ বিবি হারা হইবার কথা এবং পাড়ায় অনুসন্ধান করিয়া না পাইবার বৃত্তান্ত সকল কহিলেন

আড়িডজী ইহা সমস্ত শুনিয়া ক্ষণেক কাল নিরব হইয়া চিন্তা করিয়া বিবির মাতাকে বহুতর আশ্বাস দিয়া কহিলেন কিছু চিন্তা নাই ডাকওয়ালার সন্ধান হইলে বিবিরও অনুসন্ধান হইবেক অতএব আমি স্বয়ং গিয়া তাহার ঠিকনা করিয়া আসিতেছি আড়িডজী সেই স্থানে আপন রমণীর মনোরমণার্থে বহুবিধ হাঁক ডাক এবং দম্ভ প্রকাশ করিয়া ডাকওয়ালার অনুসন্ধানে বাহির হইয়া প্রথমতঃ ডাকওয়ালার বাটীতে উপস্থিত হইলেন তথায় কোন অনুসন্ধান পাইলেন না পরদিবস দোকানি পশারি হাটারি বাজারি হারি মৌগী যে যেখানে আছে ক্রমে২ সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতে২ বরাহনগর পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন তত্রাপি অনুসন্ধান পায়েন না তখন বিবির মাতা বিবির আশা ভরসা এককালে ত্যাগ করিয়া আড়িডজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এক্ষণে ইহার উপায় কি আড়িডজী কহিলেন এক বার চিৎপুরে অন্বেষণ করা উচিত যদ্যপি সেখানেও কোন ঠিকানা না পাওয়া যায় তবে শেষ অসায়ে জলসায় অর্থাৎ থানায়২ খবর দেওয়া যাইবেক বিবির মাতা এবং আড়িডজী উভয়ে এই পরা মর্শ ধার্য্য করিয়া অতি অধৈর্য্য হইয়া চিতপুরে প্রত্যা গমন করিতেছেন পথি মধ্যে আড়িডজীর জনকে অন্তঃ

করণের বস্তু অর্থাৎ ইয়ার তাঁহার পরিচ্ছদ মলিন ও তদুপযুক্ত এক গামছা দোছোট এবং পাদুকা দুই পদে দুই প্রকার গঠন অতি কদাকার ও আকার কিম্ভূত কিমাকার মস্তকে ও শরীরে প্রায় মাসাবধি তৈল নিক্ষেপ হয় নাই তিনি আড়িড়জীর সহিত কাপতেনির দালালি ব্যবসায় করেন আড়িডজীরও দশা সেইরূপ, অতএব দুই ইয়ারে অতিশয় প্রণয় আছে পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হইবাতে ঐ ইয়ার আড়িডজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন কও ইয়ার কোথায় গিয়াছিলে তোমার চেহেরা শুকনা এবং ভবনাযুক্ত কেন দেখিতে পাই আড়িড়জী কহিলেন ইয়ার আমার দিগের সর্ব্বনাশ হইয়াছে কারণ নব বিবিকে অমুক ডাকওয়ালা কোথায় লইয়া গিয়াছে তাহার ঠিকানা পাইনা ইয়ার ইহা শুনিবামাত্র কহিলেক সেয়ালদহে আমি দালালি করিতে গিয়াছিলাম সেস্থানে শুনিলাম যে কোন একব্যক্তি এক সুন্দরী যুবতী লইয়া বাগানে রাখিয়াছে অতএব যদ্যপি তিনি তোমার দিগের নববিবি হয়েন তবে সেই স্থানে যাইলে এইক্ষণেই তাহার অনুসন্ধান পাইতে পারিবে এই মাত্র সমাচার পাইয়া বিবির মাতা হর্ষচিত্ত হইয়া আড়তিজীকে সঙ্গে

লইয়া সেয়ালদহে উপস্থিত হইয়া জনকে দুইজন মালি লোককে জিজ্ঞাসা করিবাতে সন্ধান পাইয়া যে বাগানে নববিবি ডাকওয়ালার সহিত বিরাজ করিতেছেন সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন নববিবিকে দেখিয়া স্বয়ং মায়াবী হইয়া মায়া ক্রন্দন করিতে২ কহিতে লাগিলেন, ও আমার সোনা বিবি তোমার অদর্শনে প্রাণ থাকিতে ও মরিতে বসিয়াছি এ দুই দিবস তোমাকে না দেখিয়া আহার নিদ্রা রহিত হইয়াছে এবং কি পর্য্যন্ত যাতনা পাইতেছি তাহা আমার এক মুখে কহিতে পারিনা তুমি যে অবধি বাটি হইতে বাহির হইয়াছ আমি জলস্পর্শ করি নাই তোমাকে দেখিয়া এখন আমার ধড়ে প্রাণ আইল, ও আমার বাছা ধন একি, কোথাকার কে তাহার নিমিত্তে এককালে আমারদিগের সকলকে পরিত্যাগ করিলে এ তোমার উচিত নহে ইহাতে লোক তোমার বিরাগ করিবেক তুমি সুবুদ্ধি মেয়ে এবং আমার সর্ব্বস্বধন অতএব বাছা ঘরে চল এই সকল কথা নব বিবিকে বিষতুল্য বোধ হইল যে হেতু তিনি ডাকওয়ালার প্রেমে এপ্রকার মোহিতা হইয়াছেন যে তাহার বাক্য ব্যতিরেকে অন্যের বাক্য তাঁহার

মনেঐক্য হয়না অতএব নববিবি এই সকল স্নেহের কথায় তুষ্ট না হইয়া রুষ্ট হইলেন এবং কহিলেন ভাল২ আমি সকলি জানি আর তোমার মায়া কান্না কান্দিতে হবেনা তুমি যত ভালবাস তাহা আমার অগোচর কি, কারণ তুমিই আপনি শিক্ষা দিয়াছ যে বেশ্যাদের মায়া দয়া সকলি মিথ্যা কেবল বিষয়েরি আশয় এবং সেই নিমিত্তেই প্রণয় অতএব তুমি আমাকে নাদেখিয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছ একথা আমাকে কেন কহিয়া জানাও । বেদেয় চেনে সাপের হাঁচি, বাছা এ কি দাইয়ের কাছে কোঁক ছাপ, তবে তুমি যদি একান্তই কিছু না খাইয়া থাক তাহাতে আমার কি ক্ষতি, আমি তোমাকে খাইতে বারণ করিনাই, যাও২ আমি তোমার নিকট আর কখন যাইবনা । বিবির মাতা এই সকল নিষ্ঠুর কথা শুনিয়া মর্ম্মের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া আড়িডজীর হাত ধরিয়া ক্রন্দন করিতে২ আপন ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন তথায় দিনেক দুইদিন অতি দুঃখেই কালহরণ করিলেন অবশেষে কিঞ্চিৎ সুস্থা হইয়া আড়িডজী সম্বোধনে মনোদুঃখ প্রকাশ করিতেছেন ॥——

অথ বিবির মাতার বিলাপ।

একি দেখি কলি ঘোর, কেবা সাধু কেবা চোর, চিনিতে হইল বড় দায়রে। তনয়া ভাবিয়া যারে, স্নেহ করি বারে বারে, সেই পুন ফাঁকি দ্যায় মায়রে॥ যে হয় আমার শোক, শুনিলে হাসিবে লোক, প্রকাশ করিতে প্রাণ যায়রে। মন্ত্রণা হইল নষ্ট, সুখেতে ঘটিল কষ্ট, আহা মরি হায় হায় হায়রে॥ ১॥

শিখাইনু যত পড়া, আমার কপাল পোড়া, কি ফল ফলিল সে পড়ায়রে। দক্ষিণান্ত এইশেষ, ধন প্রাণ অবশেষ, গুরুত্ব করিয়া ভাল দায়রে॥ লালন পালন যত, করিলাম বিধিমত, সে সকল ভস্মে ঘৃত প্রায়রে। আহা মরি হতবিধি, দিয়া ফিরে নিল নিধি, একিদুঃখ হায় হায় হায়রে॥ ২॥

অনেক ওস্তাদদিয়া, গুণগান শিখাইয়া, কি হইল সেসব বিদ্যায়রে। ওস্তাদি আমারি সঙ্গে, করিয়া পরমরঙ্গে, নষ্টসঙ্গে সে গেল কোথায়রে॥ পক্ষিগণ যতদিন, থাকে তারা পক্ষহীন, ততদিন জুল্ জুল্ চায়রে। পালথ উঠিলে পরে, কার সাধ্য তারে ধরে, উড়েযায় হায় হায় হায়রে॥ ৩॥

পয়ঃপানে পরিতুষ্ট, যদি হয় সর্পদুষ্ট, তবু তার বিষ কোথা যায়রে। তেমতি যে নহে শিষ্ট, যদি হয় উপদিষ্ট,

তবু শিষ্ট ধর্ম্ম নাহি পায়রে ॥ আমার যে খায় পরে, সে আমারি চুরি করে, পেটের ছুরিতে পেট যায়রে, এদুঃখ কহিব কারে, কে দুঃখ ঘুচাতে পারে। মরি মরি হায় হায় হায়রে ॥ ৪

বক্ষিয়া আপন প্রাণ, বাড়াইনু তার মান, খাওয়াইনু যেই দ্রব্য চায়রে। মনে মনে ছিল আশ, থাকিয়া আমার বাস, বৃদ্ধকালে পুষিবে আমায়রে ॥ সে আশা হইল দূর, দেখি সেই বাহাদুর, দূরদূর বলে একি দায়রে। আমি যত সাধি তারে, আমারে দেখিতে নারে, কি হইল হায় হায় হায়রে ॥ ৫ ॥

সোণেতে ফলিবে সোণা, সেই লোভে লুব্ধমনা, কৃষিজনা জলেতে সিঞ্চায়রে। কুসুমে বাড়িল ভ্রম, নিত্য নিত্য করে শ্রম, অবশেষে ফল ঝঞ্ঝনায়রে ॥ তেমতি নববিবির, কুসুমে হইল স্থির, ফলে বুঝি ফলাবে সোণায়রে। এখন কি দেখিরীত, সর্ব্বমতে বিপরীত, একিদুঃখ হায় হায় হায়রে ॥ ৬ ॥

অথ ডাকওয়ালার সহিত নববিবির
সুখসম্ভোগ ও বিয়োগ।

এখানে বিবির মাতা এই দশায় পড়িলেন সেখানে বিবি ডাকওয়ালার সঙ্গে রসতরঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া অনঙ্গের যাগ করিতে লাগিলেন দিবারাত্রি নেশায় অর্থাৎ মাদক

দ্রব্যেতে মত্ত থাকেন কখন শুকাপথে কখনবা জলপথে চলেন এমতে গাঞ্জা গুলী চরস গাফলাট এবং মদিরার মেদ্দেরা অবধি ব্রাণ্ডি পর্য্যন্ত বিবিধ বিধানে বোতলে চৌপলে সর্ব্বদাই কর্ম্ম চলে কাহার সাধ্য কথাটি বলে ফলিতার্থ অন্য মজা কিছুই নাই কেবল মদ্যেতেই সদ্যসুখ বুঝিয়া সেই সুখে অচেতন হইয়া থাকেন এবং তাহারি আনুসাঙ্গিক আহার মাত্র, এমতে ডাকওয়ালার সহিত মনের সুখে আহার বিহার এবং তান মান গান করত প্রণয়ের মানরক্ষা করিলেন, ইহাতে নববিবির সঞ্চিত ধন যাহা প্রাণ পণ করিয়া নববাবু বেচারার গলায় ছুরি দিয়া লইয়াছিলেন তাহা ক্রমে২ সমস্তই বিনাশ হইল তৎপরে নিজ গাত্রের অলঙ্কার যৎ কিঞ্চিৎ যাহা ছিল তাহার দুই এক খানা বিক্রম পুরে চলিতে আরম্ভ হইল যখন সমস্ত গেল তখন ঘাটি বাটি এবং অন্য২ জিনিস পত্র বিক্রয় করিয়া খরচ পত্র অতি সামান্য রূপে করিতে লাগিলেন যেহেতু হাতে টাকা নাই পূর্ব্বে যাহা খরচ হইত পরে তাহার অর্দ্ধেকাপেক্ষাও কম হইল পূর্ব্বে উত্তম বেলাতি ব্রাণ্ডি আসিত এবং ছাগ মাংসের নানা বিধ ব্যঞ্জনাদি পাক হইত প্রত্যহ পোলাও কালিয়া কোরমা কোফ্তা দোপেয়াজা কাবাব সিরবেরেঞ্জ ফিরি অরদা

এবং উত্তম পাঁউরুটী ইত্যাদি হিন্দুস্থানী খাদ্য ও মদ্য সকল এবং বাঙ্গালা আহারীয় দ্রব্য হব্য কব্য নব্য নব্য প্রস্তুত হইত ইদানীং যখন গহনা গাঁটি ও জিনিস পত্র বিক্রয় হইল তখন বেলাতি ব্রাণ্ডির পরিবর্ত্তে কেবল ধেনো মদেই নির্ভর হইল এবং পূর্ব্বে আট পয়সা ছটাক মোহিনী গাঞ্জা আসিত তাহার পরিবর্ত্তে এক্ষণে চারি পয়সা ছটাক বালুচরে পাতি ভরা গাঞ্জা আসিতে লাগিল ও আহারের বিষয়ে পোলাও কালিয়ার পরিবর্ত্তে দালি ভাতে উদর পরিপূর্ণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন পরিধান ও তথৈবচ, এই প্রকারে আহারের ও পরিধানের বন্দোবস্ত রেস্ত অভাবে সমস্ত কমাইলেন কিন্তু তাহাও অর্থ ব্যতিরেকে হইতে পারে না সুতরাং ক্রমে এ বন্দোবস্তও চলাভার হইল যে হেতু তাঁহার দিগের অর্থের আর কোন মতেই আয় নাই ব্যয়তো আছেই অতএব আয় ব্যতিরেকে ব্যয় করিলে কুবেরের সমান ধন থাকিলেও ক্রমে নির্ধন হয় তাহাতে নববিবি এক সামান্য বেশ্যা ইহার ক্ষমতা কি, কিন্তু তথাপি আঁড়ে নাই কাঁড়ে আছে কারণ ডাকওয়ালার মুখ দেখিলেই সুখে আহ্লাদে আটখানা হয়েন সুতরাং অন্যের সহিত আলাপনেই বিরক্ত ইহাতে বিষয়ান্তরের বিষয় কি,

ডাকওয়ালা প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়াই প্রিয়তমাকে কহেন যে বিবি কিছু মাল টাল আনাইতে পার কি না নববিবির ও স্বভাব ডাকওয়ালার ভাবে সমভাব প্রাপ্ত তাহাতে ডাকওয়ালার এই কথা শুনিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ কিঞ্চিৎ তাম্র মুদ্রা অর্থাৎ পয়সা প্রদান করেন ডাকওয়ালা তাহা অম্লান মুখে আপন হস্তে লইয়া পসন্দ মত দেশীয় মদ্য অর্থাৎ ধেনোমদ এবং ভাজা ও কিছু গাঁজা ক্রয় করিয়া এবং দুই এক পয়সার সাক সবজি লইয়া নববিবির ভবনে উপস্থিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক কহেন আঃ আর পারিনা বাবা, আমারদের প্রাণে এত তসদী সহেনা, নববিবি এই কথা শ্রবণমাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জল আনিয়া ডাকওয়ালার মুখ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া ঐ আনীত মদ্যের দুই এক পেয়ালা তাহাঁকে পান করিতে দেন এবং ডাকওয়ালা ও আপন হস্তে মদ্য ঢালিয়া নববিবিকে পান করিতে দেয় এই প্রকারে পরস্পর মদ্যপান করিতে২ স্নানাদি বিস্মৃত হইয়া সে দিবসের দফা রফা করেন, সমস্ত দিন অচেতনে অস্ত হয় সন্ধ্যার পর চেতন হইলে দালি ভাতে উদর পরিপূর্ণ করিয়া গাঁজার মজা লয়েন, এই প্রকারে নববিবি ডাকওয়ালার সহিত আহার বিহার করত নিত্য২ মজা করেন কিন্তু আর অর্থ কিছুই নাই গহনা

বাটী ও জিনিস পত্র যাহা ছিল তাহাতে এপর্য্যন্ত চলিল তাহারো শেষ হইয়া আর চলা ভার হইল সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া অতি দীন দুঃখী হইলেন তখন নববিবির এই রূপ দুরবস্থা দেখিয়া ডাকওয়ালা মনেং বিবেচনা করিলেক যে ইহার যৌবন ধন ও অর্থ সামর্থ সমস্ত ব্যর্থ হইয়া এক্ষণে অনর্থ ঘটিল ইহার পরে বিপদ হইবেক এই বিবেচনায় ডাকওয়ালা নববিবিকে কহিতেছেন যে শুন বিবি আমরা ডাকওয়ালার জাতি সুখের পায়রা দুঃখের কেহ নহি এক্ষণে তোমার নিজের আহার চলাইভার হইয়াছে আমাকে কি খাওয়াইবা অতএব আমি এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান করি তুমি আপন উপায় চিন্তা করহ এই কথা শুনিয়া নববিবি আকাশ ভাবিয়া কহিলেন শুন ভাই আমি যেখানে যে প্রকারে পাইব তোমাকে খাওয়াইব তোমার কোন চিন্তা করিতে হইবেক না এবং কোন দায়ে ও ঠেকিতে হইবেক না তুমি স্বচ্ছন্দে বসিয়া থাক, এ কথায় ডাকওয়ালা নিরব হইয়া রহিল কিন্তু মনেং বিবেচনা করিল যে এক্ষণে বিবি সহস্র চেষ্টা করুণ তথাপি পূর্ব্বের মত কদাচই হইবেক না এবং এক্ষণে বৃদ্ধা হইয়াছেন তবে ইহার সহিত প্রীতি রাখায় সুখ কি,ইহা স্থির করিয়া নববিবিকে

কোন কথা না বলিয়া ডাকওয়ালা স্থানান্তরে প্রস্থান করিল—

অথ নববিবির ইতর বৃত্তি—

অনন্তর নববিবি হৃত সর্ব্বস্ব হইয়া যখন দেখেন যে ডাকওয়ালা তাহাঁকে না বলিয়া পলায়ন পরায়ণ হইল তখন দুঃখ সাগরে মগ্ন হইয়া মনে চিন্তা করিলেন যে এক্ষণে আহার চলিবার আর কোন উপায় নাই অতএব ছুটা কসব করিয়া তাহাতেই কালযাপন করিব এই মনস্থ করিয়া নববিবি বাদাম তলায় এক খাপরেলের ঘর ভাড়া করিয়া সেই স্থানে বাস করিলেন, নববিবির যেমন দশা হইয়াছে বাসাও তেমনি স্থানে হইল সুতরাং তখন তাঁহার নিয়মিত কর্ম্ম এই হইল যে প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া একভাঁড় হস্তে লইয়া টাটিতে যান সে কর্ম্ম সমাধান করিয়া হাতের চোটে বুকে পীঠে তৈল মর্দ্দন করিয়া নিকটস্থ কোন পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া সেই আর্দ্র বস্ত্রেই দুই এক পয়সা লইয়া বাজারে গমন করেন বাজার দুই এক পয়সায় যে প্রকার হয় তাহা রসিক ও চতুর বাবুগণে বিবেচনা করিবেন তদ্‌বৃত্তান্ত লিখনে আর কি প্রয়োজন, পরে নববিবি বাজার হইতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বহস্তে পাক করিয়া স্বপাকে অপাক আহার করেন যেহেতু দুই পয়সার বাজারে সুপাক হইবার

বিষয় কি, অনন্তর ভোজনান্তে একবার অশ্ব নিদ্রারন্যায় গড়াগড়ি যান তাহাতেও যদি দুই প্রহরের ছুটিতে কোন মজুরলোক পান তবে নিদ্রারো ব্যাঘাত হয়, পরে বৈকালে রোজগারের পন্থায় পন্থায় দণ্ডায়মান অথবা গৃহদ্বারে থাকিয়া কোটর চক্ষে কটাক্ষ বাণ সন্ধান করেন, তাহাতে ও যদি আগন্তুক জনকে বশ করিতেনা পারেন তবে পচাল বাচালতা প্রকাশ পূর্ব্বক ডাকাডাকি করেন যথা ও মানুষটি কোথায় যাইসতুই যদি হিন্দু হইস তবে গরুর দিব্য, আর যদি মুছলমান্ হইস তবে সুয়ারের দিব্য লাগে একবার ফিরে আয় এই প্রকার ব্যবহার করিয়া রাস্তার লোক জনকে ডাকাডাকি করেন তাহারা ছোট লোক বিবির দিব্য দেওয়াতে একবার থমকিয়া দাঁড়ায় সেই সাবকাশে নববিবি তাহার হাত ধরিয়া নিজ মন্দিরে লইয়া গিয়া চালু কাষ্ঠ প্রভৃতি যাহা মেলে তাহাই গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্টা হইয়া প্রেমালাপ করেন এবং তদ্দারা কথঞ্চিৎ রূপে দিন পাত মাত্র হয় এই রূপে কিয়ৎ কাল পর্য্যন্ত হইল তখন বেলে ঘাটার গরাণহাটার বেঁনোহাটার মুটে পায় কেহ বাকি নাই আর লোক জন যোটে না সুতরাং ছুটা কমবও আর চলে না বড়ই বিপদ হইল তখন নববিবি

আকাশ ভাবিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কি করিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অথ নববিবির দাস্য বৃত্তি।

নববিবি কিছু কাল ছুটা কসব করিয়া নগরস্থ এবং নগর প্রান্তরবাসী মুটে মজুর যে যে থানে ছিল সকলেরি সহিত প্রেমালাপ করিলেন তাহাতে কাহারো খেদ রহিল না. যেব্যক্তি একবার সে সুখ ভোগ করিয়াছে সে পুনরায় তাহাঁর আকাঙ্ক্ষা করে না যেহেতু অতি প্রাচীনা গত যৌবনা পলিত মাংসা গলিত দশনা মলীন বসনা হইয়াছেন সুতরাং তাহাঁর আহ্বানে ভয় পাইয়া যেব্যক্তি হিন্দু হয় সে রাম২ কহত প্রস্থান করে ও যদি মুছলমান্ হয় তবে তোবা কহিয়া পলায়ন পরায়ণ হয়, অতএব মুটের ছুট দেখিয়া কাযে কাযেই ছুটো কসব ও ছুটিল একণে আর কোন উপায় না থাকায় কাহারো বাটিতে দাসিত্ব করিয়া কাল যাপন করিবেন ইহাই স্থির করিলেন কিন্তু কোন ভদ্র লোকের বাটিতে তাহাঁকে রাখিবেক না কারণ বেশ্যা ভদ্রলোকের পূষ্যা নহে অতএব জনেক বেশ্যারই দাসিত্ব করিতে হইল এই মনস্থ করিয়া নববিবি মিত্রের চৌতালায় এক বিবি বসতি করেন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, এ বিবির অবস্থা নববিবির পূর্ব্ববস্থার ন্যায় অর্থাৎ গান বাজনা

শিক্ষা করেণ এবং বাবু গণেও অনেকে তাঁহার সমাদর করিয়া থাকেন যেরূপ নববিবি পূর্ব্বে আদরনীয়া ছিলেন এবিবিও এক্ষণে সেই রূপ, ফলিতার্থ শেষ দশায় সকলেরই একদশা সে যাহা হউক নববিবি ঐ বৈশ্যার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন ওগো আমাকে তোমরা দাসী রাখিবা, ঐ বেশ্যা নববিবির আলাপিত বটেন কিন্তু নববিবির শ্রীছাঁদ যে প্রকার হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত তাহাঁকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল ওলো তোর নাম কিবর কোথায়, নববিবি আপন নাম কহিবাতে সেবেশ্যা নাকে হাত দিয়া কহিলেক ওদশা তোমার এমন দুঃখ হইয়াছ, যে এক্ষণে চাকরানীগিরি করিতে আসিয়াছ নববিবি কহিলেন কিকরি পেটতো চলা চাই আমার আর কোন উপায় নাই একথা শুনিয়া সেই বেশ্যা নববিবিকে দাসী করিয়া রাখিলেক নববিবি বেশ্যার দাসিত্ব কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া উপযুক্ত মতে কর্ম্ম করিয়া সেই বেশ্যাকে সন্তুষ্টা করিলেন তাহার কারণ এই যে বেশ্যার বাটিতে দাসিকে যেং সকল কর্ম্ম করিতে হয় তাহা নববিবি সবিশেষ জ্ঞাত ছিলেন যেহেতু পূর্ব্বে তিনি স্বয়ং দাসী চাকর রাখিয়া তাহার দিগের দ্বারা যে প্রকার কর্ম্ম লইয়াছিলেন তদনুসারিক স্মরণ করিয়া হাট বাজার করা ও ঘর বাটী ঝাঁটি দেওয়া ওহুঁকা বৈঠক

মাজা ও পানদান ও পিকদান সাফকরা এবং অনবরত জলযোগান ইত্যাদি কর্ম্ম করিতে লাগিলেন কিন্তু মনে২ যথেষ্ট ধিক্কার জন্মিল যেহেতু তিনি নিজে যৎকালীন নবযৌবনা ছিলেন কত২ দাস দাসী রাখিয়াছিলেন এক্ষণে আপনাকে দাসিত্ব করিতে হইল সেযাহা হউক কিন্তু এরূপ দুর্দ্দশাতেও আপন সুখের আশা ও লালসা পরিত্যাগ করিতে পারেন না অর্থাৎ কখন২ স্থানান্তরেও গমন করিয়া পিত্ত রক্ষা করিতে যান সুতরাং তাহাঁর মনিব তাহাঁকে উপস্থিত না পাইয়া এবং সর্ব্বদা গরহাজির দেখিয়া উম্মাম্বিতা হয়েন যেহেতু দাতার অর্থ প্রদান কেবল স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত কিন্তু এদাসী তাহা মানেনা যেহেতু এতদুঃখেও কিঞ্চিৎ সুখ নাকরিলে প্রাণ বাঁচে না অর্থাৎ নববিবি এদুঃখ সাগরে থাকিয়াও দিনান্তে একবার মুটে মজুর লইয়া আমোদ করেন কিন্তু মনিব তাহা বোঝেনা বেতন দিয়া এ প্রকার গরহাজির কি অনুরোধে সহিষ্ণুতা করিবেক অতএব এক দিবস কোন কথান্তর হওয়াতে নববিবিকে বিদায় করিয়া দিলেক, নববিবি সেস্থান হইতে নিজ বীর্য্য প্রকাশ করিয়া স্থানান্তর প্রস্থান করিলেন কিন্তু আহার চলা ভার তন্নিমিত্তে অন্যত্রেও চেষ্টা করিয়া ঐ রূপ দাসিত্ব কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন ফলে যেখানে যান সেই

খানেই প্রিয়জনের প্রয়োজন এই দোষে তাহাঁকে কেহ দাসী রাখিতে স্বীকার করে না নববিবি তখন বিবেচনা করিলেন যে আমাকে যদ্যপি কেহ দাসিত্ব কর্ম্মে নিযুক্ত না করে তবে কাল যাপনের নিমিত্তে চেষ্টান্তর পাইতে হইল।

অথ নববিবির যোটকত্তা ব্যবসায় ॥

যখন নববিবি দাসিত্ব কর্ম্মে সম্যক্ প্রকারে অপারক হইলেন তখন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া যোটকত্তা ব্যবসায় অর্থাৎ কুটনীপনায় প্রবর্ত্তা হইলেন তাঁহার নিজ যৌবনাবস্থায় যে সকল বাবুগণে তাঁহার প্রেমাধীন হইয়া তাঁহার নিকট গমনা গমন করিতেন নববিবি সেই আলাপিত সকল বাবু দিগের বৈটকখানায় স্বয়ং যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সর্ব্বদা উত্তম২ বারাঙ্গনা ও বরাঙ্গনা দিগের সংবাদ কহেন তাহাতে এক্ষণকার নববাবু গণ এমন লম্পট যে যদ্যপি সম্মুখে গুরু বসিয়া থাকেন তথাপি বেশ্যার কথা উপস্থিত হইলে গুরুর কথায় কোনমতে মন না দিয়া বেশ্যার কথায় চিত্ত নিবিষ্ট করেন, সুতরাং তাহাঁরদের নিকট নব বিবির অতিশয় গৌরব হইল এবং তাহাঁরা ও মন মত মন্মথ পূজার উপচার পাইয়া প্রসন্ন হইলেন নববিবি সেই পূজার কিঞ্চিৎ২ ফল প্রাপ্তিতে থাকিলেন

এই রূপে জটনীপনা করিয়া নববিবি চতুষ্পাদ বাবু দিগকে দম দিয়া দামে আনেন এবং আপন মেহনতের দাম কড়ায়২ আদায় করেন পরে কিছু দিন এই ব্যবসায় করিতে২ বিলক্ষণ পসার হওয়াতে নষ্ট দুষ্ট গৃহস্থের সহিত আলাপ পরিচয় হইয়া যথেষ্ট সদ্ভাব হইল যেহেতুক যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে, ঐ সকল নষ্ট গৃহস্থদিগের বিবাহিতা স্ত্রী প্রায় অনেকেরি নাই তবে যে স্ত্রী পুরুষে ঘর করে সে এই প্রকার যথা রামাকানার এবং গুল্কী ময়রাণী ও সৃষ্টেধোবা ও পাঁচিগোয়ালিনী ইত্যাদি যে সকল স্ত্রী পুরুষে গৃহস্থের ন্যায় বাস করে তাহার দিগের সন্তান সন্ততী যাহা উৎপত্তি হয় তাহার দিগের বিবাহাদি করণ কারণ ও আহার ব্যবহারও ঐ রূপ গৃহস্থের সহিত হইয়া থাকে সুতরাং নববিবির সহিত তাহার দিগের সদ্ভাব হইবার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ, ঐ গৃহস্থের যুবতী কন্যারা এদিক্ ওদিক্ চতুর্দ্দিগেতেই উঁকি ঝুঁকি মারিয়া থাকেন তাহাঁদিগের নববিবির সহিত আলাপ হইবাতে বিলক্ষণ রূপে আপন২ কর্ম্ম চলিতে লাগিল এবং নববিবিও এ অবস্থায় তাহাঁর দিগের কল্যাণে আপন কল্যাণ করেন অর্থাৎ ঐ কন্যাদিগকে আপনার পূর্ব্ব আলাপিত বাবুগণ সন্নিধানে যোটকর্ত্তা করিয়া তদ্দ্বারা অর্থযৎ

কিঞ্চিৎ যাহা উপার্জ্জন হয় তাহাতেই আপন কালযাপন করেন, ইতোমধ্যে এক দিবস বৈকালযোগে সুযোগ পাইয়া কোন গৃহস্থের কন্যাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া নগরস্থ কোন বাবুর বৈটকখানায় লইয়া গিয়াছিলেন সেখানে আমোদ প্রমোদে রাত্রিকাল উপস্থিত হইবার কাল উপস্থিত হইল অর্থাৎ সে স্থান হইতে প্রস্থান কালীন পথিমধ্যে জনেক চৌকিদার ইহার সন্ধান পাইয়া কালদূতেরন্যায় আসিয়া তাহাঁর দিগকে ধৃত করিলেন তাহাতে আমোদ প্রমোদে সমূহ বিপদ হইয়া হর্ষে বিষাদ হইল তখন আর কোন উপায় না দেখিয়া পূর্ব্বের পরিচিত জনেক ধনবান বাবুর নিকট এই বিপদের সমাচার পাঠাইলেন বাবুজী আপন প্রভুত্ব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত জনেক তগমাওয়ালা হরকরা থানায় পাঠাইয়া শুউনীর উদ্ধার করিলেন, কিন্তু একর্ম্মে শেষ এই দুঃখ স্থির করিয়া নববিবি আপন বাটীতে আসিয়া নাকেকানে খত দিয়া কহিলেন রাম ভাগ্যে অমুক বাবুর সহিত আলাপ ছিল তাই রক্ষা পাইলাম নতুবা থানায় কএদ হইয়া রিপোর্টে যাইতে হইত অতএব এমন কর্ম্মে কায নাই মা, আরশুটনীপনা করিবনা, এখন শিক্ষা পাইলাম বরং ইহাপেক্ষা ভিক্ষাও ভাল।

অথ নববিবির ভেক ধারণ ও ভিক্ষায় কাল যাপন।

অনন্তর নববিবি যোটকত্তা ব্যবসাতেও ভগ্নোদ্যম হইয়া যখন সম্যক্ প্রকার দুষ্কর্ম্ম করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় নানাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন তখন ইহাই স্থির করিলেন যে এক্ষণে পেট চলিবার আর কোন উপায় নাই কেবল ভিক্ষাই এক উপায় আছে তাহা না করিলে চলেনা অত এব লজ্জায় কি করে পেটতো লজ্জা সরম কিছুই মানেনা সুতরাং এই পরমর্শে সুখের আশ্বাসে পতিত পাবনী প্রভুবংশোদ্ভবা মাতা গোস্বামিনী ত্রাণদায়িনির সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া পূর্ব্বাপর আপন অবস্থার বৃত্তান্ত সকল তাঁহাকে অবগত করিলেন মাতা গোস্বামিনী নববিবিকে যথেষ্ট ভরসা প্রদান করিয়া কহিলেন বাছা এক্ষণে তুমি আমার নিকট আসিয়াছ তোমার আর কোন চিন্তা নাই কোনমতে আর দুঃখ থাকিবেক না ইহকাল ও পরকাল উভয় কালেই ত্রাণ পাইবা দেখ যদ্যপি তুমি ভেক আশ্রয় করহ তবে ইহকালে বৈষ্ণব লইয়া স্বচ্ছন্দে কাল যাপন হইবেক এবং পরকালেও ভাল হইবেক অথচ গতিক্রিয়ায় কোন গতিক্রিয়া হইবেক না মরিলে পর মধুর মৃদঙ্গ ও করতাল ধ্বনি করত তোমাকে বৈরাগী সকলে অনুরাগী হইয়া

লইয়া যাইবেক অতএব তুমি পাঁচ সিকার সঙ্গতি করিয়া আমার নিকট আইসহ আমি তোমাকে ভেক দিয়া তোমার ত্রাণের চেষ্টা পাইব, মাতা গোস্বামিনীর এইরূপ কথোপকথনে ও পরামর্শ প্রদানে নববিবির যথেষ্ট সান্ত্বনা হইল, তাঁহার পর কালের চিন্তা তত নাই কেবল তিনি ইহ কালে কাল যাপনের চিন্তায় চিন্তিত, যাহা হউক এই কথায় অগাধ জলে থা পইয়া নববিবি মাতা গোস্বামিনীকে প্রণাম করিয়া সে স্থান হইতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন পর দিবস তাঁহার জিনিস পত্র দুই এক খান যাহা পেটে না দিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা বিক্রয় করিয়া কায়ক্লেশে পাঁচ সিকার সঙ্গতি করিয়া এবং একটী কাষ্ঠের টুকনী ক্রয়করিয়া তাহা স্বহস্তে ধারণ পূর্ব্বক মাতা গোস্বামিনীর নিকট উপস্থিত হইলেন, মাতা গোস্বামিনী তাঁহারদিগের রীত্যনুসারে নববিবিকে ভেক গ্রহণ করাইয়া দশ জন বৈষ্ণবের অধরামৃত খাওয়াইয়া বিলক্ষণ বৈষ্ণবী করিলেন তদবধি নববিবি নাশিকাগ্রে রসকলী নামে হরিমন্দিরা করিয়া এবং সর্ব্বাঙ্গে ছাপা ছাপিয়া হরিবোল বলিয়া হাতে টুকনী লইয়া ভিক্ষাশিক্ষায় বেড়ান, কখন সিমুল্যায়, কখন খড়দহে, কখনবা আখড়ায়, কখন বা অগ্রদ্বীপের

মেলায়, এই রূপে দ্বারে২ ভ্রমণ পূর্ব্বক মুষ্টিকাম লইয়া কাল যাপন করেন কিন্তু মনে২ অত্যন্ত খেদ হইয়া হৃদয় বিদার্ণ হইতে লাগিল তখন আপন গৃহস্থাশ্রম স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করত অন্য২ গৃহস্থের কন্যাদিগের সম্বোধনে বিলাপ করিতেছেন ॥

অথ নববিবির বিলাপ।

আমার দুঃখের কথা কারে নিবেদন। শুনিয়া সতর্ক হও কুলনারী গণ ॥ অন্য ঘরে চুরি দেখ্যে গৃহস্থ যেমন। সাবধানে রক্ষা করে আপনার ধন ॥ তেমতি আমার এই অধর্ম্মের ফল। দেখিয়া তোমরা শিক্ষা করহ সকল ॥ ধর্ম্ম রক্ষা কর সবে হইও না অসতী। অসতী হইলে পাবে এমনি দুর্গতি ॥ হায় হায় একি ছার আমার কপাল ॥ ভ্রষ্টা হয়ে ভ্রষ্ট হৈল ইহপর কাল ॥ না হইল কদাচ কখন সুখ লেশ। এপথে কেবল দুঃখ অশেষ বিশেষ ॥ কুলের রমণী যদি করে কুল ত্যাগ। তখনি তাহার নষ্ট হয় অনুরাগ ॥ রূপগুণ কিছু মাত্র তার নাহি রয়। যেমন রবির ঘরে চন্দ্রের উদয় ॥ কুল ত্যজি হইলাম এখন আকুল। দুখের সাগরে নাহি পাই কোন কুল ॥ প্রথম বয়সে মন সহজে চঞ্চল। দ্বিগুণ করে বিগুণ কুসঙ্গের দল ॥ সেই জন্য এই দুঃখ ঘটিল আমারে। সুপতি সুমতি বিনে কে দুঃখ নিবারে। পতি পরকীয় রসে আছিল

মগন। তাই আমি অন্যজনে করিনু যতন ।। সহকারী হৈল তায় এক নাপিতিনী। মজাইল একেবারে সেই কুস ঙ্গিনী ।। মন্ত্রণা বাতাসে তার বিষম ঘটিল। কুলের প্রদীপ তাই নির্ব্বাণ হইল ।। কুল ভয় কুল লজ্জা সকল ত্যাজিয়া। হইনু কুলটা কুলে জলাঞ্জলি দিয়া ।। পরে এক বয়স্থার আশ্রয়ে আসিয়া। রহিলাম সমাদরে তারে মা বলিয়া ।। বয়স্থা করিয়া আস্থা আমারে রাখিল ।। অবশেষে পুলিসে সে নাম লিখাইল ।। প্রকাশে হইয়া বেশ্যা বহু পরিশ্রমে নৃত্যগীত শিখাইল সবক্রমে ক্রমে।।তাহাতে আসক্ত হৈল এক নববাবু। প্রেমেতে আমার পড়্যাসে হইলকাবু।। আমি ছিনু অন্য এক লম্পটে মোহিত। সেহেতু না বুঝি তার নিজ হিতাহিত ।। প্রিয়জ্ঞানে শুনিলাম তাহার মন্ত্রণা। পাইলাম নানা মতে শেষেতে যন্ত্রনা।।সেই প্রেমে সব নাশ হইল আমার।কোথায় ভাতার হায় না পাই ভাত আর ।।এখন উচ্ছিষ্ট আন্ন মিষ্টবোধ করি। তাহাতেই কোন রূপে দুঃখে কালহরি ।। পড়িনু বিষম ফেরে একি মহাদায়। অন্ন বিনে ছন্ন বেশ মরি হায় হায়।। খুঁজিয়া বেড়াই মাত্র বৈষ্ণবের পাত। যেছিল মনের আশা গেল অধঃপাত ।। পরিয়াছি এই মাত্র আছে পরিধান। অদ্বিতীয় পুরাতন বৃক্ষের সমান।। যদি বল বৃক্ষের নাহিক দশ দশা। ইহাতেও দেখ ছিন্ন হইয়াছে দশা।। যদি বল শূরব আদ ১

অন্ত নাই। মুড়া চেরা বস্ত্র পরা ইহাতেও তাই।। অস্থি চর্ম্ম সার দেখ গাত্রে উড়ে খড়ি। সেকাল নাহিক আর হইয়াছি বুড়ী।। যৌবনেতে সমাদর করেছে যে জন। ততোধিক অনাদর সে করে এখন।। নিকটে কাহার গেলে কথা নাহি কয়। মনে করে পাছে একে কিছু দিতে হয়।। আলাপি কাহাকে যদি পথে দেখাপাই। মনে করি এই বুঝি কোন কিছু চাই।। চাহিতে না চাহিতে সে বলে কিছু নাই। অপুতুল রোজগার কি করিব ভাই।। মনে২ দুঃখ পেয়্যা মৌন হয়্যা থাকি। ফলেতে জানিতে পারি সে যে দেয় ফাঁকি।। আপনার কর্ম্ম দোষেএই দুখভোগ। কি করি আপনি ডেকে আনিয়াছি রোগ।। একুল ওকুল আনিখেয়্যাছিদুকুল। অকুলপাঁথারেপড়েহইয়াছি ব্যাকুল।। ভিক্ষা বই নাই আর আমার উপায়। তাহে পর্য্যটন করি বুঝি প্রাণ যায়।। অধর্ম্মে যদ্যপি লাভ লক্ষ লক্ষ হয়। ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম কণা তার তুল্য নয়।। স্বধর্ম্মে থাকিয়া যদিদিনান্তে আহার। তথাপি উচিতনয় অধর্ম্ম আচার।। বলিয়া না হয় শেষ বলিব তথাচ। কেহ যেন না হয় কুলটা কদাচ।। সকল গৃহস্থ কন্যা জানিবে নিশ্চয়। সুখ ভোগ ইহাতে কখন নাহি হয়।। দুঃখ নহে কেবল অধিক অপমান। প্রাণ যায় তবু ভাল রয় যেন মান। পূর্বে ছিলাম আমি গৃহস্থ আশ্রমে। করিলাম

একর্ম্ম কেবল মাত্র ভ্রমে ॥ তার পর কসব করিয়া কিছু দিন। হইলাম যখন সকল অর্থহীন ॥ তখন দাসিত্ববৃত্তি করিলাম সার। তাহাতে চলিত মাত্র পেটের আহার ॥ অতঃপর ছাড়ি দাস্য হইনু কুট্টিনী। সর্ব্ব শেষ সর্ব্বনাশে লইনু টুক্কুনী ॥ এক জন্মে চারি জন্ম হইল আমার। নষ্ট হয়্যা কষ্ট এত পাই বার বার ॥ অতএব পুনঃ২ করি নিবেদন। কুল ধর্ম্ম রক্ষা কর কুল নারীজন ॥

অগ্রে বেশ্যা পরে দাসী মধ্যে ভবতি কুট্টিনী।
সর্ব্বশেষে সর্ব্বনাশে সারস্তুবতি টুক্কুনী ॥

ইতি নববিবি বিলাসঃ সমাপ্তঃ ॥